প্রথম আলো

Prothom Alo North America

13 January 2022, Thursday, 5th Year, Issue 252, 40 Pages

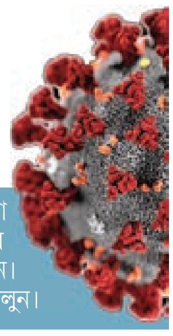

করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

১৩ জানুয়ারি ২০২২, ২৯ পৌষ ১৪২৮, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৫২, পৃষ্ঠা: ৪০

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সঙ্কটের দিকে যাচ্ছে

আমেরিকা

রহমান মাহবুব

আমেরিকাজুড়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি এখন আগের যেকোনো ধারণাকে ছাড়িয়ে গেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে গ্রোসারিগুলোর সেলফ খালি পড়ে আছে। একদিকে মালামালের সরবরাহ সঙ্কট, আরেকদিকে কর্মিসংকটে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে উঠেছে। নাজুক অবস্থায় পড়েছেন বাংলাদেশি গ্রোসারি ব্যবসায়ীরা। দেশীয় পণ্যের মূল্য প্রতিদিন বাড়ছে। মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধিতে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন প্রবাসীরা।

আমেরিকায় এমন অবস্থা দেখতে হবে, এমন ধারণা আগে কেউ করেননি বলে মন্তব্য করেছেন উৎকণ্ঠিত প্রবাসীদের কেউ কেউ।

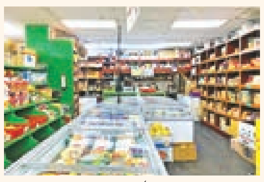

- লোকজন মাইলের পর মাইল গাড়ি চালিয়ে দোকানে গিয়ে পণ্য পাচ্ছে না।
- আমেরিকায় গম, ভুট্টা, সয়াবিন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

গত টানা দুই বছরের মহামারিতে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

তুষারপাত বছরের প্রথম তুষারপাতে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো প্রায় চাপা পড়েছিল গত সপ্তাহে। দমকা বাতাসের সাথে শুরু হয় তুমুল তুষারপাত। চাপা পড়ে নগর-জনপদ। ব্রংকসের স্বদেশীবহুল এলাকা থেকে ৭ জানুয়ারি সকালে ছবিটি তুলেছেন আলোকচিত্রী নুরুল হক।

ট্যাক্স রিটার্ন শুরু ২৪ জানুয়ারি

রওশন হক

আমেরিকার কর নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আই আর এস(ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস) চলতি বছরের ট্যাক্স রিটার্ন গ্রহণ করার সময়সূচি ঘোষণা করেছে। এক ব্যক্তির বেলায় আসছে ২৪ জানুয়ারি থেকে ট্যাক্স রিটার্ন গ্রহণ করা শুরু হবে। ব্যক্তিগত রিটার্ন জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল।

লোকবল সঙ্কট এবং চলমান মহারির কারণে আগের বছরের ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে কাজ করা সুরাহা করতে পারেনি আই আর এস। গড়ে আগের বছরের ১০ লাখ অসম্পন্ন বিবরণী নিয়ে নতুন বছরে পা দেয় আই আর এস। মহামারি ও লোক সঙ্কটের কারণে এবার আগের বছরের ঠিক কতটা বিবরণী সম্পন্ন করার অপেক্ষায় পড়ে আছে, তা জানানো হয়নি। মধ্য ডিসেম্বরে এ সংখ্যা ৬০ লাখের বেশি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

আবারও ট্রাম্প-হিলারি?

ইব্রাহীম চৌধুরী

আমেরিকার রাজনীতিতে হিলারি ক্লিনটনকে নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। সাবেক ফার্স্ট লেডি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকেই আবার সামনে নিয়ে আসার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা নিম্নমুখী। তাঁর শরীরও আগামী নির্বাচন পর্যন্ত ঠিক থাকবে কিনা, এ নিয়ে সংশয় রয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের জনপ্রিয়তাও ডেমোক্র্যাটদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে অন্য

হিলারি ক্লিনটন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প

কোনো ডেমোক্র্যাট নেতার আত্মপ্রকাশও ঘটছে না। ফলে দলের প্রভাবশালী একটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

স্টেট কমিটি গঠন নিয়ে বিভক্ত নেতাকর্মীরা

মনজুরুল হক

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির স্টেট কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় নেতাকর্মীদের কেউ খুশি, আবার অনেককেই অখুশি হতে দেখা গেছে। খুশি-অখুশির দোলাচলে ইতিমধ্যে ১৩টি স্টেট কমিটি গঠিত হয়ে গেছে। সবচেয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ব্রংকসে অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৭

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের একটি আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৭ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে নয়টি শিশু রয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। ৯ জানুয়ারি সকালে এই ঘটনা ঘটে। নিউইয়র্কে গত ৩০ বছরের ইতিহাসে এমন মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি।

রোববারের অগ্নিকান্ডে সর্বমোট নিহত ১৭ জনের মরদেহ সনাক্ত করা হয়েছে। ১২ জানুয়ারী সনাক্ত করা মৃতিদের মধ্যে দুই বছরের শিশু থেকে ৫০ বছর বয়সের লোকজন রয়েছেন। নিহত অধিকাংশ লোকজনই প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী ও তাঁদের পরিবার। একটি ত্রুটিপূর্ন স্পেস হিটার এবং ভবনের বিকল দরজার কারণেই অগ্নিকান্ড এবং বিপুল

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

লন্ডনে সাড়ে ৩ মাস আগে মারা যান হারিছ চৌধুরী

ঢাকা অফিস

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আবুল হারিছ চৌধুরী যুক্তরাজ্যের একটি

হারিছ চৌধুরী

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish,, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- **বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।**
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

Ms. Farzana Choudhury

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
এইস্ ইন্স্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৯ সাল বাঙালীদের জন্য দারুন সুখবর!

Where it's all about excellence in education
নিউইয়র্ক স্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
Licensed by New York State Department of Education.
কাউন্সিল অব অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত

BECOME A **MEDICAL ASSISTANT**
- EKG Technician & Phlebotomy Technician
- Medical Insurance, Billing & Records

Diagnostic Medical Sonographer

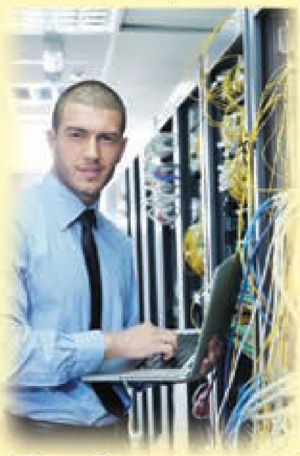

BECOME A **COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR**
- PC Technician (A+ Cert.)
- Networking Concepts (N+ Cert.)
- Network Security (Security+ Cert.)
- Computer Networking (MCITP/MCTS)

Web & Graphic Design

সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ
সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ
বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাশের সুযোগ রয়েছে।

আনুষাঙ্গিক সুবিধা সমূহ
Financial Aid available for select program to those who qualify.

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.acecareer.edu | info@acecareer.edu

যোগাযোগ: MANHATTAN 212-695-9700, QUEENS 718-575-3223

40-38. 75th Street, Elmhurst, NY 11373

নির্বাচনে বিজয়ের পর উৎফুল্ল গিয়াস আহমেদ এবং তারেক এইচ খান। ছবি: সংগৃহীত

গিয়াস-তারেক পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়ী

জেবিবিএ’র নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সংগঠন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই’র (জেবিবিএ) নির্বাচনে গিয়াস-তারেক পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়ী হয়েছে। ৯ জানুয়ারি রোববার উত্তেজনামুখর পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে দুই বছর মেয়াদী এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে গিয়াস আহমেদ সভাপতি পদে ভোট পেয়েছেন ২২৪। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মাহবুবুর রহমান টুকু পেয়েছেন ১৬০ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ তারেক এইচ খান পেয়েছেন ১৯৫ ভোট। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মুনির হোসেন পেয়েছেন ১৭৫ ভোট।

জেবিবিএ’র ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ বার ভূইয়া এবং নির্বাচন কমিশনার বেলায়েত হোসেন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। এসময় নির্বাচন কমিশনার আবু হেলেন হোসেনসহ জেবিবিএ’র উপদেষ্টা, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্যানেলের প্রার্থী ও সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ বার ভূইয়া জানান, নির্বাচনে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির ১৫টি পদে দুই প্যানেলে সর্বমোট ৩০ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ নির্বাচনে সর্বমোট ৪৫০ ভোটারের মধ্যে ৩৮৯ ভোটার ভোট দেন। এদিন সকাল পৌনে ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেশিনে একটানা ভোটগ্রহণ করা হয়। ভোটগ্রহণ শেষে এদিন রাত প্রায় ১০টায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী ১৫ আসনে গিয়াস-তারেক প্যানেলের বিজয়ীরা হলেন: সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সহ-সভাপতি মোল্লা এম এ মাসুদ, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ হাসান জিলানী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক এইচ খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক এমডি মফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুল ইসলাম জাকির, কোষাধ্যক্ষ এস এম আবুল হাসান, দপ্তর সম্পাদক এমডি জি রহমান (আকাশ রহমান), সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাফর উল্লাহ মিলন, প্রচার সম্পাদক বেলাল আহমদ এবং কার্যকরী সদস্য রকি আলিয়ান, ডা. বর্ণালী হাসান এমডি, খালেদ আকতার, আব্দুল আলিম এবং এস কিউ আলম।

অন্যদিকে জেবিবিএ’র টুকু -মুনির প্যানেলের বিজিত প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি এমডি মাহবুবুর রহমান টুকু, সহ-সভাপতি সুলতান আহমেদ ও মোহাম্মদ সোলায়মান আলী, সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান, সহ-সাধারণ সম্পাদক এমডি এল ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক এমডি দেলওয়ার হোসেইন, কোষাধ্যক্ষ এমডি এস হোসেন, দপ্তর সম্পাদক রাম কে সাহা (অপু), প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ শাহিন ভূঁইয়া, কালচারাল সম্পাদক শেখ এইচ আলী এবং নির্বাহী সদস্য শামীম মনির, নজরুল ইসলাম মিয়া, জহিরুল ইসলাম জয়, মাসুদ আহমেদ এবং আব্দুল হাই।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ বার ভূইয়া সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নবনির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক এইচ খান প্রার্থী, ভোটার, নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। এ সময় তাঁরা সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে জেবিবিএ’র উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নবনির্বাচিত সভাপতি সভাপতি গিয়াস আহমেদ নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করে বলেন, সবাইকে সাথে নিয়ে প্রবাসী ব্যবসায়ীদের যেকোনো প্রয়োজনে সংগঠনের পক্ষ থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস থাকবে সবসময়। তিনি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং তাদের নির্বাচিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি মূলধারার রাজনীতিক এবং বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদ বলেন, ৭৩ ও ৭৪ স্ট্রিটসহ আশপাশে গার্বেজ ক্যান নেই। বিভিন্ন স্থানে গার্বেজ স্তূপ হয়ে থাকে। জ্যাকসন হাইটসকে গার্বেজমুক্ত করতে জেবিবিএ’র পোশাকসহ অন্তত একজন ক্লিনার নিয়োগ করব। সপ্তাহে অন্তত একদিন ক্যান অপসারণের ব্যবস্থা নেব।

জেবিবিএ’র পোশাকে অন্তত দু’জন নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ দেব। তিনি বলেন, জেবিবিএ’র সদস্যদের গ্রেপ্তারের আগে অবশ্যই জেবিবিএকে ইনফরম করতে হবে। অহেতুক কাউকে হয়রানি-হেনস্তা করা যাবে না।

গিয়াস আহমেদ বলেন, আমরা জেবিবিএর জন্য স্থায়ী একটি অফিস নেব। কংগ্রেসম্যান, স্টেট এবং সিটি প্রশাসনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ককে জেবিবিএ’র স্বার্থে কাজে লাগাব। জেবিবিএ’র মতো সংগঠনের জন্য ফেডারেল, স্টেট ও সিটিতে যেসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সে সব সুবিধা নিয়ে জেবিবিএকে শক্তিশালী একটি সংস্থায় পরিণত করতে প্রচেষ্টা চালাব।

গিয়াস আহমেদ আরও বললেন, জেবিবিএ’র কোনো সদস্য মারা গেলে মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ১০ হাজার ডলার প্রদান করা হবে। এরপর মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রয়োজন হলে অর্থ সহায়তার স্থায়ী একটি ব্যবস্থা করব।

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক এইচ খান বলেন, জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়ীদের জন্য কাজ করব। নির্বাচনে আমরা যেসব ওয়াদা করেছি সেসব অক্ষরে অক্ষরে পালন করব ইনশাল্লাহ।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর গিয়াস-তারেক প্যানেল জ্যাকসন হাইটসে বিজয় মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করে।

কিশোর জনম সাহা: ভাবনায় কেবলই মানবসেবা

এইচ বি রিতা

হাইস্কুল শেষ করে সদ্য কলেজ জীবনে পা রাখা ১৮ বছরের জনম সাহা। পড়াশোনা করছে বায়ো-ক্যামেস্ট্রিতে। তার স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী হয়ে মানুষের সেবা করা, জীবন বাঁচানো এবং স্বাস্থ্যকর একটি জীবন উপহার দিতে অন্যদের সঠিক পরামর্শ ও পরিসেবা দেয়া।

জনম তিন বছর পাঁচ মাস বয়সে বাবা-মায়ের সাথে আমেরিকা আসে। প্রি-কে’র পর পিএস-১১ থেকে এলিমেন্টারি শেষ করে, আই এস-১২৫ তে মিডলস্কুল করেছে। নিউইয়র্কের বিখ্যাত ব্রঙ্কস হাইস্কুল অফ সাইন্স থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে। বর্তমানে সে নিউইয়র্ক সিটির হান্টার কলেজের শিক্ষার্থী। পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী জনম অষ্টম শ্রেণী থেকেই স্কুলের মাধ্যমে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিতর্কে অংশ নিয়েছে। এমন বিতর্কে সে রানার্স আপ হয়েছে। এই প্রতিযোগীতার জন্য এমভিপি(MVP) মেডেলও □অর্জন করে। হাইস্কুলে থাকাকালীন সে চেইজ ক্লাব-এর সেক্রেটারি ছিল এবং প্রি মেড ক্লাবে ছিল চারবছর। পড়াশোনার পাশপাশি জনম মিডল স্কুল থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত স্কুলের বিভিন্ন প্রোগ্রামে বাস্কেটবল খেলায় জড়িত ছিল এবং সেটা এখনও অব্যাহত রেখেছে। মেধাবী জনম একদিন চিকিৎসাবিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এর কারণ জানতে চাইলে জনম বলে,’ছোটবেলা আমি দেখেছি আমার অসুখের সময় একজন ডাক্তার কেমন করে আমাকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ্ করেছিল। সেটা থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমাকেও এমন কিছু হতে হবে, যাতে করে আমি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে পারি, তাদেরকে সাহয্য করতে পারি। শুধু ক্যারিয়ার গড়লাম কিন্তু অন্যের জন্য কিছুই করলাম না, তা তো হয় না।’

জনমের নিজ স্বপ্ন গড়ায় তার মতামত ও অংশগ্রহণকে গুরুত্বের সাথে দেখছেন তার বাবা-মা। জনমের বাবা গোপন সাহা আবৃত্তিশিল্পী এবং মা সুতপা মণ্ডল সঙ্গীতশিল্পী। জনমের ছোট বোন গুঞ্জরী সাহা। এবারে মিডলস্কুলে ষষ্ঠ

মা-বাবা ও বোনের সাথে জনম (সর্ব ডানে)। ছবি: সংগৃহীত

শ্রেণীর শিক্ষার্থী। গুঞ্জরীও পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী। নিজ দেশ, সংস্কৃতি বুকে নিয়ে আমেরিকার এক ভিন্ন পরিবেশে পদার্পণের পর জনমের বাবা-মা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সন্তানদের লালন-পালনে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না। বরং ভিন্ন এক পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোই হবে সঠিক সিদ্ধান্ত। আর তাই নিজ ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তাঁরা জনম ও গুঞ্জরীকে দিচ্ছেন নিজ মেধা বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা। একটি শিশু সন্তান ভবিষ্যতে কি হতে চায়, কিংবা নিজ পছন্দমতো ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে, এক্ষেত্রে বাবা-মায়ের ভূমিকা কি, এ ব্যাপারে জনমের মা বলেন, ’আমাদের সন্তান আনন্দ নিয়ে ভবিষ্যতে যা হতে চায়, তাই হতে দেয়া উচিত। আমাদের কাজ শুধু তাদের গাইড করা। মেধাকে আরও প্রসারিত করতে সহযোগী হওয়া এবং সন্তানকে সফলতার উচ্চস্তরে পৌঁছাতে ছায়ার মতো পাশে থাকা।’

জনমের বাবা বলেন, ‘সন্তানকে বুঝতে হবে, বইয়ের পৃষ্ঠার মতো পড়তে হবে, তার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পূর্ণ মেধার বিকাশে সুযোগ দিতে হবে। সন্তানের সাথে বিশ্বাস স্থাপনে তাকে যেকোনো কিছুর ভালো-মন্দের পার্থ্যকটা আলোচনা করতে হবে। যেন তারাই সঠিক পথটা বেছে নিতে পারে। আমাদের নিজ বিশ্বাস, সংস্কৃতি তাদের ওপর চাপিয়ে দিলে হবে না, বরং আমাদেরকে সময়ের সাথে নতুন কিছু দত্তক নিতে শিখতে হবে।’

জনম পড়াশোনার পাশাপাশি কমিউনিটির বিভিন্ন সেবামূলক কাজে তাঁর অংশগ্রহণ আমাদের অবাক করে দেয়। জনমের বাবা-মাও আশা রাখেন জাত, ধর্ম-বর্ণ, গোত্র ভুলে গিয়ে জনম নির্বিশেষে একজন প্রকৃত মানুষ হবে, এবং অন্যের কথা ভাববে। মানবিক গুণাবলিতে বেষ্টিত জনম সাহা নিউইয়র্ক সিটির অধীনে কনটাক্ট ট্রেসার কর্মচারী হিসাবে সিটির বিভিন্ন এলাকায় কাজ করেছে। বিশেষ করে ভাষা, অভিবাসন অবস্থা বা অজ্ঞতার কারণে যারা ভ্যাকসিন সম্পর্কে সচেতন ছিল না, তাদের ভ্যাকসিন সম্পর্কে শেখানো এবং ভ্যাকসিন নিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে সহায়তা করেছে। বর্তমানে জনম আমেরিকান রেড ক্রস ডিজাস্টার রেসপন্স টিমের সুপারভাইজার হিসাবে কাজ করছে। জড়িত আছে হান্টার CMMBxHunter- এর সাথে, যা সীমান্তে নবজাতকদের যত্নে সহায়তা করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশে যাদের চিকিৎসা সহায়তা নেই, তাদের সাহায্য করতে জনম অ্যাম্বাসেডর এবং ডিরেক্টর হিসাবে ভলান্টিয়ারিং করছে Project HOPE Outeac-এ। এবং হান্টার কলেজ রেড ক্রস-এর একজন প্রধান স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে জনম।

শক্তির বিচারে বাংলাদেশের পাসপোর্ট এগিয়েছে ৫ ধাপ

ঢাকা ডেস্ক

শক্তিশালী পাসপোর্টের সূচকে পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনারসের সাম্প্রতিক সূচকে এমনটাই জানানো হয়েছে। দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনারসের সূচকে বর্তমানে বাংলাদেশ আছে ১০৩ নম্বরে। গত বছরের সূচকে এটি ছিল ১০৮।

ভিসা-ফ্রি স্কোরে বাংলাদেশের অবস্থান অবশ্য একই আছে। সেটি হলো ৪০। অর্থাৎ বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন ৪০টি দেশে। সর্বশেষ সূচকেও এটিই ছিল।

ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইএটিএ) দেওয়া তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনারস। মূলত আইএটিএ বিশ্বজুড়ে ভ্রমণের তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে। ২০০৬ সাল থেকে শক্তির বিচারে পাসপোর্টের এমন র‍্যাঙ্কিং নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনারস। মূলত কোন দেশের পাসপোর্ট দিয়ে আগাম ভিসা ছাড়া কতটি দেশে যাওয়া যায়, সেটিই শক্তিশালী পাসপোর্টের এই সূচকের মূল ভিত্তি।

সাম্প্রতিক সূচকে শক্তির বিচারে তালিকার শিখরে আছে জাপান ও সিঙ্গাপুর। প্রথম স্থানে আছে এ দুটি দেশ। এ দুটি দেশের পাসপোর্ট নিয়ে ১৯২টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া যাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জার্মানি ও দক্ষিণ কোরিয়া। তৃতীয় অবস্থানে আছে ফিনল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ ও স্পেন।

এদিকে তালিকার ১০৩ নম্বরে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে কসোভো ও লিবিয়া। প্রতিবেশীদের মধ্যে নেপাল ও পাকিস্তান আছে বাংলাদেশের পেছনে, যথাক্রমে ১০৫ ও ১০৮ নম্বরে।

তালিকার সর্বনিম্ন অর্থাৎ ১১১ নম্বরে আছে আফগানিস্তান। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে সম্প্রতি ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। আশরাফ গনির সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তালেবান। তালিকার ১০৯ নম্বরে আছে সিরিয়া। ১১০ নম্বরে আছে ইরাক।

অন্যদিকে দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনারসের সাম্প্রতিক শক্তিশালী পাসপোর্টের এই সূচকে বাংলাদেশের ঠিক পরেই আছে উত্তর কোরিয়া, ১০৪ নম্বরে। মিয়ানমার ও দক্ষিণ সুদান আছে বাংলাদেশের ওপরে, যথাক্রমে তালিকার ৯৭ ও ৯৯ নম্বরে।

প্রতিবেশীদের মধ্যে ভারত, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ আছে বাংলাদেশের ওপরে। তালিকায় মালদ্বীপের অবস্থান ৫৮, ভারত ৮৩, ভুটান ৯০ ও শ্রীলঙ্কা ১০২ নম্বরে আছে।

‘তবারক হোসেইন-শামসুন্নাহার’ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন। ছবি : প্রথম আলো

তবারক হোসেইন-শামসুন্নাহার গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার শাহবাজপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে প্রতিষ্ঠিত তবারক হোসেইন-শামসুন্নাহার গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করা হয়েছে। ৮ জানুয়ারি বিকেলে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, তবারক হোসেইন ও শামসুন্নাহার যে গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন, বর্তমান যুগে তা একটি ভিন্নতর উদ্যোগ। সরকার যে সব বিদ্যালয় নির্মাণ করে, সেখানে একটি লাইব্রেরি থাকে। গ্রন্থাগারিক থাকে। সেটা খাতা-কলমে থাকে। শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী কেউ খোঁজ নেয় না। এত বড় গ্রন্থাগার হয়েছে। এটা একটা সূচনা। দেশের উত্তর-পূর্ব সীমানা থেকে যাতে সারা বাংলাদেশে একটা উদাহরণ সৃষ্টি হয়। ছাত্র, যুবকদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। বই পড়ার জাগরণ সৃষ্টি করা যায়। সে লক্ষ্যেই গ্রন্থাগারটি গড়ে তোলা হয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে যাতে অবদান রাখতে পারে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাহবাজপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি রফিকুল ইসলাম। প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক আতিকুল ইসলাম মুক্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মাহি আবিদের যৌথ সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান, লেখক ও গবেষক অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী, মদন মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ লেখক ও গবেষক আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, ভ্রমণ লেখক, নাট্যকার ও নির্মাতা শাকুর মজিদ, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপরেজিস্ট্রার লেখক ও গবেষক মিহির কান্তি চৌধুরী, গ্রন্থাগারের স্থপতি রাজন দাস, উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রফিক উদ্দীন আহমদ, প্রতিষ্ঠানের সাবেক ছাত্র, লেখক ও লোক গবেষক মোস্তফা সেলিম এবং গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা তবারক হোসেইন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাহবাজপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত।

> তবারক হোসেইন ও তাঁর সহধর্মিনী শামসুন্নাহার প্রায় ৭০ লাখ টাকা ব্যায়ে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ভবনটি নির্মাণ করে দিয়েছেন।

শাহবাজপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী, বীর মুক্তিযোদ্ধা তবারক হোসেইন ও তাঁর সহধর্মিনী শামসুন্নাহার প্রায় ৭০ লাখ টাকা ব্যায়ে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ভবনটি নির্মাণ করে দিয়েছেন।

ট্রাম্পকে হত্যার হুমকি দেওয়ায় বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে ৭২ বছর বয়সী এক বৃদ্ধকে আটক করেছে পুলিশ। মার্কিন স্থানীয় সোমবার ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ব্রুকলিনের প্রসিকিউটর অফিস জানায়, গ্রেপ্তার হওয়া ওই ব্যক্তির নাম টমাস ওয়েলনিকি। তিনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অপহরণ ও হত্যার হুমকি দিয়েছেন।

২০২০ সালের জুলাইতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায় দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ওয়েলনিকি বলেন, ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প হেরে গেলে যদি ক্ষমতা না ছাড়তে চায় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ও বর্তমান প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা রক্ষার অন্যতম দায়িত্বে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস। এই সংস্থাটির কাছে গত বছরের জানুয়ারিতে দুইট ভয়েস মেসেজ পাঠান ওয়েলনিকি। সেখানে তিনি ট্রাম্প ও ১২ জন কংগ্রেস সদস্যকে হত্যার হুমকি দেন।

ওই ভয়েস মেসেজে কুইনসের বাসিন্দা ওয়েলনিকি বলেন, হ্যাঁ, এটি একটি হুমকি। আসুন আমাকে গ্রেপ্তার করুন। ওই ব্যক্তি (ট্রাম্প) ও তার ১২টি বানরকে বের করার জন্য আমি যা করতে পারি তা করব।

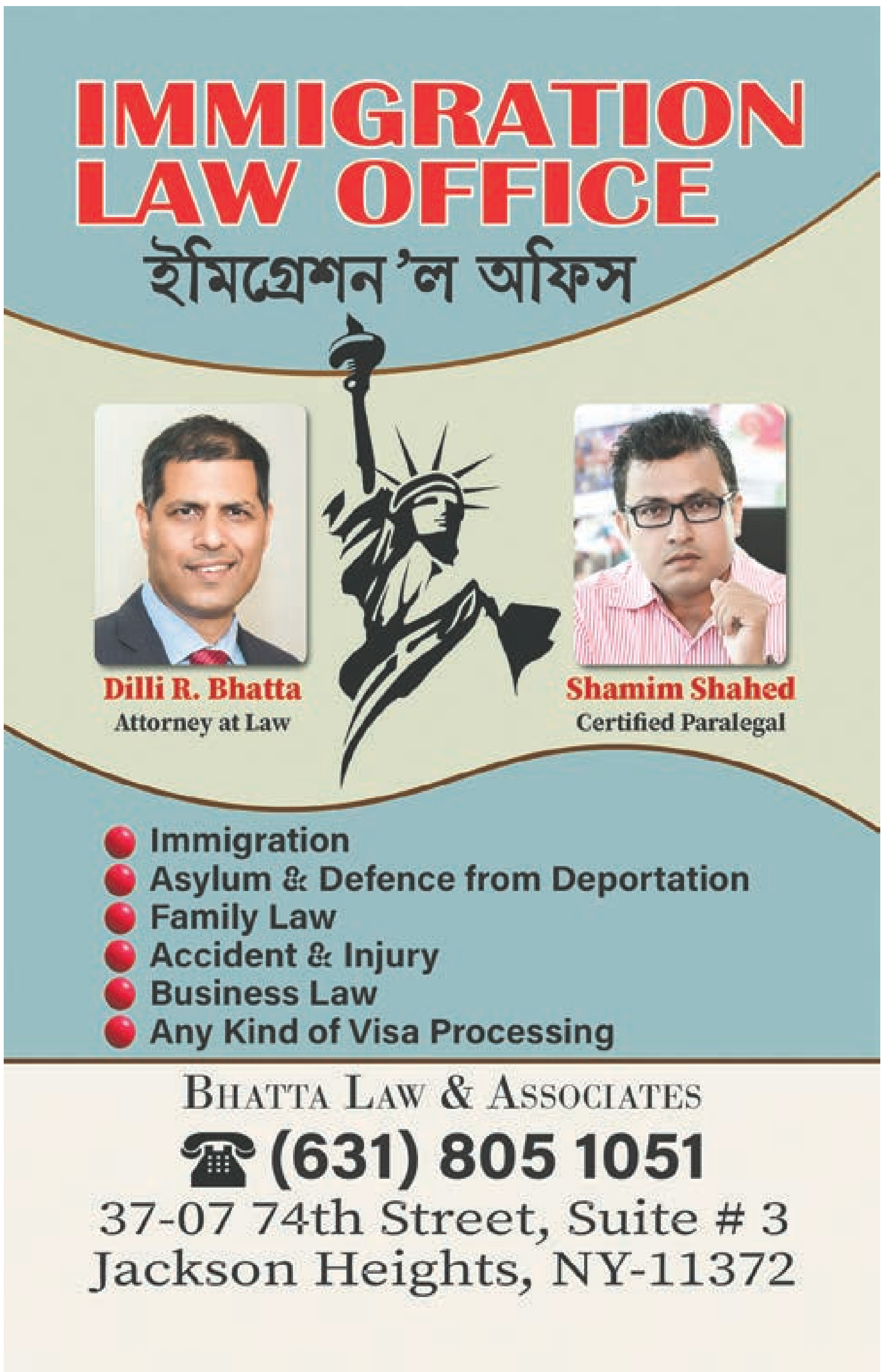

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

আমেরিকায় আর যেন কোনো ৬ জানুয়ারি না ঘটে

ক্যাপিট্যাল হিলে হামলার বর্ষপূর্তিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন তাঁর পূর্বসূরী মিথ্যার বেসাতি করেছেন। ফলে আমেরিকাকে আত্মার বিশুদ্ধতার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটলে হামলাকারীরা যুক্তরাষ্ট্র ও দেশটির গণতন্ত্রের গলায় ছুরি ধরেছিল। ওই হামলার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার সকালে হোয়াইট হাউসে দেয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। দীর্ঘ এই বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাঁর পূর্বসূরী ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম উচ্চারণ না করে বার বার 'পূর্বসুরী' উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প দেশের উপরে নিজের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

২০২০ সালে নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করে ক্ষমতার পালা বদলের সময় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নানা নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছিলেন। নির্বাচনে জালিয়াতি বা কারচুপির কোনো প্রমাণ আদালতে উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলের সামনে ট্রাম্প তাঁর উগ্র সমর্থকদের নিয়ে সমাবেশ করেন। ওই সমাবেশে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেয়ার পর ট্রাম্প সমর্থকেরা ক্যাপিটল হিলে হামলা চালায়। ওই ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েকজন সদস্যসহ অন্তত সাতজন নিহত হন। এই হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এখন পর্যন্ত ৭২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর জের ধরে ট্রাম্পকে কংগ্রেসে দ্বিতীয় দফা অভিশংসন করা হয়। যদিও সিনেটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না থাকায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন দণ্ড কার্যকর করা যায়নি।

গত ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতাগ্রহণ করলেও জো বাইডেন তাঁর পূর্বসূরীকে অভিযুক্ত করে এমন সরাসরি বক্তৃতা আগে কখনও দেননি। ক্যাপিটল হিলে হামলার বর্ষপূর্তিতে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, তাঁর পূর্বসূরী নিজের দম্ভ ও অহংকারকে দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছেন। নিজের পরাজয় তিনি মেনে নিতে পারেননি। বক্তৃতায় কেন তাঁর পূর্বসূরীর নাম উচ্চারণ করলেন না? — এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে একটি সমসাময়িক রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু করতে ইচ্ছুক নন। আমেরিকার আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য দেশবাসীর ঐক্যকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। বাইডেন জানান, ক্ষতস্থান চিহিত করা গেলেই তা সরানো সম্ভব হয়।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর বক্তৃতায় সবচেয়ে শক্তিশালী লাইন হিসেবে বলেছেন, নির্বাচনে জয়লাভ করলেই দেশকে ভালোবাসা হয় না। সর্বক্ষেত্রে দেশকে ব্যক্তিগত স্বার্থ, জয়-পরাজয়ের ঊর্ধ্বে রাখাই প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ।

আমেরিকার বিভক্ত সমাজে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এ মর্মবাণী কতটা কাজ করবে, তা সময়ই বলে দেবে। তবে আমেরিকার মাটিতে আরেকটি ৬ জানুয়ারি দেখতে চায় না এদেশের কোনো গণতন্ত্রমনা মানুষ।

বাজির শব্দে মারা যাওয়া শিশুর যন্ত্রণা কি টের পাচ্ছি

বাজির শব্দে মারা যাওয়া শিশুর যন্ত্রণা কি টের পাচ্ছি —এ শিরোনামে দৈনিক প্রথম আলোতে কলাম লিখেছেন লেখক, সাংবাদিক আনিসুল হক। মর্মস্পর্শী এ লেখা। খেয়ালি আর হেঁয়ালি উৎসব-আনন্দ যে কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে তা ফুটে উঠেছে লেখকের মর্মস্পর্শী বর্ণনায়। আনিসুল হক লিখেছেন, "এবার ৩১ ডিসেম্বর ২০২১-এর রাতে, ১ জানুয়ারি ২০২২-এর প্রথম প্রহরে ঢাকা শহরের আকাশ আতশবাজির ফুলঝুরিতে ছেয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত—তেমনটা মনে হওয়ার অবকাশও জোটেনি। বরং পিলে চমকানো শব্দে কানে লেগে গিয়েছিল তালা। ছাদে উঠে দেখি, প্রায় প্রতিটি বাড়ির ছাদ থেকে হাউই ওড়ানো হচ্ছে, আতশবাজি ছুটে যাচ্ছে আকাশে, আকাশে আলোর বান ডাকছে; আর সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে ফানুসের আলোয় আলোয়। হুমায়ূন আহমেদের ওই লাইনও মনে পড়েছে, 'দিতে পার এক শ' ফানুস এনে, আজন্ম সলজ্জ সাধ, একদিন আকাশে কিছু ফানুস ওড়াই।'

কিন্তু এর পরিণতি কী ভয়াবহ হয়েছে, তা পড়তে গেলে কেবল সলজ্জ হলেই চলছে না, বিষণ্ন, সতর্ক এবং সন্ত্রস্তও হতে হচ্ছে। শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটের আবাসিক চিকিৎসক আহমেদুর রহমান ফেসবুকে লিখেছেন: 'আপনি যদি এই মুহূর্তে আমাদের দেশের একমাত্র বার্ন ইনস্টিটিউট শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে আসেন, আপনার বোধ অন্য রকম হতো।

'আমি নিজেও একটা দারুণ আতশবাজির ছবি তোলার জন্য ম্যানুয়াল মুডে ক্যামেরা তাক করে বসে থাকি, "আজন্ম সলজ্জ সাধ" মেটাতে ফানুস উড়াই; কিন্তু এর পেছনের কান্না আর কষ্টের গল্পগুলো নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি!'

একটা বাচ্চা এসেছে ফানুস ওড়াতে গিয়ে মোম পড়েছে চোখে-মুখে, একজন তরুণের সরাসরি চোখেই আগুনের হালকা লেগেছে; কর্নিয়া ইনজুরি আছে, একজন পথচারী এসেছেন, তাঁরও মুখ ফানুসের আগুনে পুড়েছে, এক মাদ্রাসাছাত্র ফানুসের আগুনে বৈদ্যুতিক তার পুড়ছে দেখে সেটা নেভাতে গিয়ে নিজের হাত ইলেকট্রিক বার্ন নিয়ে এসেছে (সেই হাতে একটা বড় অপারেশন লাগবে), একজন "বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু" আতশবাজি কাছ থেকে দেখতে গিয়ে চোখ-মুখ পুড়িয়েছে; বেচারা তার সমস্যার কথা বলতেও পারছে না, বেশ কয়েকজন এসেছে পটকায় এক বা একাধিক আঙুল উড়ে গেছে, এমন আরও অনেকে এসেছে।'

অসতর্ক আনন্দ উল্লাসের মধ্যে ঘটা যাওয়া বিপত্তি নিয়ে আনিসুল হক তাঁর ঝরঝরে লেখায় বেশ করেকজনের লেখা উদ্ধৃত করেছেন। "আতশবাজির শব্দে চড়ুই পাখি মারা গেছে, বিড়াল-কুকুর ভয় পেয়েছে, সেই খবর দিয়ে আরেকটা মারাত্মক খবর দেব। সমকাল-এ লেখা হয়েছে, রুহি আশরাফ নামের রাজধানীর একজন বাসিন্দা ভিডিও করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, ৩১ ডিসেম্বর রাতে ভয়ার্ত চড়ুই পাখি দলে দলে এসে ঘরে ঢুকে পড়েছে!

ইউসুফ রায়হান নামের এক বাবা ৩১ ডিসেম্বর রাতে ফেসবুকে লেখেন: 'কী ভীষণ শব্দে আতশবাজি! আমার ছোট্ট বাচ্চাটি এমনিতেই হার্টের রোগী। আতশবাজির প্রচণ্ড শব্দে শিশু বাচ্চাটি আমার ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে। খুব ভয় পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। খুবই আতঙ্কের মধ্যে সময়টা পার করছি।'

তারপর? কী হলো? ১ জানুয়ারি শিশুটিকে ঢাকার হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে নিতে হয়। এবং শিশুটি মারা গেল!

হায় আমার থার্টি ফার্স্ট! বছরের শেষ দিনে আনন্দ উল্লাস করতে গিয়ে শিশুর অকাল মৃত্যুর এমন সংবাদ যেকোনো মানব হৃদয়কে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। আনন্দ-উল্লাসের নামে আমাদের চরম সতর্কতার বার্তাই জোরালোভাবে দিয়েছেন লেখক। এতেও যদি আমাদের বোধোদয় হয়!

রোগ ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক বটে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

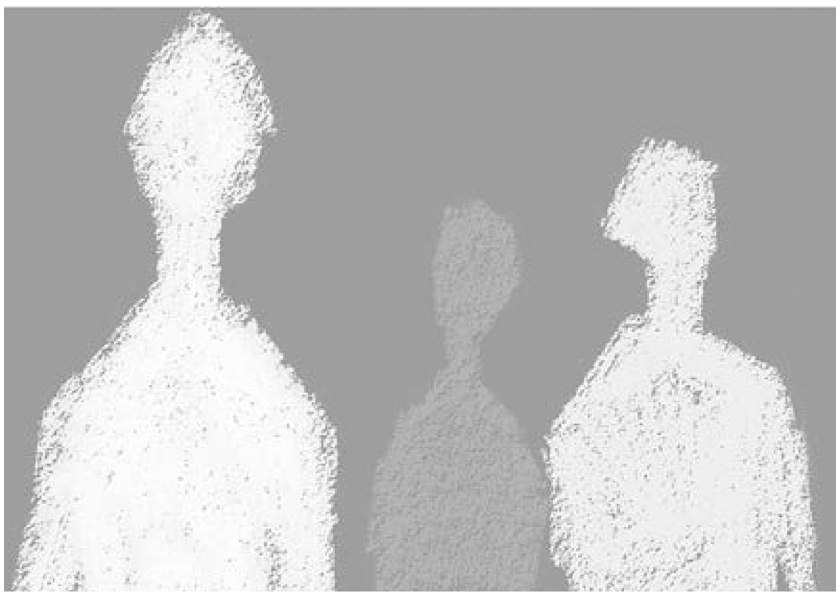

আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্র সংসদ নেই, নির্বাচন হয় না, শিক্ষার্থীরা সুস্থ সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের এবং নেতৃত্বদানে প্রস্তুতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই বলে দলীয় আধিপত্য যে নেই, সেটা মোটেই সত্য নয়।

করোনা ভয়ংকর ভাইরাস। কিন্তু তার কোপানলের পড়ে অন্য অসুখগুলোর যে উপশম ঘটেছে তা তো নয়। বিশেষভাবে বেড়েছে মানসিক বিকার। জাতীয় দৈনিকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের কলাম থাকে। তাতে খুলনার ফুলতলা থেকে একজন লিখেছেন: 'করোনার পর থেকে আমার ভাবনার জগৎ এলোমেলো। মা-বাবাকে নিয়েও ভেবেছি। খুবই স্বার্থপর চিন্তাভাবনা মাথায় আসে। মনে হয়, কেন আমি তাঁদের ভালোবাসব। আমি বেঁচে থাকলেই তো হলো। বিদেশে গিয়ে নিজের মতো করে সুন্দর জীবনযাপন করব। বিয়ের সন্ধানে জড়াতেও ইচ্ছা করে না। আবার মাঝেমধ্যে মনে হয়, শরীরেরও তো চাহিদা থাকে। আসলে আমি হঠাৎ করে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছি। কারও সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে না। আগে অনেক আড্ডা দিতাম। এমন নয় যে প্রেমে ব্যর্থ হয়েছি বা বড় দুঃখ পেয়েছি। এমনিতেই মনে হয়, এসব করে কী লাভ। আমার কি চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত? নাকি অলস বসে থেকে এসব ভাবছি?' এ রকম সমস্যা এখন বহু তরুণের। মূল সমস্যাটা হলো, কাজ নেই। সৃষ্টিশীল কাজের অভাব। সে কাজ একক হতে পারে, যৌথ হলেই ভালো। কাজ না থাকলে আলস্য জাপটে ধরে, ঠেলে দেয় হতাশার দিকে, প্রলুব্ধ করে মাদক সেবনে। মাদকের ব্যাপকতার পেছনে কেবল যে মাদকের সহজলভ্যতা কাজ করে তা তো নয়, হতাশাও সক্রিয় থাকে। গত বছরের বিভিন্ন সময় থেকে কয়েকটি চিত্র তুলে ধরব।

আমরা জানি যে পুলিশের হাতে এখন অঢেল ক্ষমতা। পুলিশের হাতে তো অবশ্যই, নকল পুলিশের হাতেও। যে জন্য দেখা গেছে ডাকাতেরাও পুলিশ সেজে, পুলিশের ইউনিফর্ম পরে ডাকাতিতে নেমেছে। কাগজে পড়লাম, ওই কাজ করতে গিয়ে ছয়জন ডাকাত ধরা পড়েছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে, জনতার হাতেই ধরা পড়ে গেছে। তবে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও হতাশা দেখা দিয়েছে বলে একটি দৈনিক পত্রিকা খবর দিচ্ছে। আত্মহত্যা পর্যন্ত ঘটছে। আত্মহত্যা অন্য কারণেও ঘটেছে, সেটা আমরা লক্ষ করেছি; কিন্তু দৈনিকটির অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যা জানাচ্ছে তা হলো, মানসিক অবসাদের কারণে গত চার মাসে পুলিশ বাহিনীর চারজন সদস্য আত্মহত্যা করেছেন। মানসিক অবসাদের পেছনে কাজ করেছে ঊর্ধ্বতনদের দুর্ব্যবহার, পদায়নে জটিলতা এবং অত্যধিক ডিউটি। (আজকের পত্রিকা, ২৭. ০৯.২১)

ছেলেরা ঘর ছেড়ে চলে যায়, কোথায় যায় জানা যায় না। কিন্তু এখন শুনছি মেয়েরাও যাচ্ছে পালিয়ে। ঢাকার মিরপুর এলাকা থেকে ৪৩৪ জন কিশোরী উধাও হয়ে গিয়েছিল বলে ৭টি থানায় করা জিডির তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে। ২৫০ জনকে উদ্ধার করা গেছে, বাকিদের খোঁজ চলছে (কালের কণ্ঠ, ২৭. ১১.২১)। কিন্তু কেন ঘর ছাড়ল? ঘরে শান্তি নেই, সুখ নেই, জীবন একঘেয়ে, বাবা-মা ঝগড়া করে, বাবা-মায়ের সঙ্গে অভিমান–এসব কারণ আছে। কিন্তু আরও একটা কারণ রয়েছে সেটি হলো, মুক্তির হাতছানি। তিনজন কিশোরী ফেসবুকে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করেছে, বাড়ি থেকে টাকাপয়সা, অলংকার গুছিয়ে নিয়েছে, যাবে জাপানে, নাকি যাওয়ার জন্য পথ ও লোকের সন্ধান পেয়েছে ফেসবুকেই। জাপানের কথাই শোনা গেছে, সেখানে হয়তো নতুন সম্ভাবনা।

এসব খবর সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। সংবাদপত্রে সুসংবাদ কম, দুঃসংবাদই অধিক। যেমন একটি সংবাদপত্রের এক দিনের দশটি খবর: ১. কক্সবাজারে 'অতিরিক্ত মদ্যপানে' মারা গেলেন ছাত্রলীগ নেতা, ২. মিরসরাইয়ে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত, ৩. সাতক্ষীরায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিন যুবকের মৃত্যু, ৪. বরিশালে মোটরসাইকেলে বেড়াতে এসে তিন বন্ধুর মৃত্যু, ৫. গাজীপুরে অটোরিকশাচালক হত্যা, ৬. কক্সবাজার সৈকতে মিলল অজ্ঞাত ২ যুবকের লাশ, ৭. মিরপুরে ড্রামে যুবকের লাশ, ৮. সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ১১, ৯. নোয়াখালীতে পল্লী বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পানিতে ৪ জনের মৃত্যু, ১০. কোভিডে মৃত্যু ৩৮ জনের (ইত্তেফাক, ২৮.০৯.২১)।

আরেক দিনের খবর রাজধানীরই একটি এলাকায় স্ত্রীর প্রহারে স্বামীর মৃত্যু। ঘটনাটা এ রকমের। করোনার সময়ে স্বামী বেকার হয়ে গেছে। তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি। বাড়িওয়ালা তাগাদা দেয়, উঠে যেতে বলে। স্বামী বাইরে থাকে, স্ত্রীকে অপমান সহ্য করতে হয়, তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কলহ। একপর্যায়ে স্বামী প্রহার করেন স্ত্রীকে। জবাবে স্ত্রী ছেলের ব্যাডমিন্টনের ভাঙা র‍্যাকেট দিয়ে মাথায় মারেন স্বামীর। তাতে স্বামীর মৃত্যু ঘটে।

> গণরুমে গাদাগাদি করে কোনো মতে থাকা যায়, কিন্তু নেতারা এলে লাফিয়ে উঠে সালাম দিতে হয় এবং মিটিং-মিছিলে স্লোগান দিতে দিতে নিয়মিত শামিল হওয়া কর্তব্যের মধ্যে থাকে। গতর খাটা ওই ব্যবস্থা তুলনায় নগদ মূল্যে ক্রয় ব্যবস্থাটা মানবিকও বটে।

মৃত্যু এমনভাবে সর্বক্ষেত্রে ঘটে না ঠিকই, কিন্তু কলহ বাড়ছেই। পাশাপাশি বাড়ছে ধর্ষণও। সর্বত্রই দ্বন্দ্ব ক্ষমতা নিয়ে। যার ক্ষমতা বেশি বা হঠাৎ যে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে, জয় তারই। কিন্তু পরাজয় তো ঘটছে মনুষ্যত্বের। অসুখ ব্যাপারটার মানে যে কেবল সুখের অভাব তা তো নয়, অসুখ মানে পীড়াও।

এই পীড়ার খবর শুধু সংবাদপত্রে থাকবে কেন, সাহিত্যেও সরাসরি চলে এসেছে। তবে সাহিত্য এখন আর আগের মতো মূল্যবান নয়; কারণ তার বাজারদর পড়ে গেছে। দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতা একসময়ে সাহিত্যচর্চার জন্য ভালো একটা জায়গা ছিল; ওই পাতা এখন নিজেকে গুটিয়ে এনেছে। বিজ্ঞাপনের চাপে ক্ষীণ হয়ে গেছে তার তনু এবং এটা তো জানি পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন জিনিসটা যত জরুরি, অন্য কোনো কিছু তত নয়। আর ওই ক্ষীণ তনু সাহিত্যের পাতাতেও অন্য খবর ছাপিয়ে পাওয়া যায় পীড়ার খবরই; যেমন একটি দৈনিকের এক শুক্রবারের সাহিত্য পাতায় তিনটি লেখা। একটি লেখার নামই হচ্ছে 'পতন'। ভয়ংকর পতনে পতিত তিন যুবক, তাদের কথা আছে; এ ধরনের পতনে নারীসঙ্গী থাকাটা বাধ্যতামূলক, তা-ও আছে বিবরণে। ওই পাতাতেই দুটি কবিতা রয়েছে। পাশাপাশি একটিতে কবি বলছেন, তিনি দেখছেন তাঁর মেরুদণ্ডটি ভেঙে গেছে। সেটা আসলে সমাজেরই মেরুদণ্ড, কবি জানেন। সেটাই তিনি জানাচ্ছেন। অন্য কবিতাটিতে রয়েছে এই দুঃসংবাদ যে মাটি এখন জ্বরে পড়েছে, সে কাঁপছে। লেখাগুলো সমমাপের নয়, পার্থক্য আছে সাহিত্যগুণে; কিন্তু তাদের খবর ওই একই। পৃথিবী এখন ভীষণ পীড়িত। পীড়া অবশ্য আগেও ছিল। ২০০ বছর হবে, ইংরেজ কবি কিটস মানুষের সর্বজনীন ব্যাধির কথা লিখে রেখে গেছেন। সেই ব্যাধির নাম মৃত্যু। মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু তার আগেই মানুষ অসুখে পড়ে, রোগে ভোগে, কবি নিজেও আক্রান্ত হয়েছিলেন তখনকার দিনের রাজব্যাধি ক্ষয়রোগে, জীবিত ছিলেন মাত্র ২৬ বছর। তিনি লিখেছেন, অসহায় মানুষ কে কাকে অভয় দেবে, প্রত্যেকেই তো কাতর হয়ে রয়েছে যন্ত্রণায় এবং যন্ত্রণার প্রলম্বিত ধ্বনিই শুনছে তারা একে অপরের। তিনি ভাবতেন মুক্তি পাবেন শিল্পের জগতে গিয়ে, অথবা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। কিন্তু সেটা তো পলায়ন; প্রতিরোধ নয়। আর যে রোগ ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক বটে, তার ক্ষেত্রে তো পলায়নের কোনো উপায়ই নেই।

আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্র সংসদ নেই, নির্বাচন হয় না, শিক্ষার্থীরা সুস্থ সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের এবং নেতৃত্বদানে প্রস্তুতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই বলে দলীয় আধিপত্য যে নেই, সেটা মোটেই সত্য নয়। সরকার-সমর্থক ছাত্রসংগঠন সেখানে দুই ধরনের কাজ করে থাকে। একটা হচ্ছে ভিন্নমত দমন; অন্যটা হলো আধিপত্যের সুফল লাভ। প্রথমটির চরম দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে আবরার হত্যার ঘটনা। দ্বিতীয়টির, অর্থাৎ আধিপত্যের সুফল লাভের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন একটি খবর পাওয়া গেল (আজকের পত্রিকা, ২৮. ১০.২১), যাতে বলা হচ্ছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে সিট বিক্রি করেছে ছাত্রলীগের নেতারা। ছাত্রাবাসে সিট খালি হলে নিয়ম অনুযায়ী প্রশাসন সিট বণ্টন করে থাকে; কিন্তু সেই বণ্টন কার্যকর হয় না। কারণ, সিট পেয়েছে যে ছাত্র, সে ঢুকতে পারে না। তার জায়গায় সিট যে কিনেছে তার বসবাসের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। ব্যবস্থাটা বেশ পুঁজিবাদী এবং সে কারণে অন্যত্র প্রচলিত সামন্তবাদী গণরুমব্যবস্থার তুলনায় উন্নত। গণরুমে গাদাগাদি করে কোনো মতে থাকা যায়, কিন্তু নেতারা এলে লাফিয়ে উঠে সালাম দিতে হয় এবং মিটিং-মিছিলে স্লোগান দিতে দিতে নিয়মিত শামিল হওয়া কর্তব্যের মধ্যে থাকে। গতর খাটা ওই ব্যবস্থা তুলনায় নগদ মূল্যে ক্রয় ব্যবস্থাটা মানবিকও বটে।

তবে সামন্তবাদও কম নাছোড়বান্দা নয়। অর্থনীতি থেকে বিদায় নিলেও সংস্কৃতির আশ্রয় ছাড়তে চায় না। সে জন্য আধিপত্য, ক্ষমতা ও চাঁদা তোলা পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থায় রয়ে যায়। এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যেও লড়াই চলে। কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে সরকার-সমর্থক ছাত্রদেরই দুই পক্ষ ভীষণ রকমের মারামারি করেছে, তাতে একজন ছাত্রের মাথার খুলি ফেটে গেছে। চিকিৎসকদের দক্ষ চিকিৎসা ও যত্নে ছেলেটি শেষ পর্যন্ত জীবনীশক্তি ফিরে পেয়েছে, নইলে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এ ঘটনার পেছনে যে শুধু মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগের দুই পক্ষ জড়িত তা নয়, জানা যাচ্ছে নগর আওয়ামী লীগের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ধারাও অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে ছিল। কলেজ যথারীতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; খোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে ৩১ জনকে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তা নিয়েও বিরোধ বেধেছে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের। একপক্ষ বলছে অপর পক্ষের বেশি দোষ, অথচ তারা শাস্তি পেয়েছে কম। বিপাকে পড়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। টের পাচ্ছে তারা যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাটা কত কঠিন।

তবে প্রতিরোধ রয়েছে। সে প্রতিরোধ সামাজিক বিপ্লবের, যে বিপ্লব কোথাও কোথাও হয়েছে, কিন্তু স্থায়ী হতে পারেনি; যে বিপ্লবের জন্য সারা পৃথিবী এখন অপেক্ষা করছে; থরথর করে কাঁপছে প্রতীক্ষায়।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নারীর আত্মবিশ্বাস জরুরি

নাফিসা চৌধুরী

জোভানার বিয়ের পাঁচ মাস পর তিনি জানতে পারলেন তাঁর স্বামীর অন্য আরেক সংসার আছে। অতীত জীবনের কোনো বিষয় নিয়ে কখনো কথা বলা হয়ে ওঠেনি তাঁদের। একজন নতুন মানুষকে একটু একটু করে জানতে তো সময় প্রয়োজন। অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পরই জোভানার মা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন কাউকে তাঁর পছন্দ আছে কি না। তিনি বলেছিলেন তেমন কেউ নেই; তবে একটা ছেলে তাঁর সঙ্গেই পড়েন, জোভানাকে প্রপোজ করেছিলেন। ছেলেটাকে জোভানারও পছন্দ। ব্যস! বন্ধু সেজে পেটের কথা জেনে নিয়েই ১০ দিনের মাথায় তাঁর বিয়ে ঠিক করে ফেললেন মা। আর এদিকে ক্লাসমেট ছেলেটা তো তাঁকে এখন বিয়ে করতে পারবেন না। তা ছাড়া, ভালো লাগা মাত্র শুরুই হয়েছিল।

যাক! সেসব জোভানার অতীত। বর্তমান হচ্ছে, তিনি এখন বিবাহিত ও অন্তঃসত্ত্বা। জোভানার চেয়ে ১৬ বছরের বড় এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁর স্বামী। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তার ওপর বয়সে বড়, দরকারি কথা ছাড়া জোভানার সঙ্গে তাঁর তেমন করে কথাও হয় না। এর-ওর বাড়ি দাওয়াত খেয়েই পাঁচ মাস শেষ।

একদিন ফোন এল অচেনা এক নম্বর থেকে। পরিচয় শুনে জোভানার পায়ের নিচের মাটি সরে গেল। যিনি কল দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর স্বামীর প্রথম স্ত্রী দিপা। বিরাট ব্যবসায়ী এবং সমাজে মানি জোভানার স্বামীর পরিবার দিপার সঙ্গে তাঁদের ছেলের প্রেমের ব্যাপার কখনো মেনে নেয়নি। কারণ, দিপা তাঁদের বাড়ির আয়ার মেয়ে। এদিকে দিপার সঙ্গে এই ভদ্রলোক লুকিয়ে বিয়ে করে বসে আছেন দুই বছর ধরে। যে কথা জোভানার স্বামীর পরিবারের অজানা।

জোভানা এ খবর পাওয়ার পর এক সপ্তাহ কাউকে কিছু বলেননি। জোভানা তাঁর স্বামীকে

জিজ্ঞেস করলে তাঁর গায়ে হাত তুলে তাঁর মুখ বন্ধ রাখতে বলে দেন! জীবনে প্রথম তাঁর গায়ে কেউ হাত তুলল। এ ঘটনা আর কেউ জানে না। জোভানা ভাবতে শুরু করেন কী হচ্ছে তাঁর সঙ্গে। কী করবেন তিনি? গর্ভের সন্তানকে তাঁর মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে, পাগল পাগল লাগছে।

বিকেলে জোভানা তাঁর মা-বাবাকে ফোন করে ডাকান। এরপর শ্বশুর-শাশুড়ি আর বাবা-মায়ের সামনে একনাগাড়ে সব বলে যান। সবাই শুনে স্তম্ভিত। জোভানার স্বামী রাতে ফিরে বুঝতে পারেন সবাই জেনে গেছে বিষয়টি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে জোভানার বাবা-মা ও শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁর স্বামীকে তেমন কড়া করে কিছুই বলেননি। তাঁদের চিন্তা জোভানার আগত সন্তানকে নিয়ে। এখন জোভানা মা হতে চলেছেন, যা হওয়ার তা তো হয়েছে, এর সুরাহা তাঁরা সবাই করবেন।

জোভানা বাপের বাড়ি যেতে চাইলে মা তাঁকে বারণ করলেন। বিপদে পড়লে মানুষ নিজের বাড়ি যায়, সবচেয়ে আপন আশ্রয় বাবা-মায়ের কাছে যায়। তিনি কার কাছে যাবেন? তাঁর কি এটাই নিয়তি?

জোভানা পরিবার ছাড়া এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাতে পারেননি। সংসার করছেন এখনো। প্রথম স্ত্রীকে তাঁর স্বামী তালাক দেবেন না। সেই স্ত্রী গরিব ঘরের মেয়ে, ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন, স্বামীকে ছাড়তে পারবেন না তিনিও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের ছাত্রী ইলমা চৌধুরী মেঘলার হত্যাও এমন এক লজ্জাজনক ঘটনা। তাঁর স্বামী মেঘলার পড়াশোনা বন্ধ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন এবং এই অন্যায় আবদারে মেঘলার শ্বশুর-শাশুড়িও তাঁদের ছেলের পক্ষ নিয়েছিলেন। তাঁকে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হতো না। এ ব্যাপারে যদি মেঘলার বাবা-মা আরও আগে সচেতন হতেন, তাহলে হয়তো এই হত্যাকাণ্ড ঘটত না।

নারীদের নিয়তি এমনই হয়–এ কথা বিশ্বাস না করে নিয়তিকে বদলানো খুব কঠিন কিছু না। ভালো থাকার জন্য আত্মবিশ্বাস জরুরি। নিয়তিকে মেনে নিয়ে ভালো থাকা যায় না। সব জোভানা আত্মবিশ্বাসী হোক, আর কোনো মেঘলার মৃত্যু না হোক, এটাই কামনা।

নাফিসা চৌধুরী, সংস্কৃতিকর্মী

প্যাথলজিক্যাল লাই ও লায়ার থেকে দূরে থাকুন

কাকন রেজা

ভুল-ভাল কথা যারা বলে, ভুল যুক্তি দেয়। আবেগে, খুশিতে, ঘুরতে যারা উল্টাপাল্টা বলে ফেলে। তাদের সাথে কথা বলা যায়। তাদের ভুল-ভাল কথার বিপরীতে সঠিক কথা বলা যায়। ভুল যুক্তি শুধরে দেয়ার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু যারা প্যাথলজিক্যাল লায়ার নির্বিকার মিথ্যা বলে যায়, তাদের কী দিয়ে বোঝাবেন? কারণ এরা অসুস্থ, মানসিক রোগী। এই রোগের নাম প্যাথোলজিক্যাল লায়িং। আসেন এই ব্যাপারে উইকিপিডিয়া কী বলে দেখি। পিডিয়া বলছে, 'Pathological lying, also known as mythomania and pseudologia fantastica, is a mental disorder in which the person habitually or compulsively lies.' বুঝলেন তো অবস্থাটা। অর্থাৎ অতিরিক্ত মিথ্যা বলায়, বানিয়ে মিথ্যা বলায় যে অভ্যস্ত, সেই এই রোগের রোগী। mythomania শব্দটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মিথ বলতে বোঝায় অতিকথা বা রূপকথা। সাধারণ কথায় আমরা মিথকে রূপকথা বলেই জানি। কেউ কেউ পৌরাণিক কাহিনী বলতে পছন্দ করেন। যেমন গ্রিক মিথোলজি। তবে পুরাণের সাথে রূপকথার বিশ্বাস ও আদর্শগত ফারাক রয়েছে। ধর্মের কথা কেউ বানিয়ে বলে না, বংশ পরম্পরায় তারা তা বিশ্বাস করে, সেখানে নিজের বানানোর কিছু নেই। কিন্তু রূপকথা তৈরি করা যায়। আমাদের লেখকরা রাজা-রানী, রাক্ষস-খোক্কসের অনেক গল্পই লিখেন, নতুন গল্প। প্যাথলজিক্যাল লাইটাও তেমন। অনেকে সকল অযোগ্যতা নিয়েও নিজেকে হিরো ভাবতে পছন্দ করেন। তিনি তার হিরো হবার প্রমাণ হিসেবে প্যাথলজিক্যাল লাই এর আশ্রয় নেন। ঘটনা তৈরি করেন, নিজের মস্তিষ্কটাকে মিথের কারখানা বানিয়ে ফেলেন। আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের মতন গল্প বানানোর প্রাইভেট লিমিটেড খোলেন। বাপ-দাদা-মামা-চাচা-ভাই-বোন— সবাইকে নিয়ে গল্প বানান।

এ ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, 'The reason for such lies often serves no obvious purpose other than to paint oneself as a hero or victim depending on the circumstance.' হ্যাঁ, প্যাথলজিক্যাল লায়াররা পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে হিরো বা ভিক্টিম বানান। যা মূলত মিথ্যা, কারণহীন। মিথ্যার কারণে নিজেই হয়ে ওঠেন উদ্ধারকর্তা কিংবা প্রলেতারিয়েত। হিটলার ও স্তালিনের চিন্তা পরস্পরবিরোধী হলেও তাঁরাও এই প্যাথলজিক্যাল লাই-এর আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তা অবস্থা বুঝে। দুই জনই অলমোস্ট ফ্যাসিস্ট ছিলেন। জানি, কেউ কেউ স্তালিনের এই তুলনায় ক্ষেপে যাবেন। বলবেন হিটলারের সাথে স্তালিন যায় না। একথা যাঁরা বলেন, তাঁরাও প্যাথলজিক্যাল লায়ার হওয়ার পথে। আমি লেনিনের কথা বলিনি, বলিনি মার্ক্সের কথাও। স্তালিনের শিল্পোন্নয়নসহ নানা উন্নয়নের ফিরিস্তির সাথে তাঁর সময়ের দুর্ভিক্ষের কথাও স্মরণ করতে হবে। মানুষের খাদ্যের অভাবের চেয়ে শাসকের বড় ব্যর্থতা আর কিছু নেই। বিরোধীপক্ষকে নির্বিচারে খুন, শ্রম শিবিরে নির্বাসন এসব ঘটেছে স্তালিন যুগেই। মানবতার চরম বিপর্যয় যাকে বলা যায়। হিটলার সেই কাজই করেছেন।

রাজনীতিবিদদের মাঠের বক্তৃতা আর ফোরামের বক্তৃতা এক নয় তাঁরাও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁদের সেই এক না হওয়ার বিষয়টিও কৌশল, প্যাথলজিক্যাল লাই নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান এই মিথ্যাকে বলে ননপ্যাথলজিক্যাল লাই। এই মিথ্যা, প্রয়োজনে নিজেকে বাঁচাবার কিংবা অন্যের কল্যাণে বলা হয়। কিন্তু যে রাজনীতিবিদ অবলীলায় সব জায়গায় মিথ্যা বলেন এবং এক সময় সেটাকে নিজেই সত্যি ভাবতে শুরু করেন, তাকে কী বলবেন? হ্যাঁ, এনারাই প্যাথলজিক্যাল লায়ার। একটা দেশ, একটা জাতি ধ্বংস করে দেয়ার জন্য এমন একজন প্যাথলজিক্যাল লায়ারই যথেষ্ট। উদাহরণে হিটলার আর স্তালিন তো আছেই এবং সদ্য রয়েছে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। প্যাথলজিক্যাল লাইয়ের কারণ হিসেবে বেশ কিছু বিষয়কে শনাক্ত করেছে চিকিৎসাবিজ্ঞান। তারমধ্যে পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার একটি। এই ডিজঅর্ডারের একটি অংশ হলো নার্সিস্টিক ডিজঅর্ডার। যাকে নার্সিসাস সিম্পটমও বলা হয়। নার্সিসাস গ্রিক মিথোলজির একটি চরিত্র। যে নিজেকে ছাড়া কিছুই বুঝত না। সবকিছুতেই তার আমিত্ব। এইটা আমি, ওইটা আমার এমন অবস্থা আর কী। শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের প্রেমে পড়ে যায়। নার্সিস্টিক ডিজঅর্ডার হলো তাই। নিজেকে হিরো ভাবা। সবকিছুতে নিজেকে দেখা, সবকিছু নিজের মনে করা। নিজের ওপর কেউ নেই ভাবা। এককথায় সবকিছুতে একচ্ছত্র আমি। আর এই একচ্ছত্রতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন পড়ে অসংখ্য মিথ্যার। আর সেই মিথ্যাই হলো রোগ, প্যাথলজিক্যাল লাই। আর এই রোগের রোগী প্যাথলজিক্যাল লায়ার। যে অনর্গল মিথ্যা বলে নিজেকে হিরো প্রমাণ করার জন্য।

এর বড় উদহারণ উত্তর কোরিয়ার ফ্যাসিস্ট প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। যিনি তাঁর বাবা কিম জং ইলকে ঘিরে নানা রূপকথা তৈরি করেছেন, করছেন। এমনকি এবার নিজ পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে এগারো দিনের জন্য মানুষের ব্যক্তিগত হাসি-কান্না, আনন্দ-শোক সব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। শোক শুধু করা যাবে কিমের বাপের জন্য। হিন্দুস্তান টাইমসের খবর অনুয়ায়ী, বাপের শোকদিবস পালনকালে মদপান করায় অনেক মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যারা আর ফিরে আসেনি। এমনকি বাপের শোকদিবসে কারও স্বজন মারা গেলে তার জন্য কান্না এবং কোনো নবজাতকের জন্ম হলে তার জন্য হাসিও নিষিদ্ধ করেছেন কিম। পারলে বোধহয় জন্ম-মৃত্যুও রোধ করে দিতেন এই ফ্যাসিস্ট শাসক।

কিমের কথা হলো, তিনি এবং তাঁর পরিবারই শ্রেষ্ঠ। এর বাইরে কিছু নেই। এরচেয়ে বড় প্যাথলজিক্যাল লাই আর কী হতে পারে! বিপরীতে উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। সাধারণদের কথা বাদ খোদ তাঁর সৈন্যদেরই পরার বুট নেই, বেতন নেই ঠিকমতো। মেয়ে সৈনিকদের স্যানিটারি ন্যাপকিনের পর্যন্ত অভাব। অথচ সেখানে পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ কোরিয়ার গান শোনার জন্য মানুষকে কথিত বিচারের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। যেখানে মেয়েদের নিরাপত্তা নেই। মানুষের কথা বলার সুযোগ নেই, সমালোচনা তো দূরে থাক। তারপরও কিমের বাগাড়ম্বর থামে না। তিনি তাঁর বিভিন্ন উন্নয়নের বিশাল ফিরিস্তি দেন। পারমানবিক শক্তির কথা দম্ভ ভরে জানান। আর নিজে চলেন পৌরাণিক যুগের দেবতাদের আদতে। সম্ভবত নিজেকে ভাবেনও তাই।

প্যাথলজিক্যাল লায়ারদের অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমনি হয়, তাঁরা নিজেদের বলা মিথ্যাকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেন। নিজেদের দেবতা ভাবতে শুরু করেন। সেদিন সামাজিকমাধ্যমে পাওয়া এক ভিডিও ক্লিপে দেখলাম এক লোক রাজা সেজে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ান। কোমরে তরবারি, মাথায় তাজ, সাজপোশাকও যাত্রাওয়ালাদের মতন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, 'এই যে আপনি এমন রাজা সেজে ঘুরে বেড়ান। আপনার কেমন লাগে?' তড়িত উত্তর, 'রাজার মতন লাগে।' প্যাথলজিক্যাল লায়ারদের নিজ মিথ্যার ওপর বিশ্বাসটা এমনই। শেষপর্যন্ত তাঁরা নিজেদের রাজা ভাবতে শুরু করেন।

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ক্রমেই প্যাথলজিক্যাল লায়ার বাড়ছে। সেদিন ভারতের উত্তর প্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, সমাজবাদী দলের প্রধান অখিলেশ যাদবকে উদ্ধৃত করে গণমাধ্যম বলেছে, ভগবান কৃষ্ণ নাকি প্রতিরাতে স্বপ্নে এসে তাঁকে রামরাজ্য বানানোর কথা বলেন। তিনি কিন্তু সমাজবাদী দলের নেতা, তবে কি তাঁরও পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার শুরু হয়েছে? জানি না, চিকিৎসকরা ভালো বলতে পারবেন। তবে সমাজবাদীদেরই যখন এই অবস্থা, অন্যদের মানে, যাঁরা রামরাজ্যের ধান্ধায় আছেন, তাঁদের কী অবস্থা একবার ভেবে দেখুন।

সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ায় যদি প্যাথলজিক্যাল লাই ও লায়ারদের এমন ক্রম-উত্থান ঘটে, তবে এই বিপদ সবার জন্যই। কেউ কেউ হয়ত 'প্যাথলজিক্যাল ফলোয়ার' হবেন বা আছেন, তাঁরা ভাবছেন আমরা বেঁচে যাব। ওই যে বালিতে মুখ গুজে উট যেভাবে ঝড় থেকে বাঁচতে চায়। না, তাঁরাও রেহাই পাবেন না, ভুগতে হবে। নজির আশপাশেই আছে। খুঁজে দেখতে পারেন। না খুঁজতে চাইলে বিকল্প হিসেবে তামিল ছবি তো রয়েছেই।

পুনশ্চ : একটা গল্প মনে পড়ে গেল। অপ্রাসঙ্গিক হলেও না লিখলে অস্বস্তি থেকে যাবে। এলাকার এক 'ভাই' এর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক বৃদ্ধ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে শাপ-শাপান্ত করছেন। বলছেন, বদমাইশটারে কি ঈশ্বরে চক্ষে দেখে না? এ সময় সেই 'ভাই' বৃদ্ধের সামনে এসে বলল, ওই বুইড়া আমারে গাইলাস ক্যান? বৃদ্ধ বলেন, আমি তো বদমাইশরে গাইল পারি, তোমারে না বাবা। ভাইয়ের উত্তর, ওই বুইড়া এলাকায় বদমাইশ ক্যাঠা সেইটা আমারে চিনাইতে চাস! বুঝলেন তো অবস্থা।

কাকন রেজা: লেখক ও সাংবাদিক।

চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাস

শিতাংশু গুহ

পাকিস্তানী মিডিয়া 'টিএনএস' দি নিউজ অন সানডে'র স্পোর্টস বিভাগে ড. সালমান ফরীদি ২০২১ সালের ২৪ জানুয়ারি লিখেছেন: 'ব্রজেন দাস: দি গ্রেটেস্ট সুইমার ইন পাকিস্তানস হিস্ট্রি'। তিনি শুরুই করেছেন এ কথা দিয়ে যে, কিংবদন্তি বক্সার মোহাম্মদ আলী ১৯৮৫ সালে ব্রজেন দাসের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলেন, 'ইউ আর দি কিং অব দি চ্যানেল, আই এম দি কিং অফ দি রিং, বাট আই থিং ইউর এচিভমেন্ট ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন্'। ড. সালমান ফরীদি লিখেছেন, ১৯৬১ সালে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার করার পর ব্রজেন দাস বলেছেন, 'দেন্ আই রিমেম্বার মাই প্যারেন্টস। আই হ্যাড নট ফেইল্ড মাই

ব্রজেন দাস

কান্ট্রি'। ড. ফরীদি বলেন, ব্রজেন দাস সেদিন শুধু যে দ্রুততম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন তা নয়, ১২দিনের মধ্যে তিনি দু'বার এবং ষষ্ঠবার চ্যানেল অতিক্রম করার রেকর্ড গড়েন। তিনি দেশের জন্য প্রচুর সম্মান বয়ে আনেন। স্পোর্টসের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁকের কথা উল্লেখ করে ড. সালমান ফরীদি জানান, ব্রজেন দাস ১৯৪৩-৪৫ সালে ইন্টারস্কুল এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ইন্টার-কলেজিয়েট প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ মিটার ফ্রী-স্টাইল সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৫৩-৫৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ১০০, ২০০, ৪০০ এবং ১৫০০ মিটার ফ্রী-স্টাইল সাঁতারে পরপর চারবার চ্যাম্পিয়ান হন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান জাতীয় প্রতিযোগিতায় তিনি ১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রী-স্টইল সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হন এবং ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্রতিযোগিতায় ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রী স্টাইলে জয়ী হন। ১৯৫৬ সালে তিনি মেলবোর্ন অলিম্পিকে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। যদিও হাতে ব্যথা পাবার কারণে জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হননি। এতে তিনি ভেঙ্গে না পরে দূরপাল্লা সাঁতারে মনোনিবেশ করেন। ব্রজেন দাস নিয়মিত শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা নদীতে সাঁতার প্র্যাকটিস করতেন। বুড়িগঙ্গা নদীতে তাঁর সাঁতারে হাতেখড়ি। নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর ৪৬ মাইল তিনি মাত্র আড়াই ঘণ্টায় সাঁতরে পার হন।

এই নিবন্ধটি পড়ে মনে হয়েছে, পাকিস্তান এখনো ব্রজেন দাসকে মনে রেখেছে? বাংলাদেশে কি আমরা তাঁকে মনে রেখেছি? ষাটের দশকের মধ্যভাগে আমরা যখন স্কুলে পড়ি, ব্রজেন দাসের জীবনী আমাদের পাঠ্যসূচিতে ছিল। তাঁর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের বর্ণনা আমরা পড়েছিলাম। মানুষটির প্রীতি একটা শ্রদ্ধাবোধ জন্মেছিল। আশির দশকের শুরুতে প্রেসক্লাবে সিনিয়র কেউ একজন (দুঃখিত নামটি মনে নেই) আমায় ব্রজেন দাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ব্রজেনদা একটি টেবিলে বসেছিলেন। তাঁর পাশে বসে আমি বিস্ময়ে আকাশ থেকে পড়ি! এই সেই ব্রজেন দাস! মনটা গর্বে ভরে গেল। এতবড় একজন মানুষের সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম। বললাম, আপনার কথা তো পাঠ্যসূচিতে পড়েছি। অন্তরঙ্গ হতে খুব বেশি সময় নেয়নি। জানলাম তিনি প্রেসক্লাবের সহযোগী সদস্য। বাংলদেশের অনেক নামীদামী মানুষ তখন প্রেসক্লাবের সহযোগী সদস্য ছিলেন।

এরপর আরও বেশ ক'বার তাঁর সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, আড্ডা দেয়ার সুযোগ হয়েছে। তাঁর মনের দুঃখের কথা জেনেছি। পাকিস্তান আমলে যথাযোগ্য সম্মান তিনি পাননি। বাংলাদেশ আমলেও তাঁর তেমন কদর ছিল না। ১৯৯০ সালের মধ্যভাগে আমি আমেরিকা চলে আসি। একসময় শুনলাম তিনি মনের দুঃখে কলকাতা চলে গেছেন। বাংলাদেশের অপর বিখ্যাত সাঁতারু মোশাররফ হোসেনের সাথে একসময় আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। মোশাররফ হোসেন কিন্তু ব্রজেনদাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর কাছে ব্রজেনদা'র অনেক গল্প শুনেছি। ১৯৯৮ সালের ১ জুন ব্রজেন দাস কলকাতায় মারা যান। শেখ হাসিনা তখন প্রথম দফায় প্রধানমন্ত্রী। তিনি মোশাররফ হোসেনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন এবং ব্রজেন দাসের শেষকৃত্য ঢাকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্পন্ন হয়। এ অংশটুকু আমার মোশাররফ হোসেনের কাছ থেকে শোনা। তিনি নিজে আমায় পুরো ঘটনা বলেছিলেন।

১৯৯৯ সালে ব্রজেন দাস মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার পান। ১৯৭৬ সালে তিনি জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার পেয়েছিলেন। পাকিস্তান তাঁকে 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পুরস্কারে ভূষিত করেছিল। চ্যানেল অতিক্রম করা সাঁতারু ব্রজেন দাস। তিনি একনাগাড়ে ১৯৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১ সালে ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। ১৯৫৮ সালে ২৩টি দেশ অংশ নেয়, ব্রজেন দাশ পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং চ্যাম্পিয়ান হন। ১৮ আগষ্ট মধ্যরাতে ফ্রান্স থেকে যাত্রা শুরু করে পরদিন বিকালে ইংল্যান্ডে এসে পৌঁছান ব্রজেন দাস। একই বছর তিনি ইতালির ক্যাপ্রি থেকে নেপলস পর্যন্ত ৩৩ কিলোমিটার দূরপাল্লার সাঁতারে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। একবছরে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে তিনি তিন বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। ১৯৬১ সালে স্বল্পসময়ে মাত্র ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে তিনি বিশ্বরেকর্ড গড়েন। ব্রজেন দাস বিক্রমপুরের ছেলে। কুচিয়ামোড়া গ্রামে ১৯২৭ সালের ৯ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। ১৯৪৬ সালে ঢাকার কেএল জুবলী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও বিএ পাস করেন। বাংলাপিডিয়া জানায়, ব্রজেন দাস প্রথম এশিয়ান যিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন এবং একমাত্র এশিয়ান যিনি ৬বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। ওপেন-ওয়াটার-পিডিয়া জানায়, ১৯৬৫ সালে ব্রজেন দাস ইন্টারন্যাশনাল ম্যারাথন সুইমিং হল অব ফেইম -এ সম্মানিত সাঁতারু (অনার সুইমার) হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি প্রথম এশিয়ান যিনি ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন এবং ৬বার অতিক্রম করে তিনি কিং অব চ্যানেল শিরোপা অর্জন করেন (১৯৬০-৭৪) এবং এই প্রক্রিয়ায় ৪টি রেকর্ড গড়েন। দ্রুততম সাঁতারু হিসাবে তিনি তিন বছর তাঁর শিরোপা ধরে রেখেছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি ব্রিটেনের রানী কুইন এলিজাবেথ এবং ১৯৬৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ফেমাস-বার্থডেস জানায় ব্রজেন দাসের পিতার নাম হরেন্দ্র কুমার দাস। ওপেন-ওয়াটার-সুইমিং ক্যালিফোর্নিয়ার হান্টিংটন বিচের ওয়াওসা (wowsa) অনলাইন মিডিয়ার সৌজন্যে স্টিভেন মুনাটনেস ২০২১ সালের ২০জুন ব্রজেন দাস কন্যা সঙ্গীতা পালের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। বাবা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ এ সংখ্যায় সঙ্গীতা পাল বলেন, 'আমার বাবা সাঁতারের জন্য পাগল ছিলেন।' ১৯৫৮ সালে বাবা বিলি-বাটলিং ক্রস চ্যানেল ইন্টারন্যাশনাল সুইম থেকে একটি আমন্ত্রণ পান। জুনে ইংল্যান্ড পৌঁছান। এরপর তো সবটা ইতিহাস।#

بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله محمد رسول الله

আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা

শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-ই জীবন্ত কুরআন
দরসঃ মাওলানা ফিরোজ আলম, বাংলাডেস্ক, যুক্তরাজ্য

محمد ﷺ

"এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।" (২১ : ১০৮)

১৬ই জানুয়ারি, রবিবার, দুপুর ২:০০ EST
Zoom ID: 927 1601 5652 | Password: 971292
https://www.ahoban.org/zoom/

যোগাযোগঃ bangla.desk@Ahmadiyya.us | +1567-525-9532
বাংলাডেস্ক এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাষ্ট্র

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে SECI Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

নিউইয়র্কে গৃহকর্মীদের জন্য সুরক্ষা আইন

জাহিদা আলম

নিউইয়র্কে গৃহকর্মীদের জন্য নতুন আইন চালু করা হয়েছে। আমেরিকার মতো জায়গায় গৃহকর্মে নিয়োজিত কয়েক লাখ কর্মীর কর্ম-আইনে বৈষম্য ছিল। অন্যান্য স্বাভাবিক কর্মজীবীর মতো তাঁদের সুযোগ-সুবিধা অবারিত না থাকায় গৃহকর্মীরা বৈষম্যের শিকার ছিলেন— নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলো এই অভিযোগ করে আসছিল।

নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলিউওম্যান জেনিফার রাজকুমার নিউইয়র্কের গৃহকর্মীদের কর্মক্ষেত্রে সমান অধিকার নিশ্চিত করার আইন প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন। আইন প্রস্তাবটি রাজ্যের আইনসভায় পাস হওয়ার পর নতুন বছর থেকে গৃহকর্মীদের জন্য সমান অধিকারের আইনটি রাজ্যে কার্যকর হয়েছে। এখন থেকে নিউইয়র্কের গৃহকর্মীরা ৪০ ঘণ্টা কাজ না করেও বেতন, ছুটির সুবিধা পাবেন। কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হয়েছে আইনটি প্রণয়নের মাধ্যমে।

গভর্নর ক্যাথি হকুল আইন প্রস্থাবটিতে স্বাক্ষরের পর জেনিফার রাজকুমার এক বিবৃতিতে বলেন, নতুন বছর নিউইয়র্কের গৃহকর্মীদের জন্য মর্যাদা নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, যাঁরা ঘরে আমাদের শিশুদের, বয়স্ক বা অসুস্থজনদের দেখাশোনা করেন, তাঁরা সবধরনের মর্যাদার দাবি রাখেন। বৈষম্য ও হয়রানি থেকে এসব ঝুঁকিপূর্ণ কর্মীদের সুরক্ষা পাওয়া অন্য যেকোনো কর্মীর মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

জেনিফার রাজকুমার

নিউইয়র্কের গৃহকর্মীদের অধিকাংশ নারী, অভিবাসী এবং অশ্বেতাঙ্গ হওয়ার কারণে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের ঝুঁকির মাত্রাও বেশি বলে জেনিফার রাজকুমার জানান। নিউইয়র্ক রাজ্যের মানবাধিকার আইন এসব ঝুঁকিপূর্ণ কর্মীর কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নিউইয়র্ক রাজ্যে তিন লাখের বেশি গৃহকর্মী কাজ করে থাকেন। রাজ্যের দুই লাখ ৭০ হাজারের বেশি বাড়িতে এসব গৃহকর্মীর সেবাকর্ম বিস্তৃত। ঘরের ভেতরে কাজ করা এসব কর্মী অনেকেই বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন।

নিউইয়র্ক নগরের নতুন দায়িত্ব নেয়া মেয়র এরিক অ্যাডামস গৃহকর্মীদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা আইন প্রস্তাব রাজ্যসভায় আনার জন্য অ্যাসেম্বলিউওম্যান জেনিফার রাজকুমারকে ধন্যবাদ জানান।

সন্তানকে গাড়ির ডিকিতে আটকে রাখলেন মা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সন্তানের করোনা শনাক্ত হওয়ায় তাকে গাড়ির ডিকিতে আটকে রাখলেন মা। ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। এরই মধ্যে এ ঘটনায় অভিযুক্ত মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এমনটি জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

বিবিসি জানায়, গ্রেপ্তার ওই নারীর নাম সারাহ বিম। ৪১ বছর বয়সী ওই নারী পেশায় শিক্ষক।

ক্লিক২ হিউস্টন ডট কমের বরাত দিয়ে বিবিসি জানায়, টেক্সাসের হ্যারিস কাউন্টিতে গত ৩ জানুয়ারি একজন প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশকে ঘটনাটি জানায়। পরে পুলিশ গিয়ে ১৩ বছর বয়সী কিশোরকে গাড়ির ডিকি থেকে উদ্ধার করে।

অভিযুক্ত বিম জানান, আক্রান্তের খবর নিশ্চিত হওয়ার জন্য ছেলেকে গাড়ির ডিকির ভেতরে করে প্রিজোন স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল করোনা পরীক্ষা করানোর জন্য। নিজেকে করোনা থেকে বাঁচাতে ওই কিশোরকে ডিকির ভেতর আটকে রাখেন বলে জানান সারাহ।

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের সাধারণ সভায় মনোনীত সভাপতি মিসবা আবদীন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রশীদ রানা সংশ্লিষ্ট সবার সাথে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে কাউন্সিলের দুই বছরের (২০২২-২০২৩) পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ চূড়ান্ত করেন।

করোনা পরিস্থিতির কারণে সভায় মিলিত না হয়ে সংশ্লিষ্টরা সর্বশেষ গত ৪ জানুয়ারি টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে স্পোর্টস কাউন্সিলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ চূড়ান্ত করেন। বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার ঘোষিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির কর্মকর্তারা হলেন সভাপতি- মিসবা আবদীন (পুনরায় মনোনীত), সিনিয়র সহ-সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন, সহ-সভাপতি- জহির উদ্দিন জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ রশীদ রানা, যুগ্ম সম্পাদক- ইমরুল আলম ও রুমেল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ- জাহাঙ্গীর হোসেন জয়নুল, সাংগঠনিক সম্পাদক- আব্দুল কাদের লিপু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক- সুহেল আহমেদ, অফিস সম্পাদক- জাকির হোসেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- হাসান আহমেদ, মিডিয়া সম্পাদক- সবলু উদ্দিন, গ্রেটিং সম্পাদক- শফিকুল রহমান শাফাত এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে সাইকুল ইসলাম, আবু তাহের আসাদ, দেলোয়ার হোসেন, শফিকুল আলম, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সয়ফুল আলম, হারুন অর রশীদ, ময়নুল উদ্দিন, শাহ সেলিম, সালাহউদ্দিন আহমেদ, আলতাফ হোসেন ও মুকিত রিমন। উপদেষ্টা পরিষদ: আব্দুর রহীম বাদশা, মোহাম্মদ আব্দুন নূর ভূইয়া, আনোয়ার হোসেন, আতাউর রহমান সেলিম, জুনেদ চৌধুরী, আযম চৌধুরী, দুলাল মিয়া (হাজী এনাম), আব্দুল হাসিম হাসনু, সাদ উদ্দীন নূর, সামসুল আবদীন, সৈয়দ এনায়েত আলী, আব্দুল মান্নান, মস্তফা কামাল, মিসবাহ আহমেদ, মহিউদ্দিন দেওয়ান, এমদাদ চৌধুরী এবং মখন মিয়া।

কাউন্সিলে ভলেন্টিয়ার কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্যরা হলেন: খায়রুল ইসলাম খোকন, মামুনুর রহমান মামুন, সাঈদী, ফেরদৌস বিপ্লব, সাব্বির (মাথিউরা), রুমি, তোফায়েল, আশরাফুল লিটন, শেখ সবলু মিয়া, শহরিয়ার, অপু সাকিল, রেজাউল অপু, গোলাপ, ববলা, মীর জাকির ও জামান হোসেন।

ডা. বর্ণালীর চেম্বার জ্যাকসন হাইটসে

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের কাছে অতিপরিচিত চিকিৎসক বর্ণালী হাসান এখন থেকে জ্যাকসন হাইটসে রোগী দেখবেন।

বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে কমিউনিটি জনপ্রিয় চিকিৎসক বর্ণালী হাসানের চেম্বার উদ্বোধন করা হয়েছে। ৭ জানুয়ারি শুক্রবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটের খামার বাড়ির দ্বিতীয় তলায় এফিসিয়েন্ট মেডিকেল কেয়ার নারী চিকিৎসক বর্ণালী হাসান ও ডেন্টাল চিকিৎসক মাহফুজুল হাসানের চেম্বার উদ্বোধন করা হয়। সপ্তাহে ৬ দিনই খোলা থাকবে এই চেম্বার। ডা. বর্ণালী হাসান দীর্ঘদিন ধরে জ্যামাইকা হিলসাইড ও সানিসাইডে নিয়মিত রোগী দেখেন।

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড ও এলমহাস্টের বাংলাদেশিদের

বর্ণালী হাসান

চিকিৎসাসেবা দিতে এবার তিনি জ্যাকসন হাইটস শাখাটি চালু করেন। মিলাদ ও দোয়ার মধ্য দিয়ে এ শাখার কার্যক্রম চালু হয়েছে। দোয়া ও মিলাদে অংশ নেন নিউইয়র্কে মোহাম্মদীয়া ইসলামিক সেন্টারের খতিব ইমাম কাজী কাইয়ুম, জেবিবিএ নেতা গিয়াস আহমেদ, তারেক হাসান খান, কর্ণফুলী ট্রাভেলের সিইও মোহাম্মদ হারুন, টেক্স স্পেশালিস্ট পিয়ার আহমেদ, দেশ পত্রিকার সম্পাদক মিজানুর রহমান, মুক্তচিন্তার সম্পাদক ফরিদ আলম, ডা. বর্ণালী হাসান, ডা. মাহফুজুল হাসান।

বাংলাদেশ ডক্টরস এসোসিয়েশন নিউইয়র্কের (বিএমএ) ইয়াং ফিজিশিয়ান সেক্রেটারি ডা. বর্ণালী হাসান বলেন, আমি দীর্ঘদিন যাবত কমিউনিটির চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছি। জ্যাকসন হাইটস এলাকার বাংলাদেশিদের অনুরোধে এখানে কার্যক্রম শুরু করেছি। নারী চিকিসক হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশি মা-বোনদের সেবা দিচ্ছি। সবার সহযোগিতায় আমাদের সেবা কার্যক্রম আরও এগিয়ে যাবে।

কুইন্স কমিউনিটি বোর্ডে সদস্য হিসেবে আবেদনের সুযোগ

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক নগরের কুইন্স কমিউনিটি বোর্ডে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। কুইন্স বোরো প্রেসিডেন্ট ধনোবান রিচার্ডস জনসমাজের কর্মকাণ্ড নিয়ে উৎসাহিত লোকজনের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করছেন। নিউইয়র্কে কমিউনিটি বোর্ডের সদস্যরা জমির ব্যবহার এবং জোনিং সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

নিউইয়র্ক নগরের ইউনিফর্ম ল্যান্ড ইউজ রিভিউ বিধি অনুযায়ী কমিউনিটি বোর্ডের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর পক্ষে বোর্ডের সভায় মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকে। কোভিড-১৯ মহামারির চলমান অবস্থায় কমিউনিটি বোর্ডের সদস্যের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। বোরো প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে প্রত্যাশা করা হয়েছে, এর ফলে সহজেই ভিন্ন জনমিশ্রের লোকজন আবেদন করতে পারবেন। এজন্য তাঁদের কমিউনিটি বোর্ডের অফিসে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হবে না।

আসছে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত www.queensbp.org/community-boards. লিঙ্কে গিয়ে কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য পদের জন্য আবেদন করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। যাঁরা বর্তমানে কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁরাও তাঁদের মেয়াদের সময়সীমা বর্ধিত করার জন্য আবেদন করতে পারবেন। দুই বছর মেয়াদের কমিউনিটি বোর্ডের সদস্যরা ১ এপ্রিল থেকে কাজ শুরু করবেন।

কুইন্সের ১৪টি কমিউনিটি বোর্ডে বিভিন্ন জনমিতির লোকজনের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ ছিল না বলে অভিযোগ করা হচ্ছিল। নারী ও তরুণদের মধ্যে থেকে কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য বাছাইয়ের জন্য এবারে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্ক নগরে সর্বমোট ৫৯টি কমিউনিটি বোর্ড। প্রতিটি বোর্ড মাসিক সভায় মিলিত হয়। নগর সরকারের বাজেট শুনানি ও সেবা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে এসব বোর্ড সদস্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। নগর প্রশাসনের ইশতেহার অনুযায়ী কুইন্সের বোরো প্রেসিডেন্টেই বোর্ডের সদস্য নিয়োগ দিয়ে থাকেন। প্রতিটি কমিউনিটি বোর্ডে অর্ধেক সদস্য বিনা বেতনে বা সম্মানীতে কাজ করে থাকেন। তাঁদের দুই বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। একবার বোর্ড সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে মেয়াদ বর্ধিত করার জন্য তাঁরা আবেদন করতে পারেন। তাঁদের কর্মকাণ্ড ও দক্ষতা মূল্যায়ন করে মেয়াদ বর্ধিত করা হয়ে থাকে।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

প্রথম সপ্তাহেই আলোচনা সমালোচনায়

রহমান মাহবুব

এরিক অ্যাডামস

মেয়র হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম সপ্তাহেই নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস নগরের জনগণের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধিতে আরও সক্রিয় হয়েছেন। যদিও তাঁর একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এরমধ্যেই সমালোচনা শুরু হয়েছে।

নিউইয়র্ক নগরসভায় সম্প্রতি নাগরিক নয়, এমন লোকজনকেও নগর নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এরিক অ্যাডামস এ আইনের বাস্তবায়ন নিয়ে তাঁর কিছু প্রশ্ন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। যদিও সপ্তাহের মধ্যেই তিনি তাঁর অবস্থান থেকে সরে এসেছেন এবং বলেছেন নাগরিক, অনাগরিক যাঁরাই নিউইয়র্কে বসবাস করেন, নগরের নির্বাচনে অবশ্যই তাঁদের ভূমিকা থাকা উচিত।

একাধিক নিয়োগ নিয়ে এরই মধ্যে সমালোচনায় পড়েছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। এরমধ্যে নিজের ভাই সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা বার্নার্ড অ্যাডমসকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে নিউইয়র্ক পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হিসেবে। মেয়রের ছোট ভাই বার্নার্ড অ্যাডমস ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হিসেবে কাজে যোগদান করেননি।

নিউইয়র্ক পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা ফিলিপ ব্যাংকস ২০১৪ সালে এনওয়াইপিডি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ফেডারেল তদন্ত হচ্ছিল বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। মেয়র এরিক ব্যাংকসকে নগরের জননিরাপত্তা বিষয়ক ডেপুটি মেয়র হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। বলা হচ্ছে ফিলিপের বিরুদ্ধে কখনও অনিয়ম বা অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি। ফিলিপ ব্যাংকস আবার সদ্য নিয়োগ পাওয়া নিউইয়র্কের স্কুল চ্যান্সেলর ডেভিড ব্যাংকসের ভাই।

ফিলিপ ব্যাংকসকে ডেপুটি মেয়র হিসেবে নিয়োগ দিয়ে মেয়র বলেছেন, আমি এমন একজনকে সঙ্গী হিসেবে চাই যিনি নগরের লোকজনকে নিরাপদ রাখার বিষয়গুলো ভালোভাবে জানেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের মনে গত বছরের ৬ জানুয়ারি হওয়া ক্যাপিটল হিল হামলা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ফাইল ছবি

২০২৪ সালের নির্বাচনে সহিংসতার শঙ্কায় আছেন ৬০% মার্কিন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সহিংসতা হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ৬২ শতাংশ মার্কিন ভোটার। সাম্প্রতিক জরিপের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজউইক।

জরিপকারী সংস্থা ইউগভ পরিচালিত সাম্প্রতিক জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬২ শতাংশই জানিয়েছেন, তাঁরা পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সহিংসতা হওয়ার শঙ্কায় রয়েছেন। এতে দেখা গেছে, জরিপে অংশ নেওয়া ডেমোক্র্যাটদের ৪৬ শতাংশই পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সহিংসতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আর গভীর না হলেও একই প্রশ্নে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৩৪ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ তুলনামূলক কম। জরিপে অংশ নেওয়া রিপাবলিকান ভোটারদের ১৬ শতাংশ গভীর উদ্বেগ ও ২৫ শতাংশ মোটামুটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এ প্রশ্নে। আর নিরপেক্ষদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ এ প্রশ্নে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গত ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পরিচালিত এ জরিপে অংশ নিয়েছে ১ হাজার মার্কিন ভোটার। এ বিষয়ে ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যামহার্স্টের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও জরিপ কার্যক্রমের সহযোগী পরিচালক রেমন্ড লা রাজা বলেন, 'গত বছরের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিল হামলার বড় ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রয়েছে মার্কিন ভোটারদের ওপর। আমাদের জরিপে দেখা গেছে, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে তিনজন নির্বাচনে সহিংসতার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এ ক্ষেত্রে রিপাবলিকানদের চেয়ে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে উদ্বেগের মাত্রা অনেক বেশি।'

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত এক মন্তব্য প্রতিবেদনে কয়েকজন সাবেক মার্কিন সেনা কর্মকর্তা ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অস্থিতিশীলতার শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা তাঁদের প্রতিবেদনে সরাসরি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের শঙ্কা রয়েছে।

ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত ওই মন্তব্য প্রতিবেদনটি লেখেন সাবেক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল পল ডি ইটন ও অ্যান্টোনিও এম ট্যাগুবা এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টিভেন এম অ্যান্ডারসন। তাঁরা 'গৃহযুদ্ধের' শঙ্কা প্রকাশ করে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইনপ্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। যদিও তাঁদের এই উদ্বেগ ও শঙ্কাকে এখনো অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি প্রশাসনের দিক থেকে।

এবিপিসি'র সভাপতি রাশেদ, সাধারণ সম্পাদক কাশেম

উত্তর আমেরিকা অফিস

রাশেদ আহমেদ

আবুল কাশেম

বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সংগঠন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের (এবিপিসি) একটি পক্ষ থেকে নতুন কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদকে সভাপতি ও মো. আবুল কাশেমকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন এই কমিটি গঠন করা হয়। ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত সংগঠনের সাধারণ সভায় ১১ সদস্যের এ কমিটি ঘোষণা করে তারা। শাহ ফারুকের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার। কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সহ- সভাপতি তপন চৌধুরী ও সুব্রত চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক জামান তপন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ ফারুকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিমউদ্দিন অভি, প্রচার সম্পাদক শহিদুল্লাহ কায়সার, নির্বাহী সদস্য মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, কানু দত্ত ও রাজুব ভৌমিক।

এবিপিসির কর্মকর্তারা জানান, ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। সেই কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন না করতে পারায় কমিশনের সদস্য পপি চৌধুরী পদত্যাগ করেন। এ অবস্থায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মিশুক সেলিম একটি কমিটি ঘোষণা করলেও তা গঠনতন্ত্র সম্মত হয়নি বলে সাধারণ সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন সদস্যরা। তারই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার ডাকা পুনরায় এ সাধারণ সভায় নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। সাধারণ সভায় সদস্যদের বার্ষিক ফি ১০০ ডলারের পরিবর্তে ৫০ ডলার পুনর্নির্ধারণ করা হয় এবং কর্মরত সাংবাদিকদের যথানিয়মে আবেদনের পরই সদস্য পদ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়।

ক্ষেপণাস্ত্র ও সামরিক মহড়া নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়ার সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র ও সামরিক মহড়া নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা বলছেন, আগামীকাল রোববার সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় দুই দেশের ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা ও সামরিক মহড়া নিয়ে আলোচনা শুরু হবে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালালে যুক্তরাষ্ট্র কড়া ব্যবস্থা নেবেরাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালালে যুক্তরাষ্ট্র কড়া ব্যবস্থা নেবে

সম্প্রতি ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার আশঙ্কায় শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। এ নিয়ে উদ্বেগ কমাতেই দুই দেশের কূটনীতিকেরা জেনেভায় আলোচনায় বসছেন।

আলোচনার ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করার শর্তে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বলেন, এমন কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে আমরা মনে করি অগ্রগতি করা সম্ভব হতে পারে।

সামরিক খাতে ব্যয় আরও বাড়াল যুক্তরাষ্ট্রসামরিক খাতে ব্যয় আরও বাড়াল যুক্তরাষ্ট্র

হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা আরও বলেছেন, মস্কো আইএনএফ চুক্তি অনুযায়ী ইউরোপে নির্দিষ্ট ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এই আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

তবে এই কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেছেন, আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত নই যে, রাশিয়া সত্যিকার অর্থে মীমাংসার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

জব হেল্প! জব হেল্প!!
• পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
• পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
• জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
• আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।
ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
50 পারসেন্ট ডিসকাউন্টে সিপিএ'র
মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2020
WE DO ALL TYPES OF TAXES
50% REDUCTION IN FEES AS COVID-19 RELIEF
CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN, CPA, CISA
7232 BROADWAY, SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 347-592-9973; Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

ওমিক্রনের মধ্যেও থেমে নেই ট্রাফিক ইউনিয়ন

রওশন হক

সহকর্মীদের কাছে শুকনো খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন সৈয়দ উতবা। প্রথম আলো

মধ্য ডিসেম্বর থেকে নিউইয়র্ক নগরে কোভিড-১৯ সংক্রমণ আবারও অনেকটা বেসামাল হয়ে ওঠে। থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষে শুরু হওয়া উৎসব-আনন্দের সাথে তাল দিয়ে বাড়তে থাকে সংক্রমণ। ওমিক্রনের সংক্রমণে উদ্বিগ্ন জনপদে আবারও সাইরেনের আওয়াজ মানুষকে ভীত করে তুলে। মহামারির প্রথম ধাক্কায় পড়া নিউইয়র্কের মানুষ অর্ধলক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু দেখেছে। অনেক স্বজন পরিজনের শেষ নিঃশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠা নগরকে চালু রেখেছেন অগ্রসর সারির কিছু কর্মজীবী। শুধু কাজের দায়িত্বের বাইরে কাজ করতে গিয়ে এসব কর্মজীবী আত্মত্যাগের বিরাট উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

মহামারি শুরু হলে নিউইয়র্কের অন্যান্য কর্মজীবীর চেয়ে নগরের ট্রাফিক এজেন্টদের কাজ ছিল ভিন্ন। শীত-গ্রীষ্ম এমনকি চরম লকডাউনের সময় এসব কর্মজীবী সড়ক, জনপদে নিজদের উপস্থিত রেখেছেন। জন ও যান চলাচল নিরাপদ রেখেছেন নিজেদের জীবনকে ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রেখেও। দ্রুত সংক্রমণের ভাইরাস নিউইয়র্কে হামলা করে অত্যন্ত কঠিন এক মৌসুমে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের ভিড় নগরজুড়ে। টাইম স্কোয়ার, রকফেলার সেন্টার থেকে শুরু করে নগর কোলাহলের প্রতিটি এলাকায় ছুটিকালীন ভিড়ে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালনে অনড় ছিলেন ট্রাফিক এজেন্টরা।

নগরের সার্বক্ষণিক কোলাহল সামাল দেয়ার জন্য এসব কর্মজীবী নিজেদের কর্মদায়িত্বের সীমা অতিক্রম করে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। প্রচণ্ড সংক্রমণ ঝুঁকির মধ্যে থাকা শত শত ট্রাফিক এজেন্টের সেবা ও দেখাভালো করার জন্য তাঁদের সংগঠন কমিউনিকেশন ওয়ার্কার্স অফ আমেরিকা (সি ডবলু এ) লোকাল ১১৮২। পুরো শীতকালীন সময়জুড়ে কর্তব্যরত ট্রাফিক এজেন্টদের পাশে দাঁড়িয়েছে CWA-LOCAL 1182 । কখনও শুকনো খাবার নিয়ে, কখনও পানীয়জল নিয়ে নগরজুড়ে কর্মরত ট্রাফিক এজেন্টদের সেবা দিয়েছে সংগঠনটি।

বিপন্ন সময়ে নিউইয়র্কের মতো নগরের অগ্রসর সারির কর্মজীবীদের কর্মোদ্যোম টিকিয়ে রাখার জন্য লোকাল ১১৮২ সংগঠন পালন করেছেন অনন্য ভূমিকা। নগরের মিডটাউনে শুকনো খাবার আর সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছিলেন লোকাল-১১৮২ এর নির্বাচিত নেতা সৈয়দ উতবা। তাঁর সাথে কাজ করছিলেন লোকাল ১১৮২ এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাঈদ ইসলাম, মোহাম্মদ উদ্দিন, ওলফোনো সাকুবি এবং আলবার্ট সলো।

২০২০ সালে মহামারির প্রথম ধাক্কায় বিপন্ন নগরীতে সেবাকর্ম দিয়ে সৈয়দ উতবা পরিচিত হয়ে উঠেছেন জনসমাজের কাছে। তাঁকে নিয়ে সংবাদমাধ্যম ফিচার করেছে। ওমিক্রমনের চলমান সংক্রমণের এ সময়ে সদস্যদের সেবা দেয়ার সময় দেয়া প্রতিক্রিয়া সৈয়দ উতবা জানালেন, তাঁদের সংগঠনের এসব কর্মজীবী নিজেদের জীবনের ঝুঁকির কথা চিন্তা না করেই প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে নগরের শৃঙ্খলা রক্ষায় নিবেদিত রয়েছেন। এসব কর্মজীবীর প্রতিদিনের কাজের বাহুল্য বর্ণনাতীত উল্লেখ করে তিনি বলেন, উৎসাহ ও মনোবল যোগাতেই সদস্যদের পাশে আমাদের থাকতে হচ্ছে। খোঁজ নিতে হচ্ছে তাঁদের নিজেরদের পরিবার-পরিজনের। একই কথা বললেন অপর ইউনিয়ন নেতা আলবার্ট সলো। তিনি জানালেন, প্রতিদিন শুকনো খাবারসহ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যুক্ত করে প্যাকেট করা হয় রাতভর। এসব প্যাকেট নগরের পাঁচ বরোতে কর্তব্যরত ট্রাফিক এজেন্টদের কাছে শুধু পৌঁছে দেয়াই নয়। খোঁজ নেয়া হয়, তাঁরা কাজ করতে গিয়ে কোনো অসুবিধায় পড়ছেন কিনা বা নিজেরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিনা। প্রয়োজনের তাঁদের পরিবারের কাছে পৌঁছেও ইউনিয়ন সংগঠক হিসেবে আমরা যে পাশে আছে তা জানিয়ে দেয়া হয়। এতে সদস্যরা ভরসা পান, কাজের জন্য প্রেরণা পান বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ নিয়ে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে কথা হয় লোকাল-১১৮২ এর ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক রিকি মরিসনের সাথে। তিনি জানালেন, মহামারির এ সময়ে কত লোকজন যে কতভাবে একেঅন্যের পাশে দাঁড়াচ্ছে তা ইতিহাস হয়ে থাকবে। তিনি বলেন নিউইয়র্কের ট্রাফিক এজেন্টরা মহামারির শুরুতে যেমন নিজে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের কারণে অনেক এজেন্টের পরিবারের সদস্যরা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। নিউইয়র্ক নগরের বিপন্ন সময়ে CWA লোকাল ১১৮২ এর চলমান কাজও সময়ের ইতিহাস হয়ে থাকবে। এ ইউনিয়নের কাজের মধ্য দিয়ে শুধু ট্রাফিক এজেন্টরাই যে সেবা পাচ্ছে এমন নয়, এ সেবা কমিউনিটিতে বিস্তৃত হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

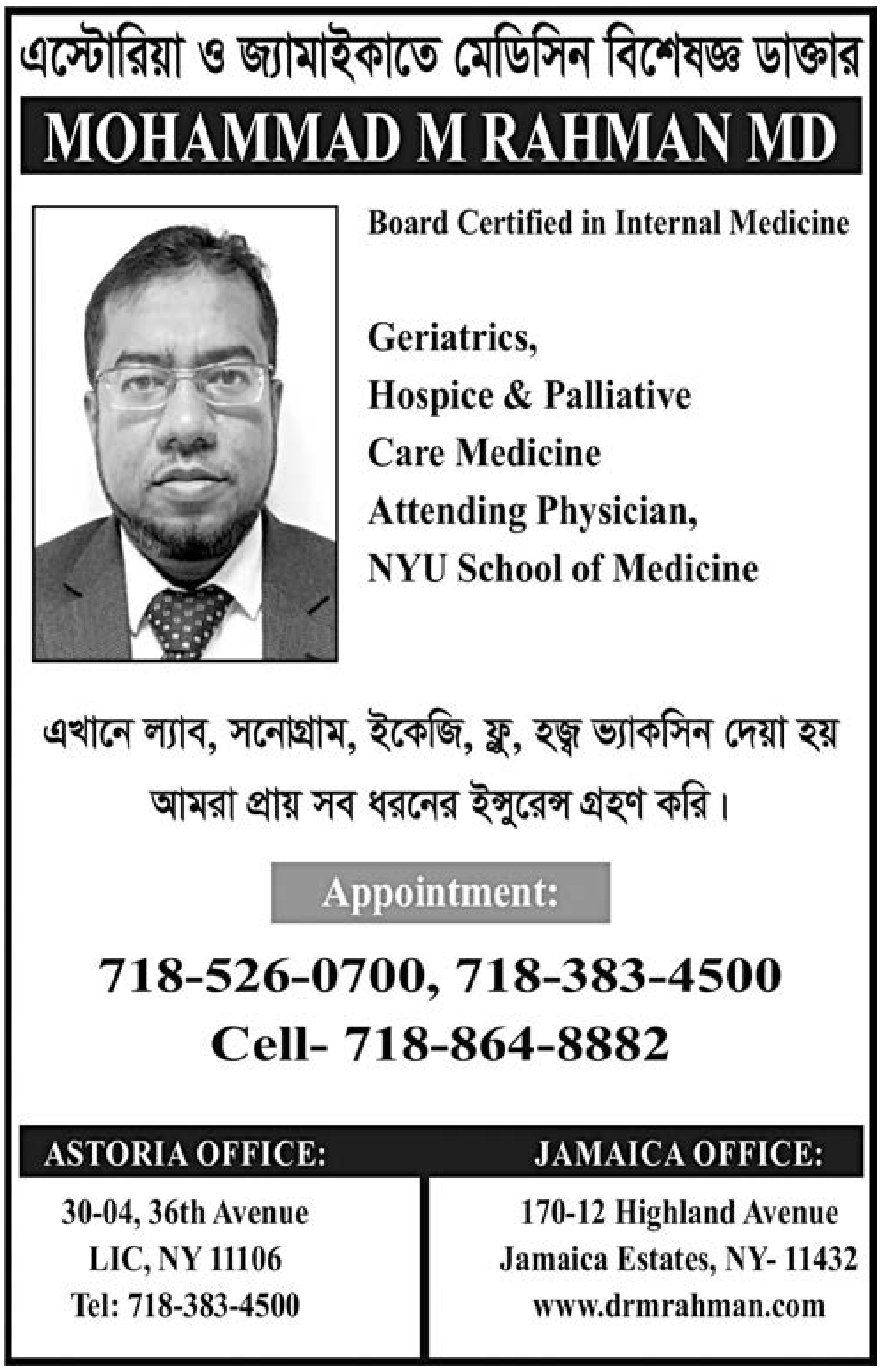

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

ইনকামট্যাক্স ২০১৯ ইনকামট্যাক্স
আন্‌জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক
37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372
IRS Authorised E-File Provider
● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।
যোগাযোগ ▶ আবু হেলেন হোসেন
718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

মেয়রের নতুন প্রশাসনে বিরোধ!

রহমান মাহবুব

নিউইয়র্ক নগরের নতুন পুলিশ কমিশনার এবং নবনিযুক্ত ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দিয়েছে। ম্যানহাটনের নতুন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির নীতির প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নগরীর পুলিশ কমিশনার। ৮ জানুয়ারি বিকেলে পুলিশ কমিশনার তাঁর বিভাগের অফিসারদের কাছে একটি ইমেইল পাঠিয়েছেন। ইমেইলে সিটি হল এবং প্রসিকিউটরের মধ্যে জননিরাপত্তার বিষয়ে তাঁদের পন্থা নিয়ে মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পুলিশ কমিশনার কীচান্ট সিওয়েল বলেন, ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ ৩ জানুয়ারি তাঁর স্টাফদের প্রতি ১০ পৃষ্ঠার যে স্মারক প্রণয়ন করেছেন, তাতে তিনি চরমভাবে উদ্বিগ্ন। এই স্মারকে প্রসিকিউটারদের প্রতি, মারাত্মক অপরাধ ছাড়া আসামীদের গ্রেপ্তার না করা এবং জেলে না দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। এতে সিংহভাগ ছোটখাটো অপরাধের জন্য অপরাধীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী অভিযোগ না আনা এবং মামলা রুজু না করারও নির্দেশ রয়েছে।

পুলিশ কমিশনার সিওয়েল এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ব্র্যাগ দু'জনই নিজেদের পদে মাত্র এক সপ্তাহ হলো নিযুক্ত হয়েছেন। কমিশনার সিওয়েল তাঁর বিভাগের প্রায় ৩৬ হাজার সদস্যের কাছে পাঠানো ইমেইলে নীতিগুলো ঘেঁটে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'পুলিশ অফিসার হিসাবে আপনাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয় সম্পর্কে আমি খুবই উদ্বিগ্ন এবং উদ্বিগ্ন জনগণের নিরাপত্তা ও অপরাধের ভিক্টিমের জন্য ন্যায়বিচারের বিষয়েও।'

নিউইয়র্কের ডব্লিইএনবিসি টিভি প্রথমে এই ইমেইলের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে শুধুমাত্র এই দুই বিভাগের মধ্যেই নয়, নতুন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এবং পুলিশ কমিশনারের বস, মেয়র এরিক অ্যাডামসের মধ্যেও একটি ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত রয়েছে।

২০২১ সালের প্রথমদিকে ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারি চলাকালীন সময়ে মেয়র এবং এই ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়টি প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অ্যাডামস তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় অপরাধের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। অপরদিকে মি. ব্র্যাগ সারাদেশের কয়েকটি শহরের কিছু প্রসিকিউটরের পথ অনুসরণ করেছিলেন। যাতে প্রথমবারের মতো অপরাধী, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পন্ন বা দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করা ব্যক্তিদের জন্য অসম শাস্তি এড়াতে আইনী ব্যবস্থার বিষয় পুনর্বিবেচনার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

৮ জানুয়ারিতে দেয়া এক বিবৃতিতে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসের একজন মুখপাত্র বলেন, 'কিছু ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। আমরা চাই সেগুলোর অবসান হোক। এগুলো নিয়ে আমরা কমিশনার সিওয়েলের সাথে বসতে চাই। আমরা তাঁর সাথে খোলামেলা এবং ফলপ্রসূ আলোচনার আহ্বান জানাই। আমরা এ বিষয়গুলো পরিষ্কার করার সুযোগের অপেক্ষায় আছি। সবার নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য আমরা উভয় পক্ষ একটি ঐকমত্যে পৌঁছাতে চাই।'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির মুখপাত্র আরও বলেন, 'আমাদের অফিসের জন্য নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' বিবৃতিতে বলা হয়, কমিশনার সিওয়েল এবং অন্যরা যেভাবে স্মারকের নানা অংশ ব্যাখ্যা করেছেন, বিষয়টি তা থেকে ভিন্ন। যারা কোনো দোকানে ডাকাতির জন্য বন্দুক ব্যবহার করে বা যারা পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক আচরণ করে, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই চার্জ আনা হবে। সবাইকে তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

পুলিশ কমিশনার সিওয়েল এবং ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ব্র্যাগের মধ্যে সৃষ্ট এই উত্তেজনায় মূলত সারাদেশে কেন্দ্রীভূত ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক তর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। একপক্ষ সাম্প্রতিক সময়ে উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়া অপরাধ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ভোটারদের শান্ত করতে চাইছে। অন্যদিকে প্রগতিশীল উদারনৈতিক প্রসিকিউটরদের একটি অংশ বিচার ব্যবস্থায় আরও নম্র, আরও ন্যায্য এবং কম পক্ষপাতদুষ্ট নীতি প্রণয়নের জন্য চাপ দেয়া অব্যাহত রাখছে। নগর প্রশাসনের এ বিরোধ শুরুতেই নিরসন করা না গেলে নিউইয়র্কে বেড়ে যাওয়া অপরাধ নিয়ন্ত্রণে মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রবাসী বাংলাদেশি বড় ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবারের এক মর্মান্তিক ঘটনায় বড় ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন হয়েছেন। নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ জানুয়ারি অপরাহ্ণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, ২৪ বছর বয়সী ভাইয়ের উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে প্রচুর রক্তক্ষরণে মারা যান শ্যন সরকার (২১)। বড় ভাইকে (২৪) পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

আব্দুস সালাম সরকার ৪৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। কিন্তু গ্রীনকার্ড এখনও পাননি। স্ত্রী ও নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী ৩ ছেলেকে নিয়ে ৪৪১৫-৭৪ স্ট্রিটে এপার্টমেন্টে বসবাস করেন আব্দুস সালাম (৬৭)। প্রতিবেশীরা জানান, সালামের মেজ ছেলে শ্যন সরকার হাই স্কুল পাস করতে পারেনি। ৭ জানুয়ারি বেলা ২টা ২০ মিনিটে শ্যন সরকারের বখে যাওয়া নিয়ে মায়ের সাথে ঝগড়া শুরু করেন জ্যেষ্ঠ পুত্র। তা দেখে শ্যন সরকার এগিয়ে যান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রান্নাঘর থেকে ছুরি এনে শ্যন সরকারের গলা ও ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করেন বড় ভাই। খবর পেয়ে এ্যাম্বুলেন্সসহ পুলিশ এসে শ্যনকে এলমহার্স্ট হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপরই বড় ভাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

এবার ৫১ মার্কিন কর্মকর্তার ওপর ইরানের নিষেধাজ্ঞা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ড্রোন হামলায় জেনারেল কাশেম সোলাইমানিকে হত্যার দায়ে এবার সেনা কর্মকর্তাসহ ৫১ জন মার্কিন কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ইরান। গতকাল শনিবার 'সন্ত্রাসবাদ' ও 'মানবাধিকার লঙ্ঘনের' অভিযোগ তুলে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা জানায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডমস। ছবি: সংগৃহীত

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক নগরের নবনির্বাচিত মেয়র এরিক অ্যাডমস জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) পরিদর্শন করেছেন। ৭ জানুয়ারি শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজের সময় তিনি জেএমসিতে এসে মুসল্লিদের সাথে নতুন বছরের শুভেচ্ছাবিনিময় করেন। এরিক অ্যাডামস গত ১ জানুয়ারি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই জেএমসি পরিদর্শনে এলেন। মেয়রকে জেএসসি পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট ডা. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা স্বাগত জানান।

মেয়র জেএমসিতে মুসল্লিদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ইমাম শামসী আলী। এরপর

> মুসলিম কমিউনিটির প্রশংসা করে মেয়র বলেন, ইসলামী ফোবিয়া নয় বরং মুসলিম কমিউনিটিও গ্রেটেস্ট হবে। সিটিরও পরিবর্তন আসবে। আমি আপনাদের মেয়র নই, বন্ধু।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সিটি কাউন্সিলম্যান জি জিনারো, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন, জেএমসি প্রেসিডেন্ট ডা.সিদ্দিকুর রহমান। জেএমসির ভাইস প্রেসিডেন্ট মঞ্জুর আহদে চৌধুরীর সঞ্চালনায় এসময় নিউইয়র্ক সিটির কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স কমিশনার রবার্ট পেরেজ, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোজাফফর, জয়েন্ট সেক্রেটারি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ বাবুল মজুমদার, সদস্য মোহাম্মদ সাবুল উদ্দিন শাহরিয়ার রহমান, আমিনুল ইসলাম চুন্নু উপস্থিত ছিলেন। মেয়র অ্যাডামস বলেন, মেয়র হিসেবে শপথ নেয়ার ছয়দিনের মধ্যেই আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি কথা ও কাজে আস্থা রাখতে চাই। আপনাদের কাছে দেয়া ওয়াদা ভুলিনি, আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে চাই। আমরা যদি গ্রেটেস্ট সিটি গড়তে পারি, তবেই গ্রেটেস্ট কান্ট্রি গড়তে পারব।

তিনি মুসলিম কমিউনিটির কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে বলেন, ইসলামী ফোবিয়া নয় বরং মুসলিম কমিউনিটিও গ্রেটেস্ট হবে। সিটিরও পরিবর্তন আসবে। আমি আপনাদের মেয়র নই, বন্ধু। আমি সবসময় আপনাদের পাশে থাকব।

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস
যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।
যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING
DCJS Approved
OSHA Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
বিস্তারিত জানতে আজই কল করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

Authorized IRS e-file Provider
KAKATUA
কাকাতুয়া
AGENCY
PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
Serving Our Community For Over 28 Years
ENROLLED AGENT
দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ট্যাক্স নীতিমালা অনুসরণ করে ট্যাক্স ফাইলিং করে থাকি
Tax Return
OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting
Travels
Immigration
Insurance
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: info@kakatua.com | Web: www.kakatua.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

মিশিগান স্টেট রাজ্যসভা থেকে ১১ বাংলাদেশীকে সম্মাননা। ছবি: প্রথম আলো

১১ বাংলাদেশিকে মিশিগান স্টেট রাজ্যসভার সম্মাননা

রফিকুল হাসান চৌধুরী

রাজনীতি, সমাজসেবা ও মিডিয়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ১১ জনকে সম্মাননা প্রদান করেছে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র মিশিগান রাজ্যসভা।

১২ জানুয়ারি বুধবার দুপুরে রাজ্যসভার অধিবেশন শেষে ওই সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন ডক্টররাব্বি আলম,মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, ধর্মনিন্দ্রিয়া বড়ুয়া, মিনহাজ রাসেল চৌধুরী, মাহবুব রাব্বি খান, মুহাম্মদ মুকিত, তৌহিদ নেওয়াজ, অপরেশ বড়ুয়া, কানন দানাল বড়ুয়া। এঁরা সবাই যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা।

এছাড়া মিডিয়ার মাধ্যমে মিশিগানসহ অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের কমিউনিটি বিশেষ অবদান রাখায় কামরুজ্জামান হেলাল এবং কমিউনিটি এক্টিভিস্ট হিসাবে মোহাম্মদ বদরুল হুদা নাজেলকেও বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়। রাজ্যসভা প্রধান গভর্নর গ্রিচেন হুইটমার, সহ-রাজ্য প্রধান ল্যেফটেন্যান্ট গভর্নর গার্লিন গিলক্রিস্ট সাক্ষরিত ট্রিবিউট ও বিশেষ সম্মাননা সার্টিফিকেট সিনেটর পল ওয়াজনো, সিনেটর এডাম হলিয়ার,সিনেটর স্টেফেনি চ্যাং, সিনেটর মার্শাল বুলক ও রিপপ্রেজেনটেটিভ লরি স্টোন এর হাত থেকে তাঁরা গ্রহণ করেন।সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রফিকুল হাসান চৌধুরী তুহিন ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সদস্য মুহিবউদ্দিন জেমস।রাজ্যসভার প্রেসিডেন্ট (স্পিকার) স্টেইট সিনেটর প্রো- টেম্পরে এরিক নেসবিটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১০১ তম যৌথ অধিবেশনে বাংলাদেশি ওই সব নাগরিককে সম্মাননা প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এসময় ডেমোক্র্যাটেট ও রিপাবলিকান সিনেটররা উপস্থিত থেকে সম্মাননাপ্রাপ্ত এসব নাগরিকদেরকে তুমুলকরতালি ও হর্ষধনির মাধ্যমে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান।

আসিফ আকবর

সংগীতশিল্পী আসিফের বিচার শুরু

ঢাকা ডেস্ক

সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের (আইসিটি) মামলায় অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন এই আদেশ দেন। আগামী ২৩ জুন মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের শুনানির দিন ঠিক করেছেন আদালত। প্রথম আলোকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ওই আদালতের বেঞ্চ সহকারী শামীম আল মামুন।

অভিযোগ গঠনের শুনানির সময় আদালতে উপস্থিত সংগীতশিল্পী আসিফ নিজেকে নিরপরাধ দাবি করে আদালতের কাছে ন্যায়বিচার চান।

আসিফের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী জাকির হোসেন খান। আর রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ওই ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম শামীম।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মানহানিকর ও মিথ্যা তথ্য প্রচারের অভিযোগে ২০১৮ সালের ৪ জুন আসিফ আকবরের বিরুদ্ধে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় মামলা করেন গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী শফিক তুহিন। পরদিন গ্রেপ্তার করে আসিফ আকবরকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পান তিনি।

আইসিটি আইনে করা ওই মামলা তদন্ত করে ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আসিফ আকবরের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। মামলায় আসিফের বিরুদ্ধে শিল্পী শফিক তুহিনের অভিযোগ, অনুমতি ছাড়াই তাঁর সংগীতকর্মসহ অন্যান্য গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীদের ৬১৭টি গান সবার অজান্তে বিক্রি করেছেন আসিফ।

মুনার শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

দ্বীনি কাজ সম্প্রসারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান আর কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জনের দিকে বিশেষ নজর রাখার তাগিদ দিয়েছেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ।

৮ জানুয়ারি শনিবার মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) নিউইয়র্ক নর্থ জোন আয়োজিত দিনব্যাপী শিক্ষা বৈঠক এ তাগিদ দেন তিনি। জোন সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আরিফের সভাপতিত্বে বৈঠক যৌথভাবে পরিচালনা করেন জোনের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদুজ্জামান ও মেনপাওয়ার এন্ড এডুকেশনাল ডিরেক্টর মাওলানা ত্বোহা আমিন খান। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আরমান চৌধুরী, ন্যাশনাল দাওয়াহ ও ফেইথ অ্যাওয়ারনেস ডিরেক্টর ড. মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ বলেন, পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরা প্রত্যেকটা ঈমানদারের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান সমাজে দ্বীনি কাজ সম্প্রসারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান আর কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। আরমান চৌধুরী মুনার সাংগঠনিক অবকাঠানো তুলে ধরে বলেন, দাওয়াতে দ্বীনের পাশাপাশি সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা সময়ের দাবি। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের সাথে মিশে প্রমাণ করতে হবে আমরা দায়ী ইল্লাল্লাহের কাজ করছি। সমাজের চাহিদা কি তা চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

প্রতিবেশীর সাথে রাখতে হবে সুসম্পর্ক, আর এটাই ইসলামের নৈতিক শিক্ষা।

ড. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের গুণাবলী তুলে ধরে বলেন, একজন কর্মীর তুলনায় নেতার জবাবদিহিতা অনেক বেশি। তাই দায়িত্বশীলদের আচার-ব্যবহার চলাচল সবই হবে আল্লাহর কুরআন ও রাসুল (সা:)’র নির্ধারিত পন্থায়। কুরআন ও হাদীসকে যথাযথ অনুসরণ করতে পারলেই দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি সম্ভব।

সভাপতির বক্তব্যে আবদুল্লাহ আল আরিফ বলেন, ইসলামী আন্দোলনের কাজকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নৈতিক চরিত্র ও ঐক্যের শক্তি অর্জন করতে হবে। কোনো অবস্থাতে দ্বীনি পরিবেশকে নষ্ট করা যাবে না। সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকদের নিকট দরদ মন নিয়ে দাওয়াত দিতে হবে। তিনি সকল শ্রেণীর লোকদের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী তুলে ধরার গুরুত্বারোপ করে বলেন, ‘যেখানে মুসলমান সেখানে হালাকাহ্।’ আর এটাই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার অন্যতম মাধ্যম।

তিন শতাধিক লোকের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জোন কর্মপরিষদ সদস্য দিদারুল আলম, প্রফেসর দেলোয়ার মজুমদার, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, এডভোকেট আবুল হাসেম, সামসুল আলম, জিয়া উদ্দিন আহমেদ।

মুনার শিক্ষা বৈঠক

এবারের নির্বাচন শেখ হাসিনার জীবনের শেষ নির্বাচন: কাদের মির্জা

ঢাকা ডেস্ক

নোয়াখালী বসুরহাটের পৌর মেয়র আব্দুল কাদের মির্জা বলেছেন, এবারের নির্বাচন হতে পারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার জীবনের শেষ নির্বাচন। কারণ তাঁর বয়স হয়ে গেছে তিনি হয়তো আর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে নোয়াখালীর বসুরহাট পৌরসভার মেয়র আব্দুল কাদের মির্জার লেখা ‘সত্য যে কঠিন’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

কাদের মির্জা বলেন, এবারের নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন নেতাকর্মীদের জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য। এখন থেকেই নির্বাচনী আমেজ শুরু হয়ে গেছে।

সুষ্ঠু ভোট হলে নোয়াখালীতে সরকার দলীয় এমপিরা পালানোর রাস্তা পাবে না এমন এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা কাদের বলেন, হ্যাঁ আমি এখনো বলি যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তাহলে নোয়াখালীর সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা পালানোর রাস্তা পাবে না।

কাদের মির্জা বলেন, আমি ইতিপূর্বে সত্য কথা বলার জন্য দলের ওপর পর্যায় থেকে অনেক হুমকি ধামকি পেয়েছি। কিন্তু এসব থেকে আমি নিবৃত্তি হয়নি আমি সত্য বলেই যাব।

গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন নিয়ে তিনি বলেন, আমি উপলব্ধি করেছি সত্য কথা বলতে হবে। এ জন্য আমি সত্য কথাই বলে যাব এবং আমার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ সত্য যে কঠিন এই নামটাই দিয়েছি।

ভ্রমণকালীন সতর্কতা

ভ্রমণ থেকে ফিরে ১৪ দিন পর্যন্ত লোক সমাগমে না যাওয়াই ভালো।

ডা. অদিতি সরকার

গত আগস্টের শেষ থেকে মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে করোনা পরিস্থিতি বেশ স্থিতিশীল ছিল। তবে এর পর থেকে অন্য দেশের মতো আমাদের দেশেও করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের প্রভাব শুরু হয়েছে। যদিও বাংলাদেশে এখনো অতিমাত্রায় সংক্রমণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কিন্তু সংক্রমণের হার ডেলটা ভ্যারিয়েন্টের চেয়েও দ্রুত ছড়াচ্ছে। যাঁরা টিকা নিয়েছেন, এটি তাঁদেরও আক্রান্ত করছে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হওয়ার আগেই সবাইকে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে। দেশে এখন সবাই যে খুব সচেতন, তেমন বলা যাচ্ছে না। অনেকেই বের হচ্ছেন ঘুরতে। কেউবা অবকাশযাপনের প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। করোনাকালীন কিংবা করোনা-পরবর্তী সময়ে ভ্রমণে রয়েছে কিছু আবশ্যকীয় বিষয়।

ভ্রমণের আগে সতর্ক হোন

যেকোনো ভ্রমণের অন্তত এক সপ্তাহ আগে থেকে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। বিদেশযাত্রার আগে এই সতর্কতা আরও আগে থেকে নিতে হবে। বিদেশযাত্রার তিন দিন আগে কোভিড পরীক্ষা করাতে হয়। ফলে ওই পরীক্ষার তিন সপ্তাহ আগে থেকে সতর্ক হতে হবে, যাতে কোনোভাবেই তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত না হন। কারণ টেস্টে পজিটিভ হলে তাঁর যাত্রা পিছিয়ে যাবে। আপনি গন্তব্যস্থলে যেখানে উঠবেন যাঁর বা যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, সেখানে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি রোগী থাকলে তাঁদের ঝুঁকিতে ফেলবেন না।

ভ্রমণের সময় সতর্কতা

গণপরিবহন এড়িয়ে নিজস্ব পরিবহন বা ব্যক্তিগত গাড়িতে চলাচল করা ভালো।

গণপরিবহনে সব আসনেই যাত্রী বহন করা হয়। তাই যাত্রীদের সতর্ক হতে হবে। টিকিট কেনা থেকে শুরু করে ওঠানামা বা আসনের ক্ষেত্রে যেন পাশের যাত্রীদের সঙ্গে শারীরিক স্পর্শ না হয়, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

সব সময় মাস্ক ব্যবহার

ভ্রমণের শুরু থেকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। সঠিক নিয়মে মাস্ক পরতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন নাক-মুখ ঢাকা থাকে। মাস্ক কোনোভাবেই খোলা যাবে না। অনেকে সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করেন, কিন্তু সেটা শতভাগ সুরক্ষা দিতে পারে না।

তাই ভ্রমণের সময় এন-৯৫ বা কেএন-৯৫ মাস্ক পরা উচিত।

বাইরের খাবার গ্রহণ অনুচিত

বাইরে মাস্ক খুলে খাবার গ্রহণ করা যাবে না। যাত্রার আগে খেয়ে যাত্রা করুন বা পৌঁছে খাবার খাওয়া ভালো। একান্তই খেতে হলে ভিড় থেকে দূরে বসে খাওয়া উচিত।

হাত চোখ ও মুখের কাছে আনা যাবে না। যানবাহনে চলাচলের সময় সিট, হাতল স্পর্শ করা উচিত নয়। স্পর্শ করে ফেললে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। যাঁরা লঞ্চে বা ট্রেনের কেবিনে ভ্রমণ করবেন, তাঁরা একটি চাদর বা কাপড় বহন করতে পারেন। ট্রেন বা লঞ্চের কেবিনে উঠে স্যানিটাইজার স্প্রে করে নিতে পারেন। পাশের সিটের সহযাত্রীকেও সচেতন করতে হবে।

জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণ নয়

যেহেতু ওমিক্রন খুবই সংক্রামক, তাই খুব প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণ করা ঠিক নয়।

- দেশে করোনার টিকার কার্যক্রম চলছে। সবারই উচিত টিকা গ্রহণ করা। এমনকি বুস্টার ডোজও শুরু হয়েছে। যাঁরা এর আওতায় পড়বেন, তাঁদের টিকা নিয়ে নিতে হবে হবে।
- জ্বর-কাশি থাকলে ভ্রমণ বাতিল করুন। যেকোনো জ্বর-কাশির রোগীর কাছ থেকে অন্তত ৬ ফুট দূরে থাকতে হবে। হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে। কনুই দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে হাঁচি দিতে হবে।
- যেখানে-সেখানে থুতু ফেলবেন না।
- শরীর আবৃত করে পোশাক পরুন।
- রেস্টুরেন্টে খেতে হলে খাবার টেবিল, ট্রে, ওয়াশরুম পরিষ্কার কি না, তা নিশ্চিত হতে হবে। টিস্যু পেপার সঙ্গে রাখুন।
- কোথাও ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন হঠাৎ করেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে যেকোনো সময়। তাই গ্যাস স্টেশন, পার্ক বা রেস্তোরাঁয় যেতে হতে পারে। সেসব জায়গায় টয়লেট পেপার না থাকার আশঙ্কা আছে। কিংবা থাকলেও করোনার সময় কতটুকু নিরাপদ, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তাই ভ্রমণের সময় টয়লেট পেপার সঙ্গে রাখুন।
- বাসে ওঠার লাইনে দাঁড়াতে হলে সব ধরনের সুরক্ষার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

জেনে রাখা ভালো, ওমিক্রনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি বদলের মতো উপসর্গ ব্যাপক হারে দেখা যায় না। ওমিক্রনকে মৃদু বা হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। ডেলটা ও ওমিক্রন মিলে ডেলমিক্রন ভ্যারিয়েন্টও সামনে তাণ্ডব চালাতে পারে। পশ্চিমা বিশ্বে, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তাই করোনা থেকে বাঁচতে সচেতনতার বিকল্প নেই।

লেখক: চিকিৎসক।

ভ্রমণের সময় শিশুদের জন্য সতর্কতা

করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন শিশুদেরও আক্রান্ত করতে পারে। তাই তাদের নিয়ে ভ্রমণে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এক বছরের বেশি বয়সী শিশুদের মাস্ক পরতে হবে। বড়দের জন্য যে স্বাস্থ্যবিধি, সেটাই মেনে চলতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আক্রান্ত ব্যক্তি কিছু উপসর্গ থেকে প্রাথমিক ধারণা পেতে পারেন এবং বুঝতে পারেন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন কি না।

উপসর্গ

- অল্প জ্বর
- গলায় খুসখুসে ভাব
- হঠাৎ গলার স্বর বদলে যাওয়া
- গলাব্যথা
- ভীষণ ক্লান্তি ভাব
- অবসাদ
- শুকনো কাশি
- মাথায় যন্ত্রণা
- শরীর ব্যথা
- রাতে শরীর ঘেমে যাওয়া

Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)
Election-2022

৯ জানুয়ারি ২০২২
জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশন (জিবিবিএ)
এর সম্মানিত ব্যবসায়ি ভোটাররা আমাকে

সভাপতি পদে
বিপুল ভোটে নির্বাচিত
করায় তাদের প্রতি
অভিনন্দন ও
ধন্যবাদ জানাচ্ছি

GIASH AHMED

Former Senator candidate
New York State Senate, District 13, Queens
Former International Affairs Secretary
National Executive Commitee BNP
Former President
At America Bangaldesh Chamber of Commerce
Chairman/ CEO
Immigrant Elder Home Care.LLC

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

ডা. মো. আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডা. শামসি রহমান
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
Ex-Attending Physician Ambulatory Care Elmhurst Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Diplomate of American Board of Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE
Attending Physician (Medicine Department)
QUEENS HOSPITAL CENTER
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

AMERICA-BANGLADESH PRESS CLUB
EST. 2008
আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব
আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব (এবিপিসি)
America-Bangladesh Press Club (ABPC)
EST: 2008
কার্যকরী পরিষদ
২০২২-২০২৩
রাশেদ আহম্মেদ
সভাপতি
মোঃ আবুল কাশেম
সাধারন সম্পাদক
তপন চৌধুরী
সহ-সভাপতি
সুব্রত চৌধুরী
সহ-সভাপতি
শাহ ফারুক রহমান
যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক
মোঃ জামান তপন
কোষাধ্যক্ষ
আজিম উদ্দিন অভি
সাংগঠনিক সম্পাদক
শহীদ উল্লাহ কাইছার
প্রচার সম্পাদক
লাবলু আনসার
নির্বাহী সদস্য
কানু দত্ত
নির্বাহী সদস্য
রাজুব ভৌমিক
নির্বাহী সদস্য

JBBA

Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)

Election-2022

৯ জানুয়ারি ২০২২

জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশন (জিবিবিএ)
এর সম্মানিত ব্যবসায়ি ভোটাররা আমাকে

সাধারণ সম্পাদক পদে

বিপুল ভোটে নির্বাচিত
করায় তাদের প্রতি
অভিনন্দন ও
ধন্যবাদ জানাচ্ছি

Mohammad Tareq H. Khan

বিশিষ্ট ব্যবসায়ি ও সমাজসেবক

CEO of the Global NY Travels Inc

JBBA®

Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)

Election-2022

৯ জানুয়ারি ২০২২

জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশন (জিবিবিএ)
এর সম্মানিত ব্যবসায়ি ভোটাররা আমাকে

TREASURER পদে

বিপুল ভোটে নির্বাচিত
করায় তাদের প্রতি
অভিনন্দন ও
ধন্যবাদ জানাচ্ছি

S. M. Abul Hasan

বিশিষ্ট ব্যবসায়ি ও সমাজসেবক

CEO of the Unique Opportunity USA Inc

আমেরিকার বুকে বাংলাদেশের পতাকা হাতে রাজিয়া উদ্দিন

রওশন হক

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই ছিল জনযুদ্ধ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই-ই সর্বাত্মক এই যুদ্ধে শামিল হয়েছিল। রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে বিপুল বিক্রমে লড়েছেন বাংলার নারীরা। তবুও আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন আজো হয়নি। এ ক্ষেত্রে কেবল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নয়, বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যাবে, যেকোনো অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অথবা স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীদের অবদান কোনো অংশেই কম নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে এটা এখন সহজেই অনুমেয়, ১৯৭১ সালে এবং পরবর্তী সময়ে প্রায় দুই দশকজুড়ে এদেশে নারী মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। ১৯৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নারীদের গল্প আমাদের খুব কম জনেরই জানা আছে। যারা সে সময়ে সাধারণ গৃহবধূ হয়েও দেশের জন্য বিদেশের মাটিতে দারুণ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। আজ তাঁদেরই একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এই লেখা।

বাংলাদেশের মানুষ যখন হানাদার পাকিস্তানিদের কাছ থেকে মুক্তির জন্য জীবনপণ লড়ছে। ৫০ বছর আগের পৃথিবী ছিল একেবারেই ভিন্ন ছিল। দুটো ভিন্ন মেরুতে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছিল বেশিরভাগ দেশ। বৃহৎ শক্তির দেশগুলো পরস্পরের সাথে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। ভারতের ওপর এক ধরনের সামরিক হুমকি তৈরি করতে বঙ্গোপসাগরে রণতরীও পাঠিয়েছিল আমেরিকা। এমন বিশ্ব পরিস্থিতি সময়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলার রাজিয়া উদ্দিন দেশের পক্ষে লাল-সবুজের পতাকা মিছিল নিয়ে হাজির হন আমেরিকার স্টেট ডিপার্টম্যান্টের সামনে। তৎকালীন সময়ে হাতেগোনা কয়েকজন বাঙালি নারী ছিলেন আমেরিকায়। কেন সেদিন পতাকা হাতে ছুটে ছিলেন? জানতে চাইলে জানালেন, সে সময়ে তিনি মিশিগানে স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার করছিলেন। তখন দেশের জন্য তাঁর ছোট ভাইসহ অনেকেই টাকা সংগ্রহের কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি দেশের মানুষের জন্য টাকা দিয়ে সহায়তা করেন। আমেরিকা যখন সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ নিল। তা দেখে একজন সচেতন বাংলাদেশের মুক্তিকামী নাগরিক হয়ে নীরবে বসে থাকাকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর ছোট ভাই আব্দুল বড় লস্করকে নিয়ে প্রায় ১৫০ জনের একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হতে সড়ক পথেই মিশিগান স্টেট থেকে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে হাজির হন। রাজিয়া উদ্দিন স্মরণ করেন, সেদিন ওয়াশিংটন ডিসিতে শতাধিক বাংলাদেশির সমাগম ঘটে। তাঁর সাথে বাল্টিমোর থেকে আরও এক নারী বাংলাদেশের পতাকা হাতে মিছিলে যুক্ত হয়েছিলেন। দিনটির কথা স্মরণ করতে গিয়ে রাজিয়া উদ্দিন যেমন খুশি হন, তেমনি আবেগাপ্লুতও হয়ে পড়েন। বর্তমান ৮০ বছর বয়সী রেজিনা সেইদিনের সেই সহযাত্রী নারীর নামটি মনে করতে পারেননি। রাজিয়া উদ্দিন ১৯৫৯ সালে সিলেট থেকে মেট্রিক পাস করেন। ১৯৬১ সালে সিলেট উওম্যান কলেজ থেকে এইচএসসি দেন। পরে অল্প কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। বিয়ের পর ১৯৬৫ সালে আমেরিকায় পাড়ি জমান। সেই থেকেই আমেরিকান তিনি। শুরুতেই কানেকটিকাটে কিছু দিন থেকেছেন। তারপর মিশিগানে বসতি গড়েছেন। বতর্মানে নিউজার্সিতে মেয়ে প্রফেসর ড. ন্যান্সি উদ্দিনের সাথে বসবাস করছেন। তাঁর স্বামী প্রয়াত হয়েছেন। তিন ছেলে, এক মেয়ে, নাতি-নাতনিদের নিয়ে সুখে আছেন, যা তাঁর হাসি দেখেই বুঝতে পারা যায়। বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকান নেভির ক্যাপ্টেন, মেজ ছেলে ডাক্তার, ছোট ছেলে ব্যাংক অব আমেরিকায় কর্মরত। মেয়ে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রাজিয়া উদ্দিন।

কথা প্রসঙ্গে রাজিয়া উদ্দিন বলেন, আমেরিকার নাগরিকত্ব নেয়ার পর দেশের পাসপোর্ট নেয়া হয়নি। যে দেশের মুক্তির লড়াইয়ে দূরদেশে একদিন রাজপথে নেমেছিলেন পতাকা নিয়ে, সেই দেশের গ্রামের বাড়িতে থাকতেই এখনও ভালোবাসেন।

রাজিয়া উদ্দিন বলেন, ৫০ বছরে দেশ অনেক এগিয়েছে। শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। সর্বস্তরে নারীদের উপস্থিতি লক্ষণীয় এখন। দেশে নারীরা এখন তাদের অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার। রাজিয়া উদ্দিন বলেন, খুব খুশি হন যখন দেখেন দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি। তবে কিছুটা হলেও দুঃখ প্রকাশ করলেন। শিক্ষিতদের হার বাড়ছে ঠিকই কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান নষ্ট হয়ে গেছে বলে আক্ষেপ করলেন।

M&N HOME CARE SERVICES LLC
$23/hr
CD PAP - PCA - HHA
866-688-6922

Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)

Election-2022

৯ জানুয়ারি ২০২২

জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশন (জিবিবিএ)
এর সম্মানিত ব্যবসায়ি ভোটাররা আমাকে

Joint Secretary পদে

বিপুল ভোটে নির্বাচিত
করায় তাদের প্রতি
অভিনন্দন ও
ধন্যবাদ জানাচ্ছি

Md Mofizur Rahman

বিশিষ্ট ব্যবসায়ি ও সমাজসেবক

CEO of the Blue Green insurance Inc

নতুন বছরে ইতিবাচক পরিবর্তনের আশা

মার্কিন অর্থনীতি

নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৬.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬.৫ শতাংশ হয়েছে।

এইচ বি রিতা

নতুন বছরে মার্কিন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের আভাস দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। তাঁরা বলেছেন, চলমান মহামারির সাথে বেকারত্বের হারের পরিমাণ নিম্নে পৌঁছেছে। সেই সাথে বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সাথে আমদানি করা পণ্যগুলোর চাহিদা বেড়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, পরিবর্তনগুলো মার্কিন অর্থনীততে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রদান করছে। চাকরির বাজার চলতি বছরের শেষ নাগাদ পূর্ণ কর্মসংস্থানে ফিরে আসতে পারে। একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি শেষপর্যন্ত সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে বলে আভাস দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা।

গত শুক্রবার মার্কিন শ্রম বিভাগ ঘোষণা করেছে যে, অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে যদিও ১ লাখ ৯৯ হাজার নতুন প্রত্যাশিত চাকরির সুযোগ ছিল, কিন্তু ডিসেম্বরে বেকারত্বের হার ৩.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। যদিও এর একদিন আগে বাণিজ্য বিভাগ ঘোষণা করেছিল যে, নভেম্বরে মার্কিন আমদানি আগের মাসের তুললায় ৪.৬ শতাংশ বেড়ে ৩০৪.৪ বিলিয়ন ডলার হয়েছে।

আমদানির ক্রমবর্ধমান অবস্থা মাসে ৮০ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতিতে অবদান রাখছে, যা সেপ্টেম্বরে ৮১.৪ বিলিয়ন ডলারের উচ্চতর রেকর্ডের কাছাকাছি অবস্থান করছিল। অনেকেই এই বৃহৎ বাণিজ্য ঘাটতিকে নেতিবাচক হিসাবে দেখছেন। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে, এটি মার্কিন অর্থনীতির ইতিবাচক দিককেই ইঙ্গিত করছে। এমন ইঙ্গিত মহামারি থেকে আমেরিকাই যে বিশ্বব্যাপী পুনরুদ্ধারের নেতৃত্ব দিচ্ছে তা প্রমাণ করছে। পেটারসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্সের সিনিয়র ফেলো অর্থনীতিবিদ গ্যারি হাফবাউয়ার বলেছেন, 'এটি ভুল ধারণা যে বাণিজ্য ঘাটতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খারাপ অর্থনৈতিক সময়কে ইঙ্গিত করে। বরং এটি অন্যান্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুর্দান্ত সময়ের একটি সূচক বলে তিনি মনে করেন। গ্যারি বলেছেন, ‘আমরা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব ভালো করছি। তাই ডলার শক্তিশালী হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, এটি বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ায়, কারণ চাহিদা বেশি।' মহামারি মন্দা থেকে অর্থনীতির শক্তিশালী পুনরুদ্ধার বিষয়ে শুক্রবার প্রকাশিত শ্রম বিভাগের মাসিক চাকরির প্রতিবেদনটি অনুরূপ ধারণা দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিসেম্বর মাসের ১ লাখ ৯৯ হাজার কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যানটি প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল, কিন্তু ২০২১ সালের পুরো মাসে গড়ে প্রায় ৫ লাখ ৩৭ হাজার লোক চাকরিতে যোগদান করেছে। লাখ লাখ আমেরিকান কর্মী শ্রমশক্তি থেকে বাদ পড়েছেন মূলত মহামারির ফলে। এর অর্থ হলো বেকারত্বের হার কম হলেও মহামারি শুরুর আগের মাসগুলোর তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও প্রায় ৩.৬ মিলিয়ন কম কর্মী রয়েছে। আরও বিস্ময়কর বিষয় প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সমানভাবে বিভক্ত করে দেখা হয়নি। নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৬.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬.৫ শতাংশ হয়েছে।

সমস্যাটি বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের মধ্যে তীব্র, যারা ৫.৬ শতাংশ বেকারত্বের সম্মুখীন রয়েছে, যা শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হারের দ্বিগুণ। এবছরও মার্কিন অর্থনীতির পুনরুদ্ধার একাধিক ঝুঁকির মুখে পড়বে বলে ধারণা করছেন অনেক বিশেষজ্ঞরা। কারণ মার্কিন নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে কোভিড পরিস্থিতি এখনও আধিপত্য বজায় রেখেছে। তবে অনেকে ধারণা করছেন যে, ওমিক্রনের দ্রুত বিস্তারে এর প্রভাব স্বল্পস্থায়ী হবে।

অর্থনীতিবিদ জো ব্রুসুলাস বলেন, ‘মহামারিটি দেশীয় এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির একক বৃহত্তম সম্ভাব্য বিঘ্নকারী হিসাবে রয়ে গেছে। ওমিক্রনের আরও বড় ঝুঁকি হলো মারাত্মক লক্ষ্মণসহ আরও বেশি ভয়ঙ্কর বিকল্প স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে এটি ভ্যাকসিন এবং বুস্টার শট দেয়ার পরও অনেককে আক্রান্ত করছে।’

২০২২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে বলে মনে করছেন অনেক অর্থনীতিবিদ। যুক্তরাষ্ট্রে জীবনযাত্রার ব্যয় সাম্প্রতিক বছরগুলোর রেকর্ড ছাড়িয়েছে।কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এর লাগাম টেনে ধরতে সুদের হার বাড়াতে পারে বলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আশঙ্কা রয়েছে। সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক না হলে ২০২২ সালের বেশিরভাগ সময়জুড়েই মূল্যস্ফীতি মানুষকে ভোগাবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা।

মার্চে প্রস্তুত হবে অমিক্রনের টিকা: ফাইজার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

করোনাভাইরাসের নতুন ধরন অমিক্রন শনাক্ত হওয়ায় বিশ্বজুড়ে সংক্রমণ ব্যাপক হারে বাড়ছে। নতুন এই ধরন শনাক্ত হওয়ার পর থেকে টিকা তৈরিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো এ নিয়ে কাজ শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ফাইজার ও জার্মানির প্রতিষ্ঠান বায়োএনটেকের পক্ষ থেকে সুখবর এল।

ফাইজারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আলবার্ট বোরলা বলেন, অমিক্রনকে মাথায় রেখে টিকা তৈরির কাজ চলছে। এ টিকা আগামী মার্চে প্রস্তুত হবে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন দেশের সরকারের এ নিয়ে আগ্রহ রয়েছে। ফলে, টিকা তৈরির কাজ চলছে।

যাঁরা এর আগে টিকা নিয়েছেন, তাঁরাও অমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে টিকা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ফাইজার। এ প্রসঙ্গে সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আলবার্ট বোরলা বলেন, টিকা প্রস্তুত হয়ে যাবে আগামী মার্চে। তিনি আরও বলেন, ‘আমি ঠিক জানি না এই টিকা লাগবে কি না। আমি ঠিক জানি না এই টিকা কীভাবে কাজে লাগবে।’

শূকরের অঙ্গ প্রতিস্থাপনে মানুষ বাঁচানোর চেষ্টা

এইচ বি রিতা

ডেভিড বেনেট

প্রথমবারের মতো কোনো এক ব্যক্তির শরীরে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জিনগত রূপান্তরিত একটি শূকরের হৃদ্‌যন্ত্র সফলভাবে প্রতিস্থাপনে করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বাল্টিমোরের ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারে ৭ জানুয়ারি শুক্রবার সাত ঘণ্টার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ডেভিড বেনেট নামক এক ব্যক্তির হৃদ্‌যন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হয়। বেনেটের বেঁচে থাকার অন্য কোনো উপায় নেই এমনটা লিখিত নিয়েই ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসকদের এই চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় অনুমোদন দেয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। এর আগেও গতবছর ২৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দুই ঘণ্টার পদ্ধতিতে একটি শূকরের কিডনি প্রতিস্থাপন করেছিলেন ব্রেইন ডেমেজ একজন মানুষের মধ্যে, যাকে তার পরিবারের সম্মতিতে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ডাক্তাররা একটি বেবুনের হৃদয় দিয়ে একটি শিশুর জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ২১ দিন পর শিশুটি মারা যায়।

ডাক্তাররা কয়েক দশক ধরে মিশ্র সাফল্যের সাথে প্রাণীর অঙ্গগুলো মানুষের শরীরে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন, যাকে বলা হয় জেনোট্রান্সপ্লান্টেশন।

অর্গান প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন নেটওয়ার্ক অনুসারে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯০ হাজারেরও বেশি লোক লিভার এবং কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং গড়ে দৈনিক ১২ জন লোক অর্গান না পেয়ে মারা যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ হার্টের জন্য অপেক্ষা করছে এবং অনেকে সময়মতো হার্ট উপলব্ধ হওয়ার আগেই মারা যান। কিন্তু সেই তুলনায় অঙ্গদানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। গত বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেটওয়ার্ক অনুসারে সমস্ত অঙ্গ বিভাগে মোট ৩১ হাজার ৩৬১ জনের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

জাতিসংঘ উইমেন নির্বাহী বোর্ড

সভাপতি নির্বাচিত হলেন রাবাব ফাতিমা

উত্তর আমেরিকা অফিস

রাবাব ফাতিমা

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ২০২২ সালের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ইউএন উইমেন নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১১ জানুয়ারী মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সংস্থাটির ৫ সদস্য বিশিষ্ট ব্যুরোর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত আর্জেন্টিনা, ইউক্রেন, আইসল্যান্ড এবং সিয়েরালিওনের স্থায়ী প্রতিনিধিগণ।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ইউএন উইমেন নির্বাহী বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করল। নির্বাহী বোর্ড ইউএন উইমেনকে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। জাতিসংঘের এই সংস্থাটি লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত। বোর্ডের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ ইউএন উইমেনের কাজকে আরও বেগবান করতে অবদান রাখার সুযোগ পাবে। উদ্বোধনী বক্তৃতায় রাষ্ট্রদূত ফাতিমা তাঁকে নির্বাচিত করার জন্য বোর্ড-সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। সারা বিশ্বে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ অতিমারির এই সময়ে নারী ও মেয়েরা যে সকল চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা মোকাবিলায় ইউএন উইমেন এর বোর্ড সদস্যগণ বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রতি যে আস্থা রেখেছেন সে জন্যও তাদের ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

ইউএন উইমেন এর নির্বাহী পরিচালক রাষ্ট্রদূত সিমা বাহাউস নব-নির্বাচিত সভাপতিকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, নতুন সভাপতির অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

আর্তমানবতার কাজে প্রবাসী শিক্ষার্থী ফারিন

উত্তর আমেরিকা অফিস

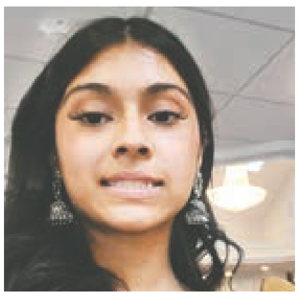
ফারিন মিয়াজী

‘মানুষ মানুষের জন্য’ দেশের প্রকোপ শীতার্ত মানুষের পাশে আর্ত-পীড়িত মানুষের পাশে হাজার হাজার কম্বল নিয়ে শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

গত ৭ জানুয়ারি মতলব উত্তরের জনগণ হঠাৎ দেখতে পায় আকাশে উড়ন্ত হেলিকপ্টার। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে সমগ্র এলাকা।

মতলবের মোহনপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গনে ইসলামী ব্যাংকের সাহার্য্য নিয়ে এই ব্যাংকের পরিচালক এবং নিটওয়ার্ক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সর্বাত্মক সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ফারিন মিয়াজী শীতার্ত স্বদেশীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

নিউইয়র্কে প্রি মেডিকেলে অধ্যায়তনরত ফারিন মিয়াজীর স্বপ্ন ছিল তিনি তাঁর পিতামহের কবর জিয়ারত করবেন। পিতার জন্মস্থান সফর করবেন শীতকালীন ছুটিতে। ফারিন তাঁর পিতামহের কবরে বৃক্ষরোপণ করেন। তিনি তাঁর পরিবারের পক্ষ ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক এবং স্থানীয় প্রশাসনকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

‘মানুষ মানুষের জন্য’ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করছে। ছবি: সংগৃহীত

সবই সম্ভব

উত্তর আমেরিকা অফিস

কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি, ইউএসএ’র জ্যামাইকার কার্যালয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক সাদাকায়ন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। বিশেষ মেডিটেশন ‘ঋণ ও দান’ দিয়ে প্রোগ্রামটি শুরু হয়। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির দায়িত্বশীল মো. রকিবুর রহমান।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় আলোচক ছিলেন শ্রদ্ধেয় গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। আলোচনার বিষয় ছিল : ইনশাল্লাহ সব সম্ভব। আলোচনাটি অডিও স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রচার করা হয়।

আলোচনার শুরুতে গুরুজী বলেন, কোয়ান্টাম ২৯ বছর পেরিয়ে ৩০তম বছরে প্রবেশ করেছে। ৩০তম বছরের প্রবেশলগ্নে পরম করুণাময়ের কাছে আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি আমাদের টানা ২৯ বছর দুর্যোগে-দুর্বিপাকে মানুষের পাশে থাকার সৌভাগ্য দিয়েছেন। সম্প্রীতি কোয়ান্টাম যে সত্যগুলো নির্ভয়ে বলেছে তা হচ্ছে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, প্রয়োজন সতর্কতা।

সর্বশেষ গত দুই বছর করোনা আতঙ্কে যখন সারা পৃথিবী দিশেহারা অবস্থা কোয়ান্টাম নিঃসংকোচে প্রথম দিনই বলেছে যে, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, সতর্কতার প্রয়োজন আছে। মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্বের কোনো প্রয়োজন নেই। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে মানুষে মানুষে সামাজিক নৈকট্য সামাজিক একাত্মতার প্রয়োজন বেশি।

মেডিটেশন, জীবনঘনিষ্ঠ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং আলোচনা দিয়ে সাজানো এই অনুষ্ঠানে অনসাইট এবং অনলাইনে লাইভ স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে আমেরিকার ৭টি স্টেট, কানাডার একাধিক প্রভিন্সসহ মোট ৬টি দেশের অর্ধশতাধিক মানুষ প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। আপনিও ঘরে বসে প্রোগ্রামটিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। অনলাইনে অংশগ্রহণ করতে ভিজিট করুন qms usa.org/sadakayon.

আগামী শনিবার, ১৫ জানুয়ারি সকাল ১০টায় ৮৬-৪৭ ১৬৪ স্ট্রিট, সুইট # বি ই, ফোন: ৫১৬ ৭৬১ ১৬১৪ জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক কোয়ান্টাম লার্নিং সেন্টার হলে সোসাইটির নিয়মিত সাপ্তাহিক সাদাকায়ন অনুষ্ঠিত হবে।

অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাবের সম্মেলন

স্পেনের মাদ্রিদ

জিয়াউল হক জুমন, *স্পেন প্রতিনিধি*

স্পেনের মাদ্রিদে অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত। ছবি : সংগৃহীত

অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ জানুয়ারি স্পেনের নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ বর্ণাঢ্য এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় তিনি প্রবাসী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, সাংবাদিকরা হচ্ছে সমাজের দর্পণ, তাদের অনেক দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে যদি আপনারা সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশন করতে পারেন তাহলেই দেশ, সমাজ এবং রাষ্ট্র উপকৃত হবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ডয়চে ভেলের বাংলার প্রধান খালেদ মুহিউদ্দীন বলেন, এই প্রবাসে যারা সাংবাদিকতা করেন তাদের এই পেশাকে ভালোবাসা উচিত ও অর্ধেক কাজ করবেন, অর্ধেক সাংবাদিকতা করবেন, এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে সফলতা অর্জন করা যাবে না এবং কমিউনিটিকে এগিয়ে আসতে হবে।

আয়েবাপিসির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সেলিম আলমের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব লাবণ্য চৌধুরীর পরিচালনায় উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বকুল খান, ফেরদৌস করিম আখঞ্জী, জাহিদ মোমিন চৌধুরী, সোহেল চৌধুরী, শাওন আহমেদ, হাসান মাহমুদ, নয়ন মামুন, এ এমন সি রোমেল। মাদ্রিদে একটি পাঁচ তারকা হোটেলের বলরুমে আয়োজিত এই দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি স্পেনের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ ও ডয়চে ভেলের বাংলার প্রধান খালেদ মুহিউদ্দীন এসে পৌঁছালে সাংবাদিক নেতারা তাঁদের স্বাগত জানান। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিক নেতারা বক্তব্য রাখেন। পরে সাংবাদিক সংগঠক ও সাংবাদিকতায় সম্মাননা ছাড়াও এই কমিউনিটির জন্য যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে সম্মাননা প্রদান করেন অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাব। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সংগঠনের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এনটিভির আয়ারল্যান্ড প্রতিনিধি জাহিদ মোমিন চৌধুরীকে সভাপতি এবং ডিবিসি ও আইঅন টিভির স্পেন প্রতিনিধি বকুল খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছেন সিনিয়র সহ-সভাপতি একাত্তর টেলিভিশনের ইতালি প্রতিনিধি লাবণ্য চৌধুরী, প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এনটিভি ফ্রান্স প্রতিনিধি নয়ন মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক অস্ট্রিয়ার সোহেল চৌধুরী এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে স্পেনের জিয়াউল হক জুমন নির্বাচিত হন।

শেখ রেহানাকে দায়িত্ব

শেষ পৃষ্ঠার পর

দিতে পারে না। আর আপনি উন্নয়নের কথা বলছেন। অথচ যে কাজ করা যেত ১০-১৫ হাজার কোটি টাকায়, সেটাই ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে করছেন। সর্বত্র অনাচার, দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। এখন সম্ভবত আপনার বোঝার সময় হয়েছে যে, আপনার পদত্যাগ করা উচিত। বরং আপনার বোন শেখ রেহানাকে এসবের সঙ্গে যুক্ত করুন। আপনি শেখ রেহানাকে কোনো কাজই দিচ্ছেন না। অন্তত তাঁকে মানবাধিকার ও ন্যায়পালের দায়িত্ব দিন, তাঁকে শিখতে দিন।'

টিকা কেনায় বাহুল্য ব্যয় হচ্ছে উল্লেখ করে গণস্বাস্থ্যের এই ট্রাস্টি বলেন, 'রাশিয়া টিকার জন্য অফার করেছিল মাত্র সাত ডলারে। সেই টিকা আপনারা কিনেছেন ১৪ ডলার দিয়ে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্লেনের ভাড়া। আবার কত দিয়ে টিকা কিনেছেন সেটা সংসদেও জানান না। আপনারা সংসদকে অপমান করেছেন। আমার মনে হয় আপনি (শেখ হাসিনা) শারীরিকভাবে অসুস্থ, আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। আপনি বিশ্রাম নেন, শেখ রেহানাকে দায়িত্ব দেন। আপনি যদি বঙ্গবন্ধুকে সত্যিকার অর্থেই ধারণ করেন কিংবা সম্মানিত করতে চান তাহলে উচিত হবে যত দ্রুত সম্ভব একটি জাতীয় সরকার গঠন করা। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে যে অনাচারগুলো হচ্ছে সেগুলো পরিবর্তন করা। জাতীয় সরকার ছাড়া এখানে কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না।'

বিএনপির সমালোচনা করে প্রবীণ এই রাজনৈতিক বলেন, 'গত দুই দিন ধরে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বলতে শুনেছি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মাধ্যমে বিরোধী দল দমন করছে বর্তমান সরকার। কিন্তু তাদের একটা নেতাকেও বলতে শুনলাম না তাঁরা ক্ষমতায় গেলে এই আইন বাতিল করবেন। কেবল হাসিনা খারাপ, শুধু তাঁর বিরোধিতা করে লাভ নেই। আপনারা ক্ষমতায় গেলে কী কী পরিবর্তন করবেন সেটার ঘোষণা দেন। আপনারা একাই কিছু করতে পারবেন না। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নামুন। আপনাদের চরম ব্যর্থতা খালেদা জিয়ার প্রতি অন্যায় হচ্ছে সেটার জন্য এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারলেন না।'

> জাফরুল্লাহ রাষ্ট্রপতির সমালোচনা করে বলেন, 'যে অনাচার, অন্যায় ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে দেশ। এর দায়ভার রাষ্ট্রপতিকেও নিতে হবে। কারণ, রাষ্ট্রপতির ঘাড়ে বন্দুক রেখে ফায়ার করছেন শেখ হাসিনা। বিচার শুধু শেখ হাসিনার হবে না, রাষ্ট্রপতিরও হবে।

বক্তব্যে রাষ্ট্রপতিরও সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'যে অনাচার, অন্যায় ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে দেশ। এর দায়ভার রাষ্ট্রপতিকেও নিতে হবে। কারণ, রাষ্ট্রপতির ঘাড়ে বন্দুক রেখে ফায়ার করছেন শেখ হাসিনা। বিচার শুধু শেখ হাসিনার হবে না, রাষ্ট্রপতিরও হবে।'

নতুন নির্দেশনা মেনে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমরা স্কুলের শিক্ষার্থীদেরও টিকা দেওয়া শুরু করেছি। টিকা নিলে অন্তত জীবনে বেঁচে থাকা যায়। এটাই হলো বাস্তব।'

এদিকে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে বাংলাদেশে দেশে ৬০ বছরের বেশি ও করোনায় সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের দেয়া হচ্ছে তৃতীয় ডোজের (বুস্টার) টিকা। শুরু থেকে এই পর্যন্ত বুস্টার ডোজে ফাইজার দেয়া হলেও এখন সেটি পরিবর্তন করে মডার্নার টিকা দেয়া হবে।

১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতরের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সচিব ডা. শামসুল হক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রমে দেশের সব পর্যায়ে ভ্যাকসিন প্রাপ্তি সাপেক্ষে তৃতীয় ডোজ/বুস্টার ডোজ হিসেবে ফাইজারের পরিবর্তে মডার্না কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

এক্ষেত্রে ফাইজার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন শুধুমাত্র স্কুল ও কলেজগামী শিক্ষার্থীদের (১২-১৭ পূর্ণ বছর বয়সী) উভয় ডোজ এবং যারা প্রথম ডোজ হিসেবে ফাইজার ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য দ্বিতীয় ডোজ সংরক্ষণের বিষয়ে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মহাবিপন্ন লেকুয়া গর্জন

শেষ পৃষ্ঠার পর

তবে তুলনামূলকভাবে চট্টগ্রাম থেকে বৃহত্তর সিলেটেই গিয়েছি বেশি। কারণ, উদ্ভিদবৈচিত্র্যে এই অঞ্চল অন্যতম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

এটা শুধু আমার একার কথা নয়, ব্রিটিশ ভারতের অরণ্যতরু সন্ধানী জে ডি হুকারও খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের উদ্ভিদ জরিপ প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন। দ্য হিমালয়ান জার্নাল গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'খাসিয়া পাহাড়ের গাছগাছালির বিস্তারিত বিবরণ লেখার অবকাশ এখানে নেই, কেননা এগুলোর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এতই অধিক যে কেবল ভারত কেন, সম্ভবত গোটা এশিয়ায়ও এমন দ্বিতীয়টি আর নেই।' তাঁর এই কথার প্রমাণ অনেকবারই হাতে হাতে পেয়েছি। কিছুদিন আগে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায় নিউইয়র্কপ্রবাসী সাংবাদিক ইব্রাহিম চৌধুরীর বাড়ি লাগোয়া একটি গ্রামে গিয়ে আবারও উপলব্ধি করি, হুকার যথার্থই বলেছিলেন।

গোলাপগঞ্জের এদিকটায় অনুচ্চ টিলাগুলোর ওপর সুন্দর ছিমছাম বাড়ি। চারপাশ বুনো গাছগাছড়ায় ঠাসা। বসতিও খুব বেশি নেই। অভ্যাসবশত ঘুরে ঘুরে গাছগুলো দেখছি। হঠাৎ একটি লাল রঙের ফুলে চোখ আটকে গেল। এ তো পালাম ফুল! মনে পড়ল অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা ঢাকায় দুটো পালাম গাছ লাগিয়েছিলেন। যার একটি ঢাকায় রমনা পার্ক নার্সারি ও অন্যটি শিশু একাডেমির বাগানে দেখা যায়। পালামের পাশেই পাওয়া গেল ফলভর্তি লটকন (ভুবি) আর ডেফলগাছ।

পালাম ফুলের ছবি তুলে সরু পথ ধরে আরেকটি টিলা পাশ কাটাতেই চোখে পড়ল ব্যতিক্রমী একটি অচেনা ফুল। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো লতানো গাছের ফুল। ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখি এটি আসলে একটি বৃক্ষ। ডালপালার ভেতর ক্যামেরার লেন্স গলিয়ে কয়েকটি ছবি তুলে রাখলাম।

ঢাকায় ফিরে ফুলটির সঠিক পরিচয় জানতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়ামের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সরদার নাসির উদ্দিনের শরণাপন্ন হলাম। তিনি জানালেন, এটি সুতাগোলা বা লেকুয়া গর্জন। স্থানীয়ভাবে লাইসা গর্জন নামেও পরিচিত। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, গাছটি মহাবিপন্ন! হাতে গোনা যায় এমন কটি গাছই কেবল আছে আমাদের বনে। আশ্চর্য হই, লোকালয়ের এই অগভীর বনে এমন একটি মহাবিপন্ন বৃক্ষ বেঁচে আছে? জানি না, গাছটি আর কত দিন সেখানে সুরক্ষিত থাকবে!

চিরসবুজ লেকুয়া গর্জন সাধারণত ১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। বাকল ফ্যাকাশে ধূসর ও মসৃণ। ডাল হালকা গড়নের, পাতার ডাঁটা প্রায় ২ সেন্টিমিটার লম্বা। পাতা উপবৃত্তাকার থেকে লেন্স আকৃতির, সাধারণত ১০ থেকে ২৩ সেন্টিমিটার লম্বা। সুগন্ধি ফুলগুলো ১২ সেন্টিমিটার দীর্ঘ, পাপড়ি দেখতে চাবুকের মতো, দেড় থেকে ২ সেন্টিমিটার দীর্ঘ এবং ২ মিলিমিটার দীর্ঘ কুঁড়িতে উন্মুক্ত অংশগুলো মখমল-রোমশ। পুংকেশরের সংখ্যা ১৫, আয়তাকার। ফল গোলাকার, নাট-আকৃতির, দেড় থেকে আড়াই সেন্টিমিটার চওড়া, শীর্ষ দীর্ঘাগ্র ও মখমলসদৃশ।

এ গাছের কাঠ প্রধানত নির্মাণকাজ, তক্তা ও ঘরের খুঁটি তৈরিতে ব্যবহার্য। কাঠে সূক্ষ্ম বুনন থাকায় কাপড় বোনার মাকু, সুতা রাখার ববিন এবং গণিত শাস্ত্রের যন্ত্রাদি তৈরিতে বহুল ব্যবহৃত। রেলপথের স্লিপার হিসেবেও এই কাঠ বেশি ব্যবহার করা হতো। তা ছাড়া এ গাছের বাকল ও কাঠ থেকে প্রাপ্ত রেজিন ধূপ হিসেবে ব্যবহার করে তামাকপাতার সুগন্ধি করা হয়। এই তামাকপাতা পানের সঙ্গে চিবানো হয়। ফুল ও ফলের মৌসুম মে থেকে আগস্ট। লেকুয়া গর্জনের (Vatica lanceaefolia) সারকাঠ হলুদাভ বাদামি রঙের ও বিশেষ ধরনের গন্ধযুক্ত। বীজের সাহায্যে বংশ বিস্তার হয়। রেকর্ড অনুযায়ী এই গাছ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চিরহরিৎ অরণ্যে জন্মে। কিন্তু ওই গাছ সিলেটেই প্রাকৃতিক আবাসে পাওয়া গেল।

মোকারম হোসেন, প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক লেখক

নামাজের গুরুত্ব

শেষ পৃষ্ঠার পর

সূর্যোদয়ের পূর্বে এই শব্দ দ্বারা ফজরের নামাজ, দিনের প্রান্ত সমুহে এই শব্দ দ্বারা জোহরের নামাজ, সূর্যাস্তের পূর্বে এই শব্দ দ্বারা আসরের নামাজ, রাত্রির মধ্যখানে এই শব্দ দ্বারা মাগরিব ও এশার নামাজকে বোঝানো হয়েছে।

আমাদের দেশে সালাত ইবাদতটি নামাজ হিসেবে পরিচিত। নামাজ শব্দটি হল ফার্সি, যাকে আরবীতে বলা হয় সালাত। সালাত শব্দটি স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা : আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে সালাত এর অর্থ হবে দয়া ও অনুগ্রহ। বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে এর অর্থ হবে প্রার্থনা। তেমনিভাবে ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে দরুদ পড়া। পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবিহ পড়া। পারিভাষিক অর্থে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্ধারিত ইবাদত আদায়ের নাম সালাত।

নামাজের গুরুত্ব: ঈমানের পরে নামাজের স্থান। নামাজই এমন এক এবাদত যা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলমানের ওপর সর্বদা সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরজ। নামাজের গুরুত্ব এতই বেশি যার কারণে পবিত্র কোরআনের ৮২ স্থানে বিভিন্ন ভাবে নামাজের আবশ্যকীয়তা বুঝানো হয়েছে। নামাজের ফরজ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকারকারী কাফের। নামাজ অস্বীকার করলে সে ব্যক্তির আর নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়ার কোনো অধিকার থাকে না।

নামাজের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন: অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজীর, যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর (সূরা মাউন ৩ ও ৫ নং আয়াত)। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, নিঃসন্দেহে নামাজ যথেষ্ট কঠিন কাজ, তবে যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি আছে তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়. (সূরা বাকারা ৪৫)।

রাসুল (সা.)-এর বাণীতেও নামাজের গুরুত্বের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, 'তোমাদের ছেলেমেয়েদের বয়স ৭ বছর হলে নামাজ পড়তে আদেশ কর এবং ১০ বছরে (নামাজ না পড়লে) প্রহার কর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও' (তিরমিজি, আবু দাউদ)।

সফরের সময় বা অসুস্থ অবস্থায় রোজা ফরজ নয় তেমনিভাবে গরীব হলে হজ আদায় করতে হয় না, নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলে যাকাত ফরজ নয়, কিন্তু সর্বাবস্থায় নামাজ ফরজ। কোনো অবস্থাতেই নামাজ মাফ হয় না। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো, যদি না পারো তবে বসে পড়ো। তাতেও অপারগ হলে শুয়ে বা ইশারায় পড়ো তবুও নামাজে মাফ নেই। (বুখারী)।

ইসলামের দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো নামাজ। ঈমানের পরেই নামাজের স্থান। নামাজ সকল ইবাদতের সেরা হবার অনেক কারণ রয়েছে এর মধ্যে ইসলামের অন্যান্য ইবাদত যেমন রোজা, হজ যাকাত ইত্যাদি ওহীর মাধ্যমে ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু নামাজ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা. কে নিজের কাছে ডেকে এনে সোপর্দ করেছেন। এজন্যই নামাজের গুরুত্ব অন্য সকল ইবাদতের চাইতে বেশি। সুতরাং আমাদের সকলের উচিৎ আল্লাহ তা'লার নির্দেশিত নামাজ কায়েম করা। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মনোযোগ সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার তৈফিক দান করুন। আমিন।

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি :সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

বৃদ্ধাশ্রমে সাহায্যের আবেদন

ঢাকার উত্তরখান আপন নিবাস বৃদ্ধাশ্রম। বর্তমানে ৮৮ জন কুড়িয়ে পাওয়া মা আছেন।তারা মোটামুটি মানসিকভাবে অসুস্থ।আপনারা সহযোগিতা করে এই ভালো কাজের শরীক হতে পারেন। যোগাযোগ: শেলিনা ইসলাম, ফোন: ০১১-৮৮-০১৮১৬৭৭৯১৬৩ বিকাশ: ০১৮১৬৭৭৯১৬৩

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫''৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোবার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলক্রস্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সস্তায় ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে এক বেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS FOR RENT

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।

Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম আসিফ চৌধুরী
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ডিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)

যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com

EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু,
সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING

GRADE 4 - 12

MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS

➜ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...

FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :

TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া ষ্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

Basement for rent

2 bedroom 1bathroom for rent in 155 street & Sutphin Blvd. Rent $1250. Including wifi & bills.Next to Titash Grocery. No negotiation please. Contact: 929-261-2110

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

House for rent

1 Bedroom apartment in east Elmhurst 100th street & 25th Ave next to La-Guardia Airport. Phone: 9177457249

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলিজের ৯১ এভিনিউ এবং ২১৬ স্ট্রীটে ২ বেডরুম ও লিভিং একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-868-9679

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel:202-386-5401

Help wanted

Salon/SPA workers $900-$1200 weekly Ayodhay Salon 37-43 76th St, Jackson Heights. 718-433-9616. www.ayodhany.com

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৮৮৯–৯০১৩**

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

গ্রোসারী বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় ষ্টারলিং এভিনিউ ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক এর একটি গ্রোসারী ষ্টোর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৮-২৩০০ (৩.০০-৫.০০)

ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

ব্র্যান্ড নিউ হাইব্রিড RAV4 এর জন্য ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারের প্রয়োজন.আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন(917)602-8876

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্ত্বয়
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

আরবেরি হত্যায় তিনজনের যাবজ্জীবন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আফ্রিকান আমেরিকান আহমদ আরবেরিকে হত্যার দায়ে তিন শ্বেতাঙ্গকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। দেশজুড়ে ক্রমবর্ধমান বর্ণবাদ নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে ৭ জানুয়ারি এ রায় দেন জর্জিয়ার একটি আদালত।

সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন ট্রাভিস ম্যাকমাইকেল (৩৫), তাঁর বাবা গ্রেগরি ম্যাকমাইকেল (৬৬) ও তাঁদের প্রতিবেশী উইলিয়াম ব্রায়ান (৫২)। তাঁদের মধ্যে ট্রাভিস ও গ্রেগরি প্যারোলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন বলে জানিয়েছেন আদালত।

হত্যার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকা ও তদন্তকারীদের সহায়তা করার জন্য ব্রায়ান চাইলে প্যারোল পাবেন। জর্জিয়া রাজ্যের ব্রান্সউইকে ২০২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ট্রাভিস ও তাঁর বাবা নিজ বাড়ি থেকে কয়েক মিনিট দূরের সড়কে গুলি করে হত্যা করে ২৫ বছর বয়সী আহমদ আরবেরিকে। এ সময় জগিং করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন আহমদ আরবেরি। উইলিয়াম ব্রায়ান এ ঘটনা ভিডিও করেন। পরে সেটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। গত নভেম্বরে ওই তিন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। রায় ঘোষণার সময় জর্জিয়া সুপিরিয়র কোর্টের বিচারক টিমোথি ওয়ালসলে বলেন, ‘এটা ভিন্ন মাত্রার একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। তরুণ আহমদ আরবেরি দৌড়ানোর জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে হত্যার শিকার হয়েছেন। অভিযুক্তরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।’

আহমদ আরবেরি হত্যার প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড। ছবি: সংগৃহীত

আদালতে রায় ঘোষণার আগে আহমদ আরবেরির মা ওয়ান্ডা কুপার-জোনস সাংবাদিকদের বলেন, ‘এটা ভুল নয়, বরং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। অভিযুক্তরা বর্ণের পার্থক্যের জন্য তাদের সমাজে আমার ছেলেকে দেখতে চায়নি। তাই তাদের কঠোর সাজা প্রাপ্য।’ কৃষ্ণাঙ্গ আহমদ আরবেরিকে হত্যার ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়, যা বিক্ষোভে রূপ নেয় মে মাসে।

ইসরায়েলি অভিযানে আমেরিকান নাগরিক নিহতের অভিযোগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অভিযানে হাতকড়া পরা অবস্থায় ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিকের মরদেহ পাওয়া গেছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং ওই ব্যক্তির স্বজনেরা মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে এজন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছেন। অপরদিকে এই ঘটনায় ইসরায়েলের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। খবর রয়টার্সের।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, বুধবার তারা জিলজিলিয়া গ্রামে রাতভর অভিযান চালায়। এ সময় তাদের একটি চেকপোস্টে তল্লাশির সময় প্রতিরোধ করলে ওমর আবদেল মজিদ আসাদ নামের এক ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপরে সৈন্যরা যখন ওই ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয় তখন তিনি বেঁচে ছিলেন।।

এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, মিলিটারি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ ঘটনাটি পর্যালোচনা করছে। তদন্ত শেষে ফলাফলগুলো সামরিক জেনারেল অ্যাডভোকেটের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ওমর আবদেল মজিদ আসাদের ভাই বলেছেন, তার ভাই যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনের বাসিন্দা ছিলেন।

বাসা ভাড়া

৩২-৩০ ৮৪ স্ট্রীট ইস্ট এলমহাস্টে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: ৬৪৬-৪০৬-৯৭৬৫

Apartment for rent

Bronx 3BR/1 Bath Private house 3rd Fl.Near 2 train-Burke ave Buses BX-8,26,28,30,38,39,41& BXM11. Call Kibria (917-335-1097)

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাস্ট ৯৯ স্ট্রীট এস্টোরিয়া বুলেভার্ড এর সন্নিকটে নিরিবিলি পরিবেশে দুই রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-361-7815, 347-704-0968

বেসমেন্ট ভাড়া

৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজ বেসমেন্ট দুই বেডরুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৩৬-০২৬৮

রেস্টুরেন্ট বিক্রয়

রেডি অবস্থায় ব্রুকলীনে একটি রেস্টুরেন্ট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৩-৫৮০০

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সাংবাদিক নুরুল ইসলাম আর নেই

বিশেষ প্রতিনিধি

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য এবং প্রবাসীর কথা বইয়ের লেখক, বাংলা একাডেমির ফেলো, সাংবাদিক ও গবেষক নুরুল ইসলাম আর নেই। লন্ডনের একটি হাসপাতালে ১১ জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজেউন)। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, নাতি-নাতনি, আত্নীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। নুরুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে নানা রোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। গত ২৭ ডিসেম্বর থেকে নুরুল ইসলাম চিকিৎসকদের নিবিড় পরিচর্যায় ছিলেন। সিলেটসদর উপজেলার হাদারখোলা গ্রামের মরহুম হাজী মুবশ্বির আলী এবং শিক্ষিকা মরহুম নুরুন্নেছা চৌধুরীর বড় ছেলে নুরুল ইসলামের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের ইতিহাস বিস্ময়ের। দেশের জাতীয় ইস্যু রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, প্রবাসীকল্যাণসহ নানা ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও যুক্তরাজ্যে বাঙালি কমিনিউটির বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজে নুরুল ইসলামের অবদান ছিল। তিনি যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি, যা পূর্বে পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নামে ছিল ও পাকিস্তান ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন, যা বর্তমানে বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন নামে পরিচিত। এছাড়া তিনি সিলেটে ওভারসিজ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও সিনিয়র কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। ন্যাশনাল ফেডারেশন অব পাকিস্তান এসোসিয়েশন ইন ইউকের ফাউন্ডার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। এছাড়া তিনি ব্রিটেন ও বাংলাদেশের আরও বহু সংগঠনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে সেক্টর ৪ এ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং যুগোস্লাভিয়া সফর করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সমর্থন বাড়াতে। ১৯৭১ সালে দেওয়ান ফরিদ গাজীর একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি প্রশাসনিক সচিব ছিলেন। ২০১২ সালে তাঁকে তাঁর বই প্রবাসীর কথা লেখক হিসাবে সসম্মানে বাংলা একাডেমির ফেলোশিপ দেয়া হয়। গবেষণা গ্রন্থ প্রবাসীর কথা’র অসামান্য অবদান রয়েছে বিশ্ব অভিবাসনের ক্ষেত্রে। ২০১৩ সালে অভিবাসনের ওপর তাঁর দ্বিতীয় গবেষণা বই Sojourners to Settelers: The Tales of Immigrants সম্পন্ন করেছেন। বইটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

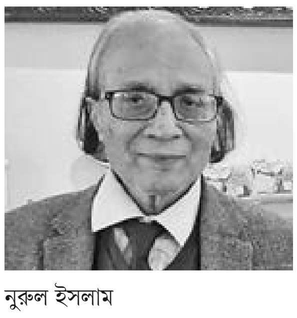
নুরুল ইসলাম

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরেড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মুল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

নিউইয়র্কে চট্টগ্রাম কমার্শিয়াল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কবির চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে চট্টগ্রাম সিটি কমার্শিয়াল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবীণ বাংলাদেশি আলহাজ কবির চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটি, বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটি, চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটিসহ দেশ ও প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠন।

কবির চৌধুরী ৯ জানুয়ারি রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা কুইন্স হসপিটালে ইন্তেকলে করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজেউন)। পরদিন সোমবার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জানাজায় সবার কাছে দোয়া চান মরহুমের ছোটছেলে জ্যামাইকা হিলসাইড একাউটিংয়ের মালিক আয়কর উপদেষ্টা মোহাম্মদ শফি চৌধুরী। মঙ্গলবার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালে দ্বিতীয় জানাজা শেষে স্ত্রীর কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। কবির চৌধুরী ৪ ছেলে, ১ মেয়ে ও বহু স্বজন রেখে গেছেন। চট্টগ্রামের উত্তর নালাপাড়া চৌধুরী ম্যানশন ও ও করিম ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী এবং চট্টগ্রাম সিটি কমার্শিয়াল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম কবির চৌধুরীর বড় ছেলে ডক্টর রেজা চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্র গ্রীন হার্ট মেডিকেল ইউনিভার্সিটির সাবেক চ্যান্সেলর, মেজো ছেলে শফিউল আজম চৌধুরী নিউইয়র্কে আয়কর উপদেষ্টা, সেজো ছেলে সেলিম চৌধুরী, জ্যামাইকা হাসপাতালের Lead Respiratory Therapist ও ছোট ছেলে Framingham State University Police-এর ম্যানেজার কাসেম চৌধুরী এবং একমাত্র মেয়ে সুলতানা রিজিয়া চৌধুরী (বেবী)। মরহুমের এক সন্তান মোহাম্মদ হাশেম চৌধুরী ৩০ বছর আগে নিখোঁজ হন, যার এখনও কোনো হাদিস মেলেনি।

আহম্মদ কবির চৌধুরীর মৃত্যুতে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারপার্সন এডভোকেট এলিনা খান, পরিচালক (অর্গানাইজেশন) গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারপ্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি ৮০-৯০ দশকে কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে হাতেকলমে প্রশিক্ষণের জন্য নিজ এলাকায় সিটি কমার্শিয়াল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

কবির চৌধুরী

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্নীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু ‘রাস্তা’ খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

তীব্র ক্ষুধায় ভুগছেন আফগানিস্তানের ৫৫ শতাংশ মানুষ। রয়টার্স

আফগানিস্তানকে ৩০ কোটি ডলারের মানবিক সহায়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আফগানিস্তানকে অতিরিক্ত ৩০ কোটি ৮ লাখ ডলারের মানবিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বাইডেন প্রশাসন। তালেবান ক্ষমতায় আসার পর সব মিলিয়ে আফগান উদ্বাস্তুদের জন্য প্রায় ৭৮ কোটি ৮২ লাখ ডলারের মানবিক সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এমনটি জানানো হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, আফগানিস্তানকে আরও ১০ লাখ ডোজ করোনার টিকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন।

হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এরই মধ্যে আফগানিস্তানে ৩৩ লাখ ডোজ টিকা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো সহায়তাগুলো মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পাঠানো হবে। এই অর্থ দিয়ে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় প্রকল্প, খাদ্য, পানি ও স্বাস্থ্য সেবায় খরচ করা হবে বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রশাসন।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আফগানিস্তানে ২ কোটি ৩০ লাখ মানুষ তীব্র ক্ষুধায় ভুগছে। প্রায় ৯০ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে আছে।

গত আগস্টে তালেবান ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকে আফগানিস্তানে অর্থনৈতিক সংকট আরও তীব্র হয়েছে।

কুইন্সের বয়স্কজনদের জন্য আর্থিক সহযোগিতা

জাহিদা আলম

বোরো প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ধনবান। ছবি: অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বয়স্কজনদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য কুইন্সের বোরো প্রেসিডেন্ট অফিস থেকে নগদ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ১০ জানুয়ারি বোরো প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ধনবান জানান, কুইন্সে বসবাসরত বয়স্কজনদের জন্য নানা সেবা খাতে তিন লাখ ২৫ হাজার ডলার বিতরণ করা হবে তাঁর অফিস থেকে।

বোরো প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে জানানো হয়, নিউইয়র্ক নগরের শুধু কুইন্সেই তিন লাখের বেশি বয়স্ক লোকজন বসবাসের করে থাকেন। এসব বয়স্ক লোকের উল্লেখযোগ্য অংশ মহামারির সময়ে আরও নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। অনেকে বয়স্ক লোকই পরিবার ছাড়া বসবাস করেন। অনেকেই বয়স্কজনতি নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই। এসব বয়স্ক লোকের জন্য নানা সহযোগিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা থাকার পরও চাহিদা অনুযায়ী সর্বত্র পৌঁছানোর সমস্যা দেখা দিয়েছে মহামারির চলমান সময়ে। বোরো প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে দেয়া অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে সিনিয়র সেন্টার, রিহ্যাব সেন্টার, হোম কেয়ার, খাবার সরবরাহসহ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে কুইন্সে বসবাসরত বয়স্কজনদের কাছে পৌঁছানো হবে। কুইন্সের মতো নিউইয়র্ক নগরের অন্যান্য বরোতেও এমন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে স্ব স্ব বোরো প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে।

কুইন্সের বোরো প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই রিচার্ড ধনবান এলাকার বয়স্কজনদের জন্য নগর ও রাজ্য প্রশাসনের তহবিল থেকে বরাদ্দ বেশি সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। নিউইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ এজিং গত বছরের বাজেট প্রস্তাবনায় বেশ কিছু তহবিল সংকুচিত করার ফলে বয়স্কজনদের জন্য নানা কর্মসূচি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল।

বোরো প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ধনবান বলেন, বয়স্কজনেরা এমনিতেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী। তাঁদের জন্য সহযোগিতা অবারিত রাখার জন্য তাঁর প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এরইমধ্যে নানা সেবা সংস্থা, সিনিয়র সেন্টার এবং নন প্রফিট সংগঠনের মাধ্যমে বয়স্কজনদের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

টিকা না দেওয়ায় পিতা-পুত্রের সাক্ষাতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

টিকা না দেওয়ায় পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের অধিকার হারালেন বাবা। কানাডার কুইবেকের একটি আদালত এমন রায় দিয়েছেন। বার্তা সংস্থা এএফপির একটি প্রতিবেদনে এমনটি বলা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, খবরটি ২৩ ডিসেম্বর কানাডার কিউবেকের সংবাদমাধ্যম লে ডেভোয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

লে ডেভোয়ারের প্রতিবেদনে বলা হয়, টিকা না দেওয়ায় ১২ বছর বয়সী ছেলের সঙ্গে দেখা করার অধিকার ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করেছেন আদালত।

রায় প্রদানের সময় বিচারক বলেন, যদি টিকা দেওয়া না হয় ও বর্তমান মহামারি প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয় তবে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করা সন্তানের জন্য ভালো হবে না।

ওই বাবা ছুটির দিনে সন্তানের সঙ্গে বরাদ্দকৃত সাক্ষাতের সময় বাড়ানোর আবেদন করার পরই তাঁর ভ্যাকসিন না নেওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। এ নিয়ে বিরোধিতা শুরু করেন ওই সন্তানের মা। তিনি আদালতে বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন ওই সন্তানের বাবা টিকা বিরোধী।

পরে আদালতেও প্রমাণিত হয় যে, ওই ব্যক্তি টিকা নেননি।

লে ডেভোয়ার জানায়, ওই সন্তানের মা তাঁর বর্তমান সঙ্গীকে নিয়ে আলাদা থাকেন। তাঁর সাত ও চার বছরের আরও দুজন সন্তান রয়েছে। রায়ে বিচারক বলেন, করোনার সংক্রমণ বাড়ায় ১২ বছর বয়সী সন্তানের সঙ্গে তাঁর বাবা দেখা করা ওই নারীর বাকি সন্তানদের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

পোস্টারে 'প্রবাসী আমি'

প্রবাসী বাঙালিদের মনে দোলা দিয়েছে 'প্রবাসী আমি'

রফিকুল হাসান চৌধুরী

সেইজ মাল্টিমিডিয়া প্রবাসী আমি মিউজিক ভিডিওটি করে বাঙালি প্রবাসীদের মনে দোলা দিতে সক্ষম হয়েছে। দেশছাড়া লোকজনকে ভাবালুতায় ফেলা এ মিউজিক ভিডিও নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীসহ অন্যদেরও আলোচনা করতে দেখা গেছে। দর্শকদের অনুরোধে এর আগে একই মাল্টিমিডিয়া সোনার ময়না পাখি নামে একটি মিউজিক ভিডিও করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ইউটিউব, ফেসবুকসহ ভার্চুয়াল জগতে সৃষ্টি করেছিল তোলপাড়। অল্পদিনেই গানটির ভিউয়ার্স প্রায় আড়াই কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই আরও একটি মিউজিক ভিডিও নিয়ে আসার জন্য প্রবাসী আর দেশের মানুষের চাপ বাড়ছিল সেইজ মাল্টিমিডিয়ার ওপর।

প্রবাসীদের প্রত্যাশা পূরণে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সেইজ মাল্টিমিডিয়া আরও শক্তিশালী নতুন চমক হিসেবে প্রবাসীদের সামনে উপস্থাপন করল প্রবাসী আমি শিরোনামে মিউজিক ভিডিওটি। গানের কথা, সুর ও সঙ্গীত সবই করেছেন চ্যানেল আই সেরা পারফর্মেন্স হিসেবে পরিচিত শাকিল মাহমুদ। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা রয়েছেন অপূর্ব আমিন। এই মিউজিক ভিডিওটি পর্দায় রূপদান করেছেন মোসফিকুর শুভ, শিখা মৌ, বৈদ্য নাথ সাহা, খায়রুল আলম, নূপুর, শিপু, নিশা অনন্যা চৌধুরী। গানটির প্রধান চরিত্রের অভিনেতা মোসফিকুর শুভ মিডিয়াকে জানান, এমন মানসম্মত কাজে অভিনয় করতে পারায় আমি সত্যি আনন্দিত।

অপূর্ব আমিন জানান, দর্শকেরা প্রবাসী আমি এই মিউজিক ভিডিও গানের মাঝে বাস্তবতার এক উজ্জ্বল চেহারা দেখতে পারছেন। জনপ্রিয় সেইজ মাল্টিমিডিয়ার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রবাসী আমি ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে।

উদীচী সম্মেলন

সুব্রত সভাপতি, আলীম সম্পাদক

উত্তর আমেরিকা অফিস

সুব্রত বিশ্বাস

আলীম উদ্দিন

গণসাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচীর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ রয়েছে। রাজনৈতিক দল না হলেও প্রগতিশীল রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে রাজনীতির পরিপূরক হিসেবে উদীচীর প্রতিষ্ঠা। সেই চিন্তা-চেতনার লক্ষ্য থেকেই দেশে-বিদেশে আমরা উদীচীর কর্মী ভাই-বোনেরা সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ করে চলেছি। যুক্তরাষ্ট্র উদীচী সেই কর্মযজ্ঞেরই অংশ।

৯ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর ভার্চুয়াল সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন। সম্মেলন শেষে বিজ্ঞপ্ততে বলা হয়, দীর্ঘদিন থেকে যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর অভ্যন্তরে সাংগঠনিক অচলাবস্থা চলে আসছিল। অচলাবস্থা নিরসনে কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ ব্যর্থ হলে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কার্যকলাপ, অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড স্থবিরতাসহ আটটি অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১০ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর কার্যকরী কমিটি বাতিল করে দেয়া হয়। একইসাথে ছয়মাসের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি গঠনের জন্য ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। করোনার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় প্রকাশ্যে জনসমাবেশ করে সম্মেলন করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের নেতাকর্মীদের অনেকেই আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সম্মেলনে অংশগ্রহণ অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। অন্যদিকে করোনার বিধিনিষেধের কারণে দেশ থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আসার ব্যাপারও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়েছে। ৯ জানুয়ারি রোববার সকালে কেন্দ্রীয় উদীচীর সাধারণ সম্পাদক জমশেদ আনোয়ার তপন, সাংগঠনিক সম্পাদক কংকন নাগ, সহসভাপতি ডা. রফিকুল হাসান জিন্নাহ, ফ্রান্স উদীচীর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য কিরণময় মণ্ডল এবং কেন্দ্রীয় সদস্য আজিজুল মালিক ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে সম্মেলনে অংশ নেন।

উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। কাউন্সিল অধিবেশন, বিষয় নির্বাচনী কমিটি এবং কমিটি গঠনে গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদিক জমশেদ আনোয়ার তপন। জর্জিয়া, জ্যামাইকা ও ব্রঙ্কস শাখার প্রতিনিধি ও কিছু স্টেটের সম্ভাব্য কয়েকজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তির সমন্বয়ে আগামী দু'বছরের জন্য সুব্রত বিশ্বাসকে সভাপতি ও আলীম উদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট উদীচী যুক্তারাষ্ট্র কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। কমিটিকে শপথ পাঠ করান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জমশেদ আনোয়ার তপন। উদীচীর আদর্শ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, দায়িত্ব ও কর্মসূচী নিয়ে বক্তভ্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কংকন নাগ, সহ-সভাপতি ডা. রফিকুল হাসান জিন্নাহ, কিরনময় মণ্ডল ও আজিজুল মালিক। সভা সঞ্চালনা করেন সুলেখা পাল ও ইলা চন্দ। সহযোগিতা করেন আলীম উদ্দিন। সম্মেলনের পর দুপুর আড়াইটায় জ্যাকসন হাইটসের ঢাকা গার্ডেনে স্থানীয় সাংবাদিকদের উদ্দেশে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর কমিটি গঠন সম্পর্কে ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে তুলে ধরেন। এছাড়া পূর্বতন কমিটি বাতিল সম্পর্কে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। তখন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর কমিটিতে রয়েছেন সভাপতি সুব্রত বিশ্বাস, সহ-সভাপতি কাশেম আলী, শরাফ সরকার, বিশ্বনাথ চৌধুরী বিষু, আব্দুল্লাহ চৌধুরী, ডা. আবুল খান সামাদ, সৈয়দ রেজাউল করিম, সাধারণ সম্পাদক আলীম উদ্দীন, সহ-সাধারণ সম্পাদক লিলি মজুমদার, কল্লোল দাশ, কোষাধ্যক্ষ সুলেখা পাল, সদস্য সৈয়দ উতবা, ক্লারা রোজারিও, আশীষ রায়, গোলাম মর্তুজা, বাবুল আচার্য, আব্দুল হাফিজ চৌধুরী, ইলা চন্দ, সাগর রায়, জাকির হোসনে বাচ্চু, মুর্শেদুল হাকিম শুভ্র, মোতাহার শফিয়াত রুবেল, মিলটন বড়ুয়া, ডা. মানস দাস, সালেহ আহমেদ মনিয়া, সাব্বির আহমদ, ডা. রফিকুল ইসলাম, সনতুষ বড়ুয়া, গোলাম মস্তফা, সুমন দে, হিরো চৌধুরী ও খুরশেদুল ইসলাম।

চীন-মার্কিন বিভক্তি আরও দৃশ্যমান হচ্ছে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গত শতকের চল্লিশের দশক থেকে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন শিবিরে বিরাজমান স্নায়ুযুদ্ধের নতুন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে এবার নেতৃত্ব বদলে যাচ্ছে। রাশিয়ার জায়গায় নেতৃত্বে আসছে চীন। তাই সংগত কারণে ইউরোপের বদলে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে পূর্ব এশিয়া, গত স্নায়ুযুদ্ধে যা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

হংকংভিত্তিক সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের বিশ্লেষক মিংচিং পে লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র-চীনের মধ্যে বিকাশমান নতুন স্নায়ুযুদ্ধে বিশ্বের ভূরাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য পূর্ব এশিয়াকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ইউরোপের চেয়ে এ অঞ্চল নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

এর ফলে দুই ধরনের বিষয় ঘটছে। প্রথমত, এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো শত্রুরা পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ইরানের কথা বলা যায়। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে করা পরমাণু চুক্তি (জেসিপিএ) নতুন করে শুরুর আলোচনা চলছে। এতে দৃঢ়ভাবে দর-কষাকষি করছে ইরান। উদ্ভূত ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দেশটি এমনটি পারছে।

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিংচিং আফগানিস্তান, ইসরায়েল ও গালফ অঞ্চলের প্রসঙ্গ টানেন। আগস্টে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের আগে চলতি শতাব্দীতে চীনকেই নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেন জো বাইডেন। এরপর থেকে তাইওয়ান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের কৌশল বিস্তার করছে ওয়াশিংটন। এর ফলে ওই অঞ্চলে অন্য ধরনের সমীকরণ হচ্ছে। যেমন, গালফ দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বাড়াচ্ছে ইসরায়েল।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার ফল ঘরে তুলতে চেষ্টা করছে রাশিয়া। ইউক্রেন সেই ধারাবাহিকতার অংশ। ইউরোপে নিজেদের স্বার্থ কমেছে, এমন হিসাব থেকে সেখানে নিরাপত্তা বা সামরিক ব্যয় বাড়াতে চাইছে না পেন্টাগন। আর এ সুযোগে নিজেদের নিরাপত্তার জোরদার করতে চাইছে রাশিয়া।

এ উদ্দেশে জেনেভায় গত সোমবার থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরু হয়েছে। উচ্চপর্যায়ের কূটনীতিকদের এ আলোচনায় দেশ দুটি কে কাকে, কতটুকু ছাড় দেবে, মূলত সে বিষয়েই সিদ্ধান্ত হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

আসন্ন স্নায়ুযুদ্ধ বিশ্বের একেক অঞ্চলে একেক ধরনের ফল তৈরি করবে। বিশ্বের আঞ্চলিক শক্তিগুলো নিজেদের প্রতিবেশীদের ওপর খবরদারি বাড়াবে। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিযোগিতা অন্য মাত্রায় প্রবেশ করবে।

ইনফো কর্নার

অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে নানা স্বপ্ন, আশা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান অনেকে। কিন্তু আমেরিকায় আসার কয়েকদিন পর অধিকাংশই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন। অনেকেই বুঝতে পারেন, স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় টিকে থাকা এত সহজ নয়। এর পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। তার মধ্যে ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা, কাজে অদক্ষতা, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নিত্যপণ্যের উচ্চ দাম উল্লেখযোগ্য। ফলে অনেকেই নিজে চলতে অথবা পরিবার চালাতে হিমশিম খান। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সব সমস্যার সমাধানও রয়েছে। নতুন আসা বাঙালি অভিবাসীদের অনেকেই মার্কিন সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত নন। জীবনধারণের জন্য আমেরিকান সরকার খাদ্য, চিকিৎসা, আবাসন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এ লেখার মাধ্যমে এসব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে, যাতে কেউ পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে ভোগান্তির শিকার হন। **আসিফ মোক্তাদির**

কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা

কৃষিক্ষেত্রে সহায়তার জন্য ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যাদের কৃষিযোগ্য জমি আছে তারা ক্ষেত খামার কিংবা অন্যান্য চাষ করার জন্য মার্কিন সরকারের কাছে থেকে ঋণ নিতে পারবে। পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে এমন কিছু চাষ করলে কিংবা কোন কিছু চাষ করে পরিবেশ দূষিত না করলে ঋণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই কৃষিকাজ করার জন্য অর্থ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। ঋণ নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য জানা যাবে এই ওয়েবসাইটেঃ

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/contact/states/?cid=nrcsdev11_000240

বাংলাদেশি আমেরিকানদের মধ্যে দারিদ্রতার হার বেশি

শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশিরা নিজেদের এগিয়ে নিলেও সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ২৪ দশমিক ২ শতাংশ বাংলাদেশি আমেরিকায় দারিদ্র্য সীমায় বসবাস করছে। যেখানে এশিয়ার অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের হার প্রায় ১২ দশমিক ১ শতাংশ। এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশিদের দারিদ্র্যের এই হার মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়। আমেরিকায় বাংলাদেশিদের দারিদ্র্যের হার এত বেশি হওয়ার প্রধান কারণ হলো পরিবারে জনসংখ্যা বেশি এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ও নারীদের কাজ করতে অক্ষমতা। ফলে পরিবারের কর্মরত সদস্যদের উপার্জন দিয়ে আমেরিকার মতো ব্যয়বহুল দেশে পরিবার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। তারপরও বাংলাদেশিরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সংগ্রামের লড়াই, টিকে থাকার লড়াই।

সামরিক ব্যবস্থা

দেশের অভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা কিংবা বহির্বিশের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী সামরিক ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। আমেরিকার সামরিক ব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। পৃথিবীর আর কোন দেশে সামরিক ব্যবস্থার পেছনে আমেরিকার চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা হয় না। স্ট্যাটিস্টা থেকে পাওয়া তথ্যমতে, ২০২০ সালে আমেরিকা সামরিক ব্যবস্থার পেছনে খরচ করেছে প্রায় ৭৭৮ বিলিয়ন ডলার। দেশটিতে মোট বাজেটের প্রায় ১৫ শতাংশই ব্যয় করা হয় সামরিক ব্যবস্থার পেছনে। তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা চীনের ব্যয় ২৫২ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৭৩ বিলিয়ন ডলার। সবকিছুর ভালো এবং খারাপ দিক রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ লাগার পেছনে যেমন আমেরিকা দায়ী তেমনি আবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকার সামরিক ব্যবস্থা। চারটি মহাদেশের প্রায় ৫১ টি দেশকে প্রতিরক্ষার জন্য চুক্তিবদ্ধ রয়েছে দেশটির সামরিক ব্যবস্থা।

মুদ্রায় কবি মায়া অ্যাঞ্জেলো

ডেস্ক রিপোর্ট

আমেরিকার নতুন মুদ্রায় স্থান দেয়া হয়েছে কবি ও নারী অধিকারকর্মী মায়া অ্যাঞ্জেলোকে। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ সেন্টের এই মুদ্রায় ঠাঁই পেলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগের দপ্তর ইউএস মিন্ট বলেছে, সিকি মুদ্রার নতুন সংস্করণে কবি মায়াকে স্থান দেয়া হয়েছে।

মিন্ট সম্প্রতি ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছিল, আমেরিকান ওমেন কোয়ার্টার্স প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আই নো হোয়াই দ্য কেজ বার্ড সিংগসের লেখককে মুদ্রায় ঠাঁই দেয়া হবে। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে এ আইন সই হয়। মিন্টের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৫ সেন্টের নতুন মুদ্রা ইতিমধ্যে ছাড়া শুরু হয়েছে। মিন্টের উপপরিচালক ভেনট্রিস গিবসন বলেন, মার্কিন নারী এবং দেশের ইতিহাসে তাঁদের অবদান উদযাপনের জন্য মুদ্রা উন্মুক্ত করা সম্মানের বিষয়।

পাঁচ উত্তর কোরীয়র ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে জড়িত—এমন পাঁচ উত্তর কোরীয়র ওপর স্থানীয় সময় গত বুধবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। খবর এএফপির

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি (রাজস্ব) দপ্তর বলছে, ওই পাঁচ ব্যক্তি উত্তর কোরিয়ায় গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত।

ট্রেজারি ফর টেররিজম অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্সের আন্ডার সেক্রেটারি ব্রায়ান নেলসন এক বিবৃতিতে বলেন, উত্তর কোরিয়ার গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি প্রতিরোধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার অংশ হিসেবে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। উত্তর কোরিয়া অবৈধভাবে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করছে—এমন অভিযোগ তুলে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, এ ধরনের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করতেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নেলসন আরও বলেন, পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উত্তর কোরিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। কূটনৈতিকভাবেও বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়া সম্প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এ ঘটনা প্রমাণ করেছে যে উত্তর কোরিয়া এ ধরনের কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

গতকাল উত্তর কোরিয়ার সরকারি গণমাধ্যম কেসিএনএর খবরে বলা হয়েছে, দেশটি সফলভাবে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন ব্যক্তিগতভাবে এই কর্মসূচি তত্ত্বাবধান করেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া। এর আগে গত বুধবার আরেকটি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানোর কথা জানায় উত্তর কোরিয়া।

নতুন বছরে দেওয়া এক ভাষণে কিম জং-উন বলেন, পিয়ংইয়ং প্রতিরক্ষাক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। কোরিয়া উপত্যকায় অস্থিতিশীল সামরিক পরিবেশের কারণে পিয়ংইয়ং প্রতিরক্ষাক্ষমতা বাড়াতে চায় বলেও জানান। এরপর নতুন বছরের প্রথম ১০ দিনে দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হলো।

বিদেশে বসে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে যুক্ত কয়েকজন চিহ্নিত: তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক

বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারী কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ জানিয়েছেন। সাম-সাময়িক বিষয় নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তথ্যমন্ত্রী এমনটি জানান।

তিনি বলেন, যারা বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, 'দেশবিরোধী নানা ষড়যন্ত্র করছে, দেশে হানাহানি লাগানোর জন্য অপপ্রচার চালায়, বিদেশিদের কাছে অপপ্রচার চালায়, সেগুলো রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কার্যক্রম। সুতরাং কেউ যদি রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কার্যক্রম করে বা যুক্ত থাকে রাষ্ট্র তার পাসপোর্ট বাতিল করতে পারে। সেই সিদ্ধান্ত আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় নেওয়া হয়েছে। কারা এগুলো করছে আমরা অনেকটা জানি। প্রয়োজনে আরও কারা কারা এর সঙ্গে যুক্ত তাদেরও তালিকা করা হবে।'

বিদেশে বসে কারা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করছেন, সেই প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'সেটি এখানে বলার বিষয় নয়। কারা এগুলো করছে আমরা জানি, আপনারাও জানেন। অনেক লোক এ কাজগুলো করছে। কিন্তু চিহ্নিত কয়েকজন আছে যারা ক্রমাগতভাবে এ কাজগুলো করে যাচ্ছে।'

সিলেটের সুরমা নদীতে ধরা পড়া ১২০ কেজি ওজনের বাগাড় মাছটি দেড় লাখ টাকায় বিক্রি হয়। ছবি: সংগৃহীত

এত্ত বড় বাগাড়

ঢাকা অফিস

সিলেটের সুরমা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়েছে ১২০ কেজি ওজনের একটি বাগাড়। নগরীর লালবাজারে বিক্রির জন্য আনা মাছটির দাম হাঁকা হয় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এককভাবে কেউ না কেনায় পরবর্তীতে মাছটি কেটে বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতা মো. বেলাল মিয়া।

১২ জানুয়ারি বুধবার সকালে মাছটি নগরীর লালবাজারে বিক্রির জন্য তোলা হয়। এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সুরমা নদীতে জেলেদের জালে মাছটি ধরা পড়ে। বিশালাকারের বাগাড়টি দেখতে লোকজন ভিড় করেন।

মাছ বিক্রেতা মো. বেলাল মিয়া জানান, বিশালাকারের বাগাড়টি সিলেটের সুরমা নদীতে ধরা পড়েছে। সেখানকার লামাকাজি বাজারের এক জেলের কাছে থেকে মাছটি কেনেন তিনি। তিনি জানান, ৮৫ হাজার টাকায় তিনি মাছটি কিনেছেন। ১ লাখ ২০ হাজার পেলে তিনি মাছটি বিক্রি করে দেওয়া হবে বলে জানান বেলাল।

মাছটি বিক্রি করতে না পারলে কেটে কেজি দরে বিক্রি করা হবে।

প্রতি কেজি মাছ ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার টাকায় বিক্রি করা হবে বলে জানান মাছ বিক্রেতা বেলাল।

আবারও ট্রাম্প-হিলারি?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পক্ষ এরইমধ্যে হিলারি ক্লিনটনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন।

প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডাগ চোহেন এবং ম্যানহাটনের সাবেক বোরো প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু স্টেইন দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে এ নিয়ে ১২ জানুয়ারি বুধবার লেখা এক কলামে হিলারি ক্লিনটনের প্রতি এ আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের লেখায় ডেমোক্র্যাট দলের নীতি-নির্ধারকদেরও এ নিয়ে দ্রুত সক্রিয় হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বলা হচ্ছে, বয়সের দিকে থেকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে হিলারি ক্লিনটন সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছেন। বর্তমানে ৭৪ বছর বয়সী হিলারি জাতীয়ভাবে পরিচিত এবং ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের সম্ভাব্য পরাজয়কে ভিত্তি করেই হিলারি ক্লিনটন রিপাবলিকানদের মোকাবেলা করতে পারবেন।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে ভিন্নভাবে দেশ পরিচালনার জন্য হিলারি ক্লিনটন জনআস্থা পাওয়ার সুযোগ বেশি বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। ২০২৪ সালে আরেক দফা নির্বাচনে দাঁড়ালে ২০২৫ সালে শপথ গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ৮২ বছরে দাঁড়াবে। ডেমোক্র্যাট দলের নেতৃত্বের মধ্যে বয়স এবং ভাবাদর্শের বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। হিলারি এ ব্যবধান কমিয়ে আনার একটা সেতু হিসেবে কাজ করতে পারেন। ডেমোক্র্যাট দলের বেশি উদারনৈতিক পক্ষের সাথে মিশে যাওয়ার ব্যাপারে হিলারি ক্লিনটন বাইডেন প্রশাসনকে সম্প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন। এসব বিবেচনায় দলের প্রাইমারিতে ভোটারদের সমর্থন হিলারির জন্য সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০০৮ সালের নির্বাচনে দলের প্রাইমারিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছে হেরেছিলেন হিলারি ক্লিনটন। ২০১৬ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ইলেক্টোরেল ভোটে পরাজিত হলেও জনপ্রিয় ভোট বেশি পেয়েছিলেন হিলারি। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও প্রার্থী হবেন —এমন ইঙ্গিত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ট্রাম্প আবারও প্রার্থী হলে ট্রাম্প-হিলারির দ্বিতীয় দফা লড়াই আমেরিকার রাজনীতিতে আবারও একটি ইতিহাস সৃষ্টি হতে পারে।

ট্যাক্স রিটার্ন শুরু ২৪ জানুয়ারি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছিল বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আই আর এস কমিশনার চাক রেটিং বলেন, লোকবল এবং কাজের বাহুল্যের কারণে অনেক করদাতাদের প্রয়োজনীয় সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, তাঁর বিভাগের কর্মীরা আরও বেশি করে কাজ করতে ইচ্ছুক। কর্মীদের সর্বোচ্চ প্রয়াসের পরও করদাতাদের হতাশ হতে হচ্ছে।

মহামারির কারণে প্রদেয় নানা সুযোগ-সুবিধা, এসব সুযোগ-সুবিধার সাথে ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের আয়-ব্যয় এবং রাজস্বের সম্পর্ক থাকায় আই আর এস'র ওপরে চাপ পড়েছে। প্রতিদিন ইন্টারনেটে ও ফোনে লাখ লাখ কল করে জনগণ আই আর এস'র সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে। যদিও এসব সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য আই আর এস পর্যাপ্ত লোকবল নেই। লোকবল বৃদ্ধির জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৮০ বিলিয়ন ডলারের অর্থ বরাদ্দ কামনা করেছেন। এদিকে ট্যাক্স মৌসুম আসার সাথে সাথেই সর্বত্র ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুতকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। আগেভাগেই সব নথিপত্র প্রস্তুত করে, কর বিবরণী জমা প্রদানে বিলম্ব না করার জন্য তাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন। নানা ধরনের সহযোগিতা এবং ঋণ গ্রহণকারীদের কর বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য পেশাদারদের স্মরণাপন্ন হওয়াকে তাঁরা প্রাধান্য দিচ্ছেন।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের পরিচিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস'র স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ হাশেম প্রথম আলোকে বলেন, মহামারির এ সময়ে নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে সব সময় দক্ষ ও পেশাদার লোকজনের সেবা গ্রহণের জন্য জনসমাজের প্রতি উপদেশ দিলেন কর পেশাজীবী মোহাম্মদ হাশেম।

ব্রংকসে অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৭

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে বলা হচ্ছে। ভবন মালিকের নামে এক বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করেছেন বহুতল ভবনে থাকা এক দম্পতি।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডে আহত ৩০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এটি নিউইয়র্ক সিটির জন্য একটি ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক মুহূর্ত।

ফায়ার সার্ভিস সূত্র বলেছে, ব্রংকসের ফোরডাম হাইটসের ৩৩৩ ইস্ট, ১৮১ স্ট্রিটের একটি ১৯ তলা অ্যাপার্টম্যান্ট ভবনে আগুন লাগে। ভবনটির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলার একটি ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্টে সকাল ১১টার দিকে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের প্রায় ২০০ সদস্য আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছেন। পুরোনো বহনযোগ্য ইলেক্ট্রিক হিটার থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটি ফায়ার সার্ভিসের কমিশনার ড্যানিয়েল নিগ্রো বলেন, অগ্নিকাণ্ডের পরপরই ৩২ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলা থাকায় আগুন দ্রুত ভবনের প্রতিটি তলায় ছড়িয়ে পড়ে।

ড্যানিয়েল নিগ্রো বলেন, আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা হলওয়েতে প্রচণ্ড ধোঁয়া এবং তীব্র আগুনের মুখোমুখি হয়েছেন। ভবনটির প্রতিটি তলার সিঁড়িতে আহতদের পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে অনেকেরই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে। এর ফলে তাদের অবস্থা অনেক ক্ষতি হতে পারে। মূলত আগুনের ধোঁয়ায় শ্বাস নেয়ার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, অগ্নিকাণ্ডে বিপন্ন লোকজনের পাশে নগর কর্তৃপক্ষ দাঁড়াবে।

রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হকুল বলেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য একটি তহবিল উন্মুক্ত করা হবে।

লন্ডনে সাড়ে ৩ মাস আগে মারা যান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাসপাতালে মারা গেছেন। প্রায় সাড়ে তিন মাস আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ১২ জানুয়ারি গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হারিছের চাচাতো ভাই ও সিলেট জেলা বিএনপির সহসভাপতি আশিক উদ্দিন চৌধুরী।

আশিক উদ্দিন জানান, যুক্তরাজ্যের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে হারিছ চৌধুরী মারা গেছেন। আগস্ট মাসে হারিছ চৌধুরী লন্ডনে করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরেন। এর কয়েক দিন পর তাঁর করোনা রিপোর্ট নেগেটিভও আসে। করোনার ধকল সাময়িক কাটিয়ে উঠলেও তাঁর ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ায় ফুসফুসের সংক্রমণ বেড়ে যায়।

আশিক চৌধুরী বলেন, পরবর্তীতে আবারও তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি হাসপাতালে মারা যান। সে সময় হারিছ চৌধুরীর মৃত্যুর সংবাদটি তাঁর মেয়ে মুন্নু চৌধুরী দেশে জানান।

তিনি জানান, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে হারিছ চৌধুরী যুক্তরাজ্যে থাকেন। তাঁর ছেলে জনি চৌধুরী পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার। আর মেয়ে মুন্নু চৌধুরী ব্যারিস্টার।

আশিক চৌধুরী জানান, করোনা আক্রান্ত হওয়ার আগে হারিছ চৌধুরী দুই ডোজ করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন। এরপরও তিনি আক্রান্ত হন। করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর শরীরের রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে পুরো ফুসফুস সংক্রমিত হয়ে পড়ে। ফলে করোনা নেগেটিভ হওয়ার পরও তিনি ফুসফুস জটিলতায় ভুগছিলেন।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় ২০১৮ সালে যাবজ্জীবন সাজা হয় হারিছ চৌধুরীর। একই বছর ২৯ অক্টোবর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হারিছ চৌধুরীকে ৭ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া হত্যা মামলায় হারিছ চৌধুরীর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দেয় পুলিশ। বর্তমানে সেই মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সঙ্কটের দিকে যাচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমন সঙ্কট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিল। সংবাদমাধ্যম এ নিয়ে বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করে সংবাদ প্রকাশ করেছে। মহামারির কারণে জ্বালানি সঙ্কট বেড়েছে, উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, পরিবহন ব্যবস্থায় ধস নেমেছে। লোকবল সংকটের কারণে পণ্য উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত তীব্র সংকটের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল বেশ আগে থেকেই। এনিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আগাম ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে এখন বৈরী আবহাওয়া। প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্কটে লোকজনের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে লোকজন গ্রোসারি দোকানগুলোর খালি সেলফের ছবি পোস্ট করে সঙ্কটের জানান দিচ্ছে।

বার্তা সংস্থা সিএনএন ১১ জানুয়ারি মঙ্গলবার এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। দীর্ঘ প্রতিবেদনে আমেরিকাজুড়ে গ্রোসারি দোকানগুলোর সরবরাহ সঙ্কটের কথা তুলে ধরা হয়েছে। দুধ, ডিম, ব্রেড থেকে শুরু করে হেন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী নেই যার মূল্য বৃদ্ধি ঘটেনি। বিভিন্ন এলাকায় লোকজন মাইলের পর মাইল গাড়ি চালিয়ে দোকানে গিয়ে পণ্য পাচ্ছেন না।

আমেরিকার ইতিহাসে এমন পণ্য সঙ্কট কখনও দেখা যায়নি বলে মন্তব্য করছেন অনেকেই। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে তীব্র শীতের সন্ধ্যায় গ্রোসারি কেনাকাটা করছিলেন আলমা খাতুন। তিনি জানালেন, কাজের শেষে গ্রোসারি দোকানে ঢু মেরেছিলেন দেশী মাছ কেনাকাটার জন্য। চাল, ডাল থেকে দেশ থেকে আসা আলু চিপসের মূল্য আগের চেয়ে দ্বিগুণ মনে মনে হচ্ছে তাঁর কাছে।

নিউইয়র্কসহ আমেরিকার সর্বত্র বাংলাদেশি গ্রোসারি দোকানগুলোর অবস্থা আরও বেশি নাজুক। নিউইয়র্কের কয়েক ডজন স্বদেশী গ্রোসারিতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, পণ্যের মূল্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বদেশী গ্রোসারিগুলোর পণ্য সরবরাহ আমদানি-নির্ভর। বাংলাদেশ থেকে আসা মাছসহ দেশজ পণ্যের সঙ্কট দেখা দিয়েছে তীব্রভাবে। প্রবাসে বসবাসরত স্বদেশীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বদেশী গ্রোসারিগুলোতে কেনাকাটা করে থাকেন। নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় বাংলাদেশি মালিনাধীন বনফুল গ্রোসারী। গত মঙ্গলবার এ গ্রোসারিতে দিয়ে দেখা যায়, দেশী চিপস, কুকিজ, পরোটাসহ স্বদেশীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। বনফুলের স্বত্বাধিকারী সোহেল আহমেদ জানান, চেষ্টা করেও তাঁরা পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছেন না। তিনি জানান, মহামারির আগে যেখানে বাংলাদেশ থেকে একটি কন্টেইনার করে মালামাল পরিবহনের জন্য ব্যয় হতো ৭ হাজার ডলার, তা এখন বেড়ে গিয়ে ১৬ হাজারে ঠেকেছে।

পরিবহন মূল্য বৃদ্ধির কারণে পণ্য মূল্য বাড়ছে, সরবরাহে টান পড়েছে। সোহেল আহমেদ জানান, এসবের সাথে যোগ হয়েছে মহামারি করোনার নতুন ধরন ওমিক্রনের সংক্রমণ। একদিনে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কয়েক ডজন কর্মী কাজে অনুপস্থিত থাকছে। নিজেদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন লোকজন কর্মস্থলে যেতে ভয় পাচ্ছে। অনেকে সংক্রমিত হয়ে পড়ছে। নিউইয়র্কে প্রায় প্রতিটি পরিবারে কেউ না কেউ এখন সংক্রমিত পাওয়া যাচ্ছে। এ অবস্থায় চরম সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

টানা দুই বছরের মহামারি আমেরিকার মানুষের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আগে অধিকাংশ আমেরিকান রেস্টুরেন্টে বা বাইরের খাবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আমেরিকার সমাজ জীবনে প্রতিদিন ঘরে রান্না করে খোয়ার অভ্যাস ছিল না। মহামারির ফলে ঘরে আটকা লোকজন এখন বেশি করে ঘরে রান্না করছে। এ রান্নার আয়োজনের জন্য পণ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে স্থানীয় গ্রোসারি স্টোরগুলোর ওপর চাপ পড়ছে। সরবরাহ অপ্রতুলতার কারণে ব্যবসায়ীরা এই চাপ সামাল দিতে পারছেন না।

সুপার মার্কেট ডট কম নামের প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষক ফিল লেম্পেরট বলেন, এমন অবস্থার জন্য অনেক বিষয় একসাথে এসে পড়েছে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা, বন্যার ও অগ্নিকাণ্ডের কারণে আমেরিকায় গম, ভুট্টা, সোয়াবিন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, ব্রাজিলে কফি উৎপাদন কম হয়েছে। তিনি মনে করেন, এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে মহামারি-সংশ্লিষ্ট সঙ্কটগুলো। এ সঙ্কট নিয়ে আশঙ্কার এ পর্যায়ে লোকজন মজুদ ঘরে রাখার জন্য হন্যে হয়ে কেনাকাটা করছে। ফলে পরিস্থিতি আরও সঙ্কটের দিকে যাচ্ছে বলে মনে করেন ফিল লেম্পেরট। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য সময় লাগবে, এ সময় কতদিনের তা কেউ বলতে পারছেন না। বিশ্লেষকরা বলছেন, বেশ কিছু 'যদি'র ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।

স্টেট কমিটি গঠন নিয়ে বিভক্ত নেতাকর্মীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশি বিএনপি নেতাকর্মী অবস্থান করেন নিউইয়র্কে। এই স্টেটে এখনও কমিটি গঠন করা হয়নি।

শীঘ্রই নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির কমিটিও গঠন করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির কমিটি করতে কিছুটা জটিলতার সম্ভবনা রয়েছে।

নিউইয়র্ক স্টেট কমিটির পদ-পদবির জন্য জোর লবিং শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির স্টেট কমিটিগুলো গঠন করতে দায়িত্ব পেয়েছেন লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন। তাই বেশ কয়েক মাস ধরে জুম মিটিং এবং নেতাকর্মীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে কমিটিগুলো গঠন করছেন তিনি। কমিটি গঠন প্রসঙ্গে বিএনপি নেতা কাজী আযম বলেন, বাইর থেকে কেউ এসে কমিটি করলে দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অনেকেই অখুশি হবেন—এটাই স্বাভাবিক। কমিটি গঠনে সিনিয়র নেতাদের পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন। নিউইয়র্ক স্টেট কমিটি ছাড়াও সিটি বিএনপি, স্টেট যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, জাসাসের কমিটিও গঠন করার কথা রয়েছে নিউইয়র্কে।

সম্প্রতি যুবদলের কমিটি গঠন প্রক্রিয়া নিয়েও আনোয়ার হোসেন খোকনের নেতৃত্বে একটি জুম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। জুম মিটিংয়ে যুবদলের ১৫১ সদস্য যোগদান করার কথা থাকলেও এতে মাত্র ২২ জন সদস্য যোগ দেন। দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি না থাকায় অনেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন দলের প্রতি। জুম মিটিংয়ে অনেকেই যোগ দেননি বলে জানা গেছে। আবার অনেকেই অভিযোগ করেছেন, বর্তমানে যারা দায়িত্ব পাচ্ছেন বলে গুঞ্জন চলছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় অনেকেই জুম মিটিং অংশগ্রহণ করেননি।

তারেক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি পারভেজ সাজ্জাদ বলেন, দলের নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন না করার কারণে অনেকেই বিএনপি থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। এর আগেও কমিটি গঠন করতে এসে কেন্দ্রীয় নেতারা ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। কমিটি গঠনে আগের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা উচিত। জাসাস নেতা গোলাম ফারুক শাহিন বলেন, অতীতে যাই হয়েছে তা মুছে ফেলে নতুন করে সবাইকে ভাবতে হবে। দলের ত্যাগী নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন করতে হবে। তাহলে দল সংগঠিত হবে এবং সরকারবিরোধী আন্দোলন জোরদার হবে। জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাহার হোসেন বলেন, অত্যন্ত সুচারুভাবে স্টেট কমিটিগুলো গঠিত হয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট কমিটিও আমরা চাই সুন্দরভাবে গঠিত হোক।

বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাকে মুঠোফোনে পাওয়া যায়নি। কমিটি গঠন প্রসঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকনের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি এবং ক্ষুদে বার্তারও জবাব দেননি।

উল্লেখ্য, গত এক যুগের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কোনো কমিটি নেই। স্বাধীনতার ৫০বছর সুবর্ণজয়ন্তী কমিটি গঠিত হয়েছে জিল্লুর রহমানসহ প্রথম সারির কয়েকজন নেতার তৎপরতা লক্ষ্য করা গেলেও বাকিদের সাংগঠনিক কার্যক্রম তেমন একটা চোখে পড়ে না। অন্যদিকে অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপির একটি অংশকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ব্যানারে সভা-সমাবেশ করতে দেখা গেছে। একই সাথে আযম-ফিরোজের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে ইন্টারস্টেট বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি। যে যার মতো করে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিকে ব্যবহারের কারণে সাধারণ নেতাকর্মীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Hard Money 9%

Low Income, No Problem

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

646-920-4799

Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

Direct Lender

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল

১ মাস ফ্রি

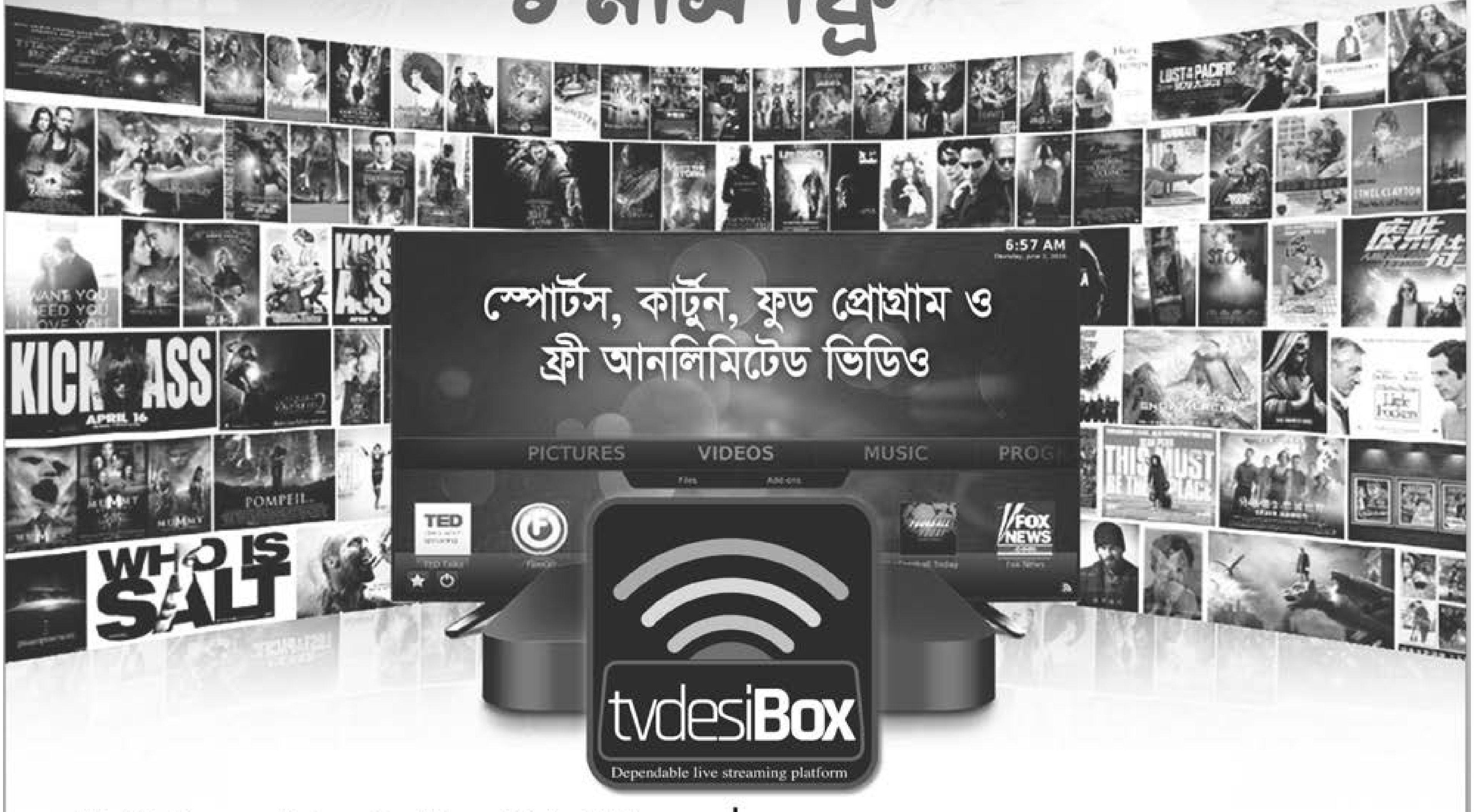

স্পোর্টস, কার্টুন, ফুড প্রোগ্রাম ও
ফ্রী আনলিমিটেড ভিডিও

tvdesiBox
Dependable live streaming platform

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372

718-565-9099

JBBA
Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)
Giash-Tareq Panel
আমরা কৃতজ্ঞ
Giash Ahmed
President
Md Tareq H. Khan
General Secretary
সম্মানিত জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়ীবৃন্দ
আসসালামু আলাইকুম
সদ্য অনুষ্ঠিতব্য জেবিবিএ ইলেকশন-২০২২, গিয়াস-তারেক প্যানেল-এর নিরঙ্কুশ বিজয়ে প্যানেলে পক্ষ থেকে জ্যাকসন হাইটসের সকল বাংলাদেশী ব্যাবসায়ী ভোটারদের জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। হাড় কাপানো শীত ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে আপনাদের মুল্যবান ভোট প্রদান করে আমাদের প্যানেলকে বিজয়ী করায় সত্যিই আমারা কৃতজ্ঞ।

কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝংকার

ফরিদা ইয়াসমীন

করোনা জ্বরে থরো থরো কাঁপছে সারাবিশ্ব! কোভিড-১৯ থেকে ডেল্ট, ডেল্টা থেকে ওমিক্রন! কখনো হতাশায় নিমজ্জিত হই আমরা, কখনোবা আশার আলো দেখতে পেয়ে আন্দোলিত হই। আমরা জানি না কবে শেষ হবে এই মহামারি। কিংবা আদৌ শেষ হবে কিনা। তবুও প্রিয় কোনো মানুষের আগমনে হৃদকমলের ধুক্‌ধুকানি আওয়াজ শুনি।

প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে এক সংক্ষিপ্ত সফরে নিউইয়র্ক এসেছেন শিশুসাহিত্যিক এবং শিক্ষিকা শামীমা জাফরিন। প্রথম আলোর পক্ষ থেকে স্বাস্থবিধি মেনে তাঁকে আমাদের বৃহস্পতিবারের আড্ডায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। বুকভরা আশা ছিল আড্ডা হবে জম্পেশ! খানা হবে রকমারি। টেবিল-ভরা এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। হৈ- হুল্লোড় আর ফটোসেশন শেষে ঘরে ফিরব জাবর কেটে। কিন্তু বিধিবাম। একে একে আমাদের প্রিয় মানুষেরা আক্রান্ত হতে লাগলেন ওমিক্রনের অতিমাত্রায়। প্রিয় মানুষদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে তবুও বসি আমরা আড্ডায়। অবশ্যই সংবিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে। লেখিকা শামীমা জাফরিনকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, এ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন, এ্যাডভোকেট আখতার উল ইসলাম, সৈয়দ মাসুদুল কবির, নুরুল ইসলাম এবং এম ডি এনাম সরকার।

আলাপচারিতার মাঝে শামীমা জাফরিন জানান, শিশুদের নিয়ে লিখতে তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কারণ হিসেবে জানালেন, একধরনের দায়বদ্ধতা থেকে তিনি শিশুদের জন্য লেখেন।

শিশুসাহিত্যিক এবং শিক্ষিকা শামীমা জাফরিনের সঙ্গে আড্ডা। ছবি : প্রথম আলো

আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য শিশুদের দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সুন্দরভাবে পরিচিত হতে হবে। সর্বোপরি ভালোমানুষ হিসেবে যাতে তারা বেড়ে উঠতে পারে সেদিকে তার দৃষ্টি সজাগ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'ডাইনী মুরগীর গল্প'। এখানে প্রতিটা গল্পেই একটা শিক্ষণীয় উপদেশ রেখে গল্পটি শেষ করেছেন। শিশুদের কোমল মনে প্রোথিত করতে চান সুন্দর, সৃষ্টিশীল এবং মানবিক চিন্তাভাবনা। ইতোমধ্যেই তিনি হবিগঞ্জের মাধবপুরে গড়ে তুলেছেন শিশু পাঠাগার। স্বল্পপরিসরে শুরু করলেও ভবিষ্যতে আরও বড় করার স্বপ্ন তাঁর। পাশাপাশি জাতীয় দিবসগুলোতে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষার উপকরণ বিতরণ করেন। এসব কিছুই করেন তাঁর প্রকাশিত বই বিক্রির টাকায়। মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখেছেন '১৯৭১ পেছনে ফিরে দেখা' এবং 'মুক্তিযুদ্ধে লালু'। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বভাবতই তিনি শিশু ছিলেন। শিশু মনের নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তাঁর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়া। তারপর অবধারিতভাবেই তাঁর লেখায় উঠে এসেছে ঐতিহাসিক সব চরিত্র। তাঁর দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ শুধু আমরাই করিনি করেছে। আমাদেরই সাথে থাকা প্রকৃতি, পশু-প্রাণী— সবাই। তারই প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর মুক্তিযুদ্ধের লেখায়। গল্পের ভেতরেই চলে আসে কাবাব কিং-এর গরম গরম গার্লিক নান, শিক কাবাব, রেড স্নাপার ফ্রাই। সাথে গরম ধোঁয়া ওঠা মাশালা চা আড্ডার আমেজে আরও উষ্ণতা নিয়ে আসে। আমরা ভোজনরসিক আর আড্ডাপ্রিয় বাঙালি। ভুলে যাই সঙ্গোপনে ভয়-ভীতি। জেগে ওঠে গল্প-কথা, মায়া-মমতায় বাঁধা আমাদের জীবন। লেখিকার স্বামী বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু বিনয়ী এবং আত্মমর্যাদাশীল শামীমা জাফরিন স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হতে চাননি। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। আমরা যেখানে ক্ষমতা দেখানোর জন্য সামান্যতম সুযোগটিও হাতছাড়া করতে চাই না, সেখানে তিনি একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। তাঁকে সম্মান জানিয়ে তাঁর স্বামীর নামটি তাই উহ্যই রেখে দিলাম। ক্ষমতাবান হয়েও যিনি সাধারণভাবে আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে থাকতে চান, তাঁর জন্য আমাদের শ্রদ্ধা অপার।

শামীমা জাফরিনের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় অনেক দিনের। মাঝে দীর্ঘ ২৭ বছর কেটে গেছে অদর্শনে। সবই আজ ইতিহাস। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আবারও দেখা হলো। শেষ মুহূর্তে বিদায় বলতে গিয়ে ভুলে যাই সব বাঁধা। বুকে জড়িয়ে ধরি। বুকের গভীরে বীণার তারে ঝংকার ওঠে। কত সুর কত তারে বাঁধা! রাত বাড়ছে। সবাই সচেতন হই। অতিমারির বাঁধা ডিঙিয়ে যে বীণার ঝংকারে ছুঁয়ে গেল আজকের সন্ধ্যা তার রিন রিন তালে আমরা ঘরমুখো হই।

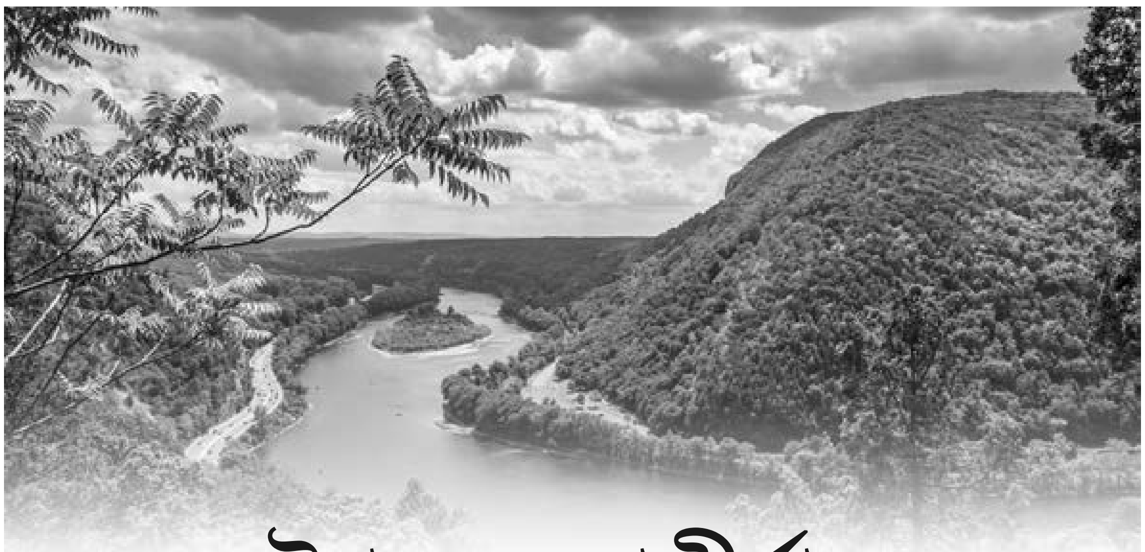

ঈশ্বরের আশীর্বাদ

রোমেনা লেইস

এই সুন্দর ধরাধামে প্রতিটি মানুষই একটি নির্দিষ্ট দিনে জন্ম নেয়। পরিবারে কত হাসি কত সুখ নেমে আসে সেই শিশুটির জন্মদিনে তা বলাই বাহুল্য। শিশুটি ধীরে ধীরে বড় হয়, সামাজিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিচিত হয় বিভিন্ন মাধ্যমে। পুরো প্রক্রিয়াটি আমার কাছে প্রকৃতির এক অপার বিস্ময় বলে মনে হয়। আর সে কারণেই জন্মদিন আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

স্টীমার ভেপু বাজছে। একবার। দুইবার। তিনবার। এইবার জেটি থেকে সরে যাবে নদীর দিকে। লাল পাগড়ি, লাল ফতুয়া পরা কুলিরা মোটা রশি ধরে লাফ দিয়ে জেটিতে ল্যান্ড করছে অনেকটা টারজানের মতো।

ঠিক ঐ সময় ছোট এক বেতের ঝুড়িতে পুরোনো একটা শাড়ি দিয়ে প্যাঁচানো এক ছোট বাচ্চা; ওঁ য়াও ওঁ য়াও করে কাঁদছে। চোখ পিটপিট করছে। আব্বা ঝুড়ি তুলে নিয়ে একটু অপেক্ষা করতে থাকলেন, দেখলেন কেউ নিতে আসে কিনা। না কেউ আসলো না। এদিকে বাচ্চাটার কান্না বেড়েই চলেছে। আব্বা নিজে ডাক্তার। ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে দেখেন ছোট এক মেয়ে বাচ্চা। বাচ্চাটার কান্না থামাতে আম্মাকে নিয়ে দিলেন। আম্মা কোলে নিতেই কান্না থেমে গেল। আর তুই প্যাঁচি হয়ে গেলি আমাদের পরিবারের সদস্য। তোকে তো আব্বা বাহাদুরাবাদ ঘাটে স্টীমারে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তুই একটা ঝুড়ির ভিতরে কাঁদছিলি স্টীমারে।'

এই কাহিনী মগজের ভেতর প্রোথিত হয়ে গেছে। শিশু বেলায় বহুবার শোনা এই গল্পটা আমার মগজে সেট হয়ে যায়। প্যাঁচি মানে নাক বোঁচা।

আমি যখন খুব ছোট তখন নানা কারণে দিন দিন আমার মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, আমি এই পরিবারের কেউ না। আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন আমার পরিবার। মেহমান আসলে সামনে যেতে ভাল লাগতো না। আয়নায় নিজেকে দেখলে মনে হতো আমার গায়ের রঙও এদের সাথে মিলে না। কোনো কারণে কেউ বকাঝকা দিলেই মনে হতো আমি এই পরিবারের কেউ না। আমি তখন থেকে পাহাড়, মানে মেঘালয় পাহাড়টাকে ভালোবাসতাম। কেউ বকা দিলে ছাদে বসে বসে পাহাড় এ চলে যাব পরিকল্পনা করতাম। আর পাহাড়ের সাথে একা একা কথা বলতাম। বড় ভাইবোনের গায়ের রঙ ফর্সা। আমি নিশ্চিত মনে করতাম আমি এই পরিবারের কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান।

যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে এই দেশের কোনো কিছু তেমন জানতাম না। এখানে বারোমাসে তেরো পার্বণ। আমার জন্মমাসে উত্তর আমেরিকার বড় পার্বণ থ্যাকস গিভিং পালিত হয়। বিবাহ সূত্রে যার সাথে যুক্ত তারও জন্মদিন একই মাসে। একদিন আগে-পিছে।

এই সুন্দর ধরাধামে প্রতিটি মানুষই একটি নির্দিষ্ট দিনে জন্ম নেয়। পরিবারে কত হাসি কত সুখ নেমে আসে সেই শিশুটির জন্মদিনে তা বলাই বাহুল্য। শিশুটি ধীরে ধীরে বড় হয়, সামাজিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিচিত হয় বিভিন্ন মাধ্যমে। পুরো প্রক্রিয়াটি আমার কাছে প্রকৃতির এক অপার বিস্ময় বলে মনে হয়। আর সে কারণেই জন্মদিন আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার শিশুবেলার দুঃখবোধ যা সত্য নয়, আমি তখনই জানতাম। তবে দুঃখের সময় তা দ্বিগুণ হয়ে উঠত।

আমার বাবা তার নিষ্পত্তি করে দিতেন সব সময়। ভোরে ঘুম ভাঙতেই আজ কার জন্মদিন, বলে আদর করে কী কী রান্না হবে আম্মার সাথে আলোচনা করে ঠিক করে দিতেন। আমাদের শিশুকালে কেক কাটার রেওয়াজ ছিল না। তবে ঘরে পালা মোরগ জবাই হতো। পোলাও- কোরমা রান্না করতেন মা। সাথে পায়েস কিংবা ক্ষীর। মিষ্টি, মণ্ডা, আনারস, কমলা ফলমূল আনতেন আব্বা। পরিচিত আপন মানুষদের দাওয়াত করা হতো সব জন্মদিনের সময়।

এর মাঝে মহামারী সময়ে দু'দুটো জন্মদিন বেশ নীরবেই চলে গেছে। এবারও চুপিচুপি শুয়ে, বসে মুভি দেখে কাটাতে চেয়েছিলাম। ছেলে দেখি সারপ্রাইজ ট্রিপে নিয়ে গেল। সাধারণত ট্রিপ পরিকল্পনা, হোটেলে বুকিং এগুলো আমি করি। এবার আমায় কিছুই করতে হলো না। চমৎকার পাহাড় ঘেরা পকোনোস মাউন্টেইন টপ, ডেলওয়ার ওয়াটার গ্যাপ, হ্যারিসবার্গের সৌন্দর্য দেখে বেড়ালাম ।

এই ভ্রমণের সময়গুলো আমরা সবাই উপভোগ করি।

ভারমুক্ত থাকা যায়। ক্ষুধা লাগলে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া যাচ্ছে। আবার গাড়িতে উঠে নিকটস্থ দর্শনীয় স্থানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে।

'ঈশ্বর প্রতিটি বছর তোমার জীবনে খুশি নিয়ে আসুক, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নতুন আনন্দের উপহার নিয়ে আসুক, পরীক্ষা যতই আসুক তোমার জীবনে, প্রতিটি পরীক্ষা শুধুই সাফল্য আসুক। শুভ জন্মদিন...'

এরকম বহু শুভাকাঙ্ক্ষা পাঠানো হয়েছে আমার উদ্দেশ্যে। আমার পৃথিবীতে আসার কারণে যারা আনন্দিত তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমি সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রভুর প্রতি। আর আমার পিতামাতার প্রতি।

'সবকিছু আরও সুন্দর এবং সবকিছু তোমার চোখে আরও অর্থবহ করে তোলে। যা ভুল, তা তুমি ঠিক করে দাও পরিপূর্ণ করে তোলো আপণ গুণে। আজকে তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে এবং এ বিশ্বে তোমাকে পেয়ে আমি অনেক ভাগ্যবান'—এটি আমার কন্যার শুভবার্তা। আমার শ্রেষ্ঠ উপহার।

সবশেষে বলব 'কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল' — দুষ্টুমি করেও এরকম কথা কাউকে বলবেন না। এটি ক্ষতিকর।

গ্রন্থ পর্যালোচনা

জলপাথরের যুগলবন্দি

আবদুস শহীদ

কবিতা শুধু ভালোবাসার স্বপ্নিল শঙ্খচিলের দেশের কথা বলে না, কবিতা শুধু শ্বাপদের কথা বলে না। কবিতার কথাগুলো নীল উচ্চারণে এক ঝাঁক পাখি হয়ে যেন উড়ে যায় নিরন্তরের উদ্দেশ্যে। কবিতার দুঃখগুলোও যেন হেসে ওঠে সুরভিত উপহাসে। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এ যেন প্রতিচ্ছবির আড়ালে বক্তব্যগুলো লুকিয়ে থাকে। তবুও পাঠকের হৃদয় বিদির্ণ করে শুধু পলকা হাওয়ায় উড়ছে সব, সবই গান সবই শুধু কাব্যকথা। শুদ্ধ প্রেমিক জীবনকে ভালোবাসার আবেগ দিয়ে স্নিগ্ধ করে দেয়। জলপাথরের যুগলবন্দি উইলি মুক্তির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলো পরিশুদ্ধ শিল্পজাত দিয়ে বিচার করলে সম্পূর্ণ আঁচ করা যাবে না, আপনাকে জানতে হবে কবিতায় পরাগ কী ভাবে মাখাতে হয়। তাঁর কবিতায় প্রেমের, বিষাদের, বিরহেরও আভাস পাওয়া যায়। তবে কোথাও এতটুকু বিপন্নতাবোধ নেই।

আজ সুখ কেন যেন শুধুই হেঁয়ালি মনে হয় ভাঙ্গনের শব্দ আমাকে স্পর্শ করেত পারে না। বিষাদে ছুঁয়ে আছে বেদনাতুর স্মৃতি/ অভিমানি এই মন আজীবনই অনুভূতির নৈশব্দকে ভেঙ্গে প্রেমি প্রহরী হয়ে কাটিয়ে দিল গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে'।— এভাবেই তিনি জলপাথরের যুগলবন্দি কাব্যকথার সার্থকতা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। আমিও মাঝেমধ্যে দু'একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করি, কিন্তু কারো কবিতায় সমালোচনামূলক আঁচড় কাটার দুঃসাহস আজও করিনি।

কিন্তু উইলি মুক্তির কবিতা পড়ে মনে কিছু সাহস সঞ্চার করেছি। বলা যায় কাব্যগ্রন্থটি ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে আমার পাঠক সত্তার মনঘরে। কবিতা ও যে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে পারে তার চিত্র অবলোকন করেছি। কবি তাঁর কবিতায় নিজেকে আড়াল করে প্রিয়তমকে নিমগ্ন দেখতে চেয়েছেন। তিনি পুরুষকে উক্তি করেছেন বিভিন্ন ভাবে। সাহিত্যপাঠে সাধারণত নারীদের নিয়ে পুরুষের উক্তি লক্ষনীয়। পুরুষ লেখক যখন তাঁর কাব্যে উপন্যাসে নারীকে নিয়ে কিছু উক্তি করেছেন সেটি ছিল কল্পনানির্ভর। কাব্যে অবশ্য নারী-পুরুষের ভেদাভেদ হয় না, কবিতায় কোনো লিঙ্গান্তর নেই। কিন্তু উইলি মুক্তির জলপাথরের যুগলবন্দি কাব্যগ্রন্থটিকে নারী উক্তি বললে অত্যুক্তি হবে না।

যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। কবিতাগুলো পরাবাস্তব, তাঁর লক্ষ্য হলো কৌশলের মাধ্যমে সেই সত্যকে গভীর থেকে তুলে আনা। দৃশ্যত কল্পনাশ্রয়ী, সবগুলো কবিতার প্রতিটি স্তবকে রয়েছে অন্তঃসলিলা জীবনকথা। সে জীবন, প্রধানত নিকষিত নারীর, সে জীবন মানুষের।

'হারিয়ে যাওয়া তুমি' নিঃসঙ্গ এককী সন্ধ্যায় আলো আঁধারীতে/ জ্যোৎনার ঝলকানো বৃষ্টিতে জলের ছোঁয়া/

বাতাসের হিমশীতল শিহরণে, ঘুরে ঘুরে খুঁজেছি তোমায়। কবিতাটি যেভাবে লেখা হয়েছে, পাঠক বুঝে নেবে ভালোবাসার সমস্ত ছোঁয়া রয়েছে কবিতাটি ঘিরে। প্রেম শুধু স্বর্গীয় নয় উইলি মুক্তির কবিতায়, লোকচক্ষুর আড়ালে বহে যাওয়া নেশা আছে, সে শুধু ধ্রুপদী প্রেমের নিম্মিত্তে নয়, দৈনন্দিন প্রয়োজনেও।' স্বপ্নের শঙ্খচিল-এই অবাধ্য হাসির আড়ালে/এখনো ছোট ছোট কিছু স্বপ্ন আছে/না গাওয়া কিছু গান আছে/বন্ধ দরজার ওপাশে আছে/অনেক অবশিষ্ট কাহিনি। পুরাতন হিসেবের লগ্ন ফুরিয়ে গেলে/সোনালি ডানায় ভর করে মুক্ত বিহঙ্গে/উড়ে যাব স্বপ্নিল শঙ্খচিলের দেশে।

উইলি মুক্তি তাঁর কবিতায় সমাজের হতাশা গ্রস্থ মানুষের নানাবিধ প্রক্ষাপট উঠে এসেছে। তাঁর উপলব্ধি ও শেখার আগ্রহ বার বার এগিয়ে যাবার আহ্বান করে। পাঠক দেখতে পায়, শঙ্খচিলের সোনালী ডানা সমুদ্রের তীরে এসে হোঁচট খায়, অবশেষে গভীরে গিয়ে শান্ত হয় দার্শনিকের মতো। উত্তপ্ত বিশ্ব শান্ত হলে আবার বিষাদ ঘিরে ধরে তাঁকে। অব্যস্থ জীবন, নিয়ম অনিয়মে সবই তাঁর চেনা, কিন্তু কোথাও সে অবস্থান করে না। চলতে থাকা পরিব্রাজকের মতো অজানা এক গন্তব্যের নেশায়।

জলপাথরের যুগলবন্দি কাব্যগ্রন্থে মোট ৯৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর লেখা কবিতাগুলো পড়ে পাঠক অলীক সাধগুলোকে সুষমভাবে প্রবাহিত করতে পারবেন। পাঠকের মনে জন্ম নিতে বাধ্য হবে কবিতার প্রতি ভালোবাসার তাড়না। সাহিত্যের প্রতি প্রেম জাগ্রত করবে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ। কবিকে সাধুবাদ জানাই, এ রকম একটি কাব্যগ্রন্থ পাঠকের কাছে মননের সুস্বাদু খোরাক করে উপহার দেবার জন্য। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে আদিগন্ত প্রকাশন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন তাজুল ইমাম। মূল্য ২০০ টাকা। বইটি যেকোনো পাঠককে আন্দোলিত করবে বলে আশা রাখি।

ফিরতে হবে বাংলাতেই

স্বপন বি লিও

মানবতা মরছে মরুক,
মরুক না !
আমি থাকি বঙ্গ দেশে,
পরিবার তো থাকে না ।

বঙ্গ আমার ব্যবসাক্ষেত্র,
দুহাত ভরে কামাচ্ছি।
আমলা আমি, নেতা আমি,
গরমের হাঁসফাঁসে খাই ঘুষের ঠাণ্ডা লাচ্ছি।
ছেলে আমার কানাডাতে,
মেয়ে আমার জার্মানের।
বাংলা তারা জানেই না,
এটাই এখন সম্মানের।
হজম আমার অত্যাধিক,
ব্রিজ কালভার্ট ব্যাংক ও খাই।
পাকস্থলী মোটা হলেও
‘ধরা’ খেতে ভয় পাই ।
ভাবতেছি আর থাকবোনা,
বাংলা এখন রিস্কি।
বাতিল ভিসা খুলছে না আর,
দিচ্ছে না কাজ লবিং নামের হুইস্কি।
উপায় নাই গোলাম হোসেন, থাকতে হবে এ দেশে।
তাই বাংলা বলি,ভালো হই সুখ নাই ছদ্মবেশে।।।

সেঁজুতিও জানে না

আবদুল্লাহ জাহিদ

নদী কি জানে তার জলে আছে স্রোত
বাতাস কি জানে তার ছোঁয়ায় জুড়ায় প্রাণ
নীলিমা কি জানে তার অসীম উদারতা
পাহাড় কি জানে তার বিশাল উচ্চতা
সমুদ্র কি জানে তার প্রচণ্ড গর্জন
মেঘ কি জানে সে বৃষ্টি হয়ে ঝরে
জ্যোৎস্না কি জানে তার স্নিগ্ধ আলো
সূর্য কি জানে তার বিপুল উত্তাপ
পাখি কি জানে তার মধুর কাকলি
ভ্রমর কি জানে তার গুঞ্জন
ফুল কি জানে সে ছড়ায় সৌরভ
গোধূলি কি জানে তার কত রং
সেঁজুতিও জানে না অনেক কিছু
জানে না সে আমার কাছে কি!

সমাচ্ছন্ন

রজত হুদা

তোমাকে ছুঁয়েছে প্রেম;
আমাকে ছুঁয়েছে ঝরণা ওষ্ঠের স্বাদ
উপোসি তনু ভেজে অনঙ্গ বেনোজলে
ভেঙে শিকল নিয়মের বাঁধ।
রৌদ্রকরোজ্জ্বল ক্ষণ প্রয়াণের আগে
সূর্য রাঙায় তার প্রীত চোখ
নিশিথের অন্ধকারে আরো ত্রিবর্গ নগরে
আমাদের পুষ্পরেণু দেখা হোক।
তোমাকে ছুঁয়েছে হাত;
হাত পেয়েছে রূপ সোনার কারুকাজ
এবেলা ওবেলা ছুঁই মখমল মুখ জুঁই
রাজন সমর্পিত প্রজা আজ।
মধুমাখা সাপ এসে কামিনীকে ভালোবেসে
শিলীমুখ সুবাসে সুখ মাতে
তোমাকে ছুঁয়েছে প্রেম;
আমাকে জাগালো শিহরণ তোমার চঞ্চল আঁখিপাতে।

স্বীকারোক্তি

কাকন রেজা

বিশ্বাস করুন, নাম শোহরত এর জন্য আমি কিছু করিনি কখনো
লিখিনি কোনো গদ্য অথবা পদ্যগাথা
পেটের দায়ে লিখেছি খবরের কাগজে, টেলিভিশনে দেখিয়েছি মুখ
নামের জন্য নয়, বাঁচার তাগিদে অযথা

আমি লিখি নিজের জন্য, আনন্দ ও শোকে, লিখি বিদ্রোহ বিক্ষোভে
লিখি মানুষের জন্য, আনন্দ বিষাদ
লিখি ভালোবেসে তার জন্য, অপ্রাপ্তি যে নাম, মানুষের মাঝে থাকে
নিজের জন্য এক অবাক অবসাদ।

আকাশ সমান জানালা আমার

জেবুন্নেছা জোৎস্না

চাঁদপুরের ইলিশের চকচকে রূপালি জীবন, অথবা
অড্রে হেপবার্নের সেই হাওয়ায় ভাসা পোশাকি আচরণ,
কোনোটাই আমার নেই। তবে জেনেছি ম্যানগ্রোভ বনে
কিভাবে উদ্ভিদ শ্বাস নেয় মূল ঠেলে বাতাসে; দেখেছি
পরজীবি ছত্রাকরূপী ধনী, কিভাবে গজায় চারিদিকে
ব্যাঙের ছাতা হয়ে দারিদ্র্যকে শুষে। শুধু দেখিনি দু-চোখ
বহুদিন, খোলা জানালায় প্রশস্ত আকাশে নিঃশ্বাসের
ঋণ-, গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীতে আমাদের যে জানালা ছিল না।

আলু-পটল কেরোসিনের উর্ধ্বগতিতে, ঠিকানাবিহীন চলা জিপিএস ব্যতিরেকে! হঠাৎ একদিন লটকে পাদুকা আশ্চর্য দেখি—,
রকেটের বেগে আগুনে উড়ে টেবিল, চেয়ার, মেশিন একি! দেয়াল ফুঁড়ে ছোটে অভুক্তের শুন্য টিফিন ক্যারী—!

আদমের চিৎকার, জাহান্নামের উত্তাপ - রূপান্তরে ভস্মীভূত হওয়ার যন্ত্রণায় এটাই বুঝি শেষ প্রশান্তি:
এখন আমাদের আকাশ সমান জানালা, উড়ন্ত রাজহংসে উদ্বেল মুক্তি!

তোমাদের উৎসবময় রাত তখন ল্যাভেন্ডার -লাইল্যাকে –
ব্যঙ্গে চিয়ার্সে ভরে, শ্রমিকের ফুটন্ত মগজের ফুলকির উল্লাসে।

ফটোগ্রাফি

ভজন দত্ত

সজীব বাঁধাকপি ছাড়াতে ছাড়াতে হুকের কথা মনে রাখতে নেই,
ধারালো ছুরিতে কুচিকুচি করে কাটার সময় কমলালেবুর আকার মনে করতে নেই !

রক্তপাতের চেয়ে নিরাময়ের মলম ভালো।
এসো ছবি ও ছায়ার কথা বলি।
ন্যানো সেকেন্ডে ঠিক করে নাও
তোমার ক্যামেরার লেন্স মুখ কতখানি খুলবে,
সেন্সরে কতখানি আলো এসে ঢুকলে সাবজেক্ট খুশি হবে! কখন সাটারে ক্লিক!
ক্যামেরা, আলো, লেন্স, সেন্সর
সবই তো তোমার হাতে!

এসব তত্ত্ব ‘তিনকোণা’ বলে যারা নাক উঁচু করে, ওদের নিরন্তর পিসিআর টেষ্ট হোক...!

লেমন-লাইম

ইয়াসমিন চৌধুরী

গল্প

ডিরেক্টরি থেকে মুছে ফেলা গেলেও মনের ডেটাবেজ থেকে যেমন পুরোপুরি ডিলিট হয় না কিছু ফোন নম্বর, তেমনি বহুরাত জেগে লেখা নীল-হলুদ খামের চিঠিগুলো পৌঁছায় না চেনা ঠিকানায়!

টটোয়া থেকে বের হয়ে ‘জঃ ৮০’ ধরে কিছুটা সামনে আসলো এক্সিট ৫২। আমার চেনা ঠিকানাটা খুঁজে পেতে তেমন একটা বেগ পেতে হবে না। আরো খানিকটা সামনে যাব, তাই সাবধানে স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে দিকনির্দেশনা ঠিক করছিলাম। নেভিগেশন ডিভাইস আজকাল অবশ্য নতুন মডেলের সব গাড়িতেই থাকে।

আমার কাজে লাগানোর দরকার নেই, বেশ কবার আসা হয়েছে ওখানে।

সাবধানে একটা রাইটটার্ন নিয়ে লোকাল রাস্তায় চলে এলাম। দুপুর নাগাদ সব রাস্তা কিছুটা শুনসান থাকে, খুব একটা ট্রাফিকের ঝামেলা থাকে না। মনের ভেতরে ডুবে থাকা মনটা কেবলি চোখের সামনের গন্তব্য থেকে ইউটার্ন নিয়ে অতীত সময়ের দিকে চলতে শুরু করে।

আমার অলফ্যাক্টরি নার্ভের ক্ষমতা বরাবরই ভালো.... যেকোনো গন্ধ আমার নাক এড়াতে পারে না। তাই বলে এই ভরদুপুরে নিউজার্সির এক অখ্যাত পাড়ার ভেতর গলিতে লেবু ফুলের গন্ধ! বিস্ময়কর!

হয়তো লেবু জাতীয় কোন সাইট্রাস গোত্রের ফলের ফার্ম আছে আশেপাশে কোথাও। আরও সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সেই মিষ্টি লেবু জাতীয় গন্ধটা ইনস্ট্যান্টলি আমাকে পৌঁছে দিল সিলেটের নেহাতই সাধারণ কোন গলির মোড়ে।

যদিও বিশ/পঁচিশ বছর আগের কথা... তবু ঝলমল করে সেই দুপুর সকালগুলো। কোনোদিন দেরি হত মিনিট দশেক, কোনোদিন সে আগেই এসে আমার বেরুনোর পথ থেকে খানিকটা দূরে ৯০ক্ক অ্যাঙ্গেলে দাঁড়িয়ে থাকতো। আমি ভীত পায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ধরতে এগিয়ে যেতাম আর পেছনে তাকাবার সুযোগ থাকতো না। তার তাকাবার ভাবখানা অবশ্য আমার বিপরীত দিকে তার দৃষ্টি হতো। সেই দৃষ্টিতে কি ছিলো অথবা কি ছিলো না, জানি না। তার সাথে আমার তেমন আবেগজনিত কোনো সম্বন্ধ তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। গলির মোড়ে এমন কত লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে, তাছাড়া আমার তেমন আহামরি চেহারা তো নয় যে তাদের টার্গেট আমিই হবো।

আমার সামনে বিল গেটস এর উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের মতো বহু নতুন কিছু নিত্যদিন এসে ভিড় বাড়াচ্ছে। টাল সামলাতে পারছি না... পড়ছি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে আর চরম আগ্রহ সায়েন্স টেকনোলজিস নিয়ে।

আমার দিকে কৌণিক দৃষ্টিতে কেউ তাকায় বা কখনো তাকাবে এটা ভাবাটা আমার বিলাসিতা মনে হতো। যদিও আশেপাশের বন্ধু-বান্ধবরা একেকজন তখন চুটিয়ে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল দিতে দিতে জীবনের পথে আরও দূর রওয়ানা হবারউদ্দেশে প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন। রাস্তার মোড়ে তার দাঁড়িয়ে থাকাটা তখন বিশেষ নজরদারির কিছু ছিল না, কিছুদিন পরে সেটাই মস্তিষ্কের নিউরনে মোটামুটি স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল।

বাড়ির সামনের গলির মোড় থেকে তার উপস্থিতির বিস্তার ঘটলো আমার ক্যাম্পাসের এখানে-ওখানে, আমার সামনে নয় অবশ্য।

তখনও আমি তার টার্গেট কিনা তা ভাবার মতো সময় হয়নি। বয়সে নাহলেও আমার থেকে ১০/১২ বছরের সিনিয়র, পেশায় আইনজীবী ঐলোকের প্রতি তেমন কোন আকর্ষণ আছে বলে মনে হতো না আমার। মনোভাব ব্যক্ত করার সুযোগ ও হলো না। তবে দশ-বারো গজের দূরত্বে এক সকালে আমাদের চোখাচোখি হতেই তার মাথা সামান্য নিচু করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো। আচমকাই আমার অলফ্যাক্টরী নার্ভ মিষ্টি লেবু লেবু সেই সুবাসে আটকে গেলৃকোথাও কোনো একটা অনুভূতি আছে বলে মনে হলো। সে তার অভ্যাসমতো চোখ ফিরিয়ে আমার বিপরীত দিকে ঘুরে গেল। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার তবু কী ভীষণ জীবন্ত ওই সময়টা যে ছিল!

উইনফ্রেড এভিনিউ ধরে আমি খানিকটা সামনে এগুলাম। আমাদের কার কেমন অনুভূতি ওইদিন কাজ করছিল তা জানার আগেই আমি সিলেটের পাট চুকিয়ে চলে আসি। চুকিয়ে আসা সবকিছুই কি চিরকালীন সমাপ্তি! নাকি ‘শেষ হয়েও হইলো না শেষ’-এর মতো ব্যাপার!!

পৃথিবীর অনেক নামকরা কোম্পানির সুগন্ধি ব্যবহার করার সুযোগ আমার হয়েছে গত ক’বছর ধরে। খুব নতুন না হলেও মোটামুটি আপডেটেড মডেলের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতাও। প্রায় পঁচিশ বছর আগের সেই একজনের তখনকার টয়োটা স্টারলেটের হর্ন, তার পার্ক করতে করতে গাড়ি থেকে বের হবার ভঙ্গি.. কেন যেন মস্তিষ্কের নিউরনে স্থায়ী বসবাসের লাইসেন্স নিয়ে নিয়েছে।

আর লেবু ফুলের গন্ধের কথা না হয় না-ইবা বললাম।!

শীতের সকাল

ফারহানা সিনথিয়া

আমার মনে পড়ে খুব ছোটবেলায় একটি শীতের সকাল নামে একটা রচনা লিখতে দিত আমাদের। তখন এত ভেবে কখনও লেখা হয়নি। পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্যই লিখতাম।

এখন বুঝি শীতের একটা আলাদা ঘ্রাণ আছে। আমার প্রথম উপন্যাস লিখতে বসে চোখ বুঁজলাম। শীতের সকালের সেই চেনা পরিচিত সৌরভ ভেসে এলো। কুয়াশার সঙ্গে মাখা পাতা পোড়ানোর মিশেলে একটা সুঘ্রাণ। বছরের শেষ জানান দিতে আসত যেন বাংলাদেশের শীতকাল।উত্তর আমেরিকার রুক্ষ শীত নয়, যার বৈশিষ্ট্য হাড় কাঁপানো উত্তুরে হাওয়া; বরঞ্চ শীতের ভোরের কুয়াশার চাদর বোধহয় বেশি মায়াময় ছিল।

শীতের ছুটি কাটাতে ঢাকার বাইরে বের হলেই গ্রাম বাংলার কুয়াশাঢাকা একটা রূপ চোখে পরত। কুয়াশার ঘন আড়াল কেটে বাস এগিয়ে যেত। দশ ফিট দুরেও দেখা যেত না। এর মাঝে মাঝে কুয়াশা কেটে গ্রামের ছবিতে আঁকা গ্রামের দৃশ্যের মতো কুঁড়েঘর, খরের গাদা আর হয়ত ডোবার মতন একটা চোখে পরত। এক কোনায় দাঁড়ানো বিষণ্ণ একটা তাল বা সুপারি গাছ। এই ছিল আমার কাছে দেখা শীতের সকালের দৃশ্য।

বাংলাদেশের মানুষ শীতকাল কেন ভালোবাসেন তার একটা ব্যখ্যা আছে আমার। শুধু গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি নয়, তার চেয়েও বেশি শীতকালের পিঠে উৎসব। এখানে শীতকালের তেমন ক্রিস্টমাস কুকিজ আর সান্তা ক্লজের রেইন ডিয়ারের অপেক্ষা।

উত্তর আমেরিকায় এসে শীতকালের অর্থ বদলে গেছে। সবচেয়ে বিষণ্ণ বেলা শীতের সন্ধ্যা। ডিসেম্বারের শেষে দিনগুলো এত ছোট হয়ে যায়। অন্ধকারেই অফিসের জন্য বের হই আর অন্ধকারেই ফিরি। কপাল ভালো এই সময়টা ক্রিস্টমাসের নানা আয়োজন থাকে। উৎসবমুখর চারদিক। তাও মন কেমন মুখিয়ে থাকে শৈশবের সেই শীতের সকালের জন্য। পায়ের কাছে শীতের রোদের আদুরে ওমের জন্যে মন কেমন করে।

সবার কাছে পাওয়া উপহার আর অফিসের ক্রিসমাস পার্টির একটা আয়োজন তো থেকেই যায়। চারদিকে ক্রিস্টমাসের গানগুলো বাজতে থাকে। এসব শেষ হলেই আমি গরম কোথাও যাবার জন্য তৈরি হতাম। হয় সেটা বাংলাদেশ অথবা অপেক্ষাকৃত গরম শহর।

আমি থাকি রকি পর্বতমালার পায়ের কাছে একটা শহরে। শীতের পাহাড়ের একটা আলাদা সৌন্দর্য থাকে। পাহাড়ের ঠিক মাথায় সূর্যোদয় অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য। পাহাড় যেন শীতের অপেক্ষায় থাকে। স্রোতস্বিনী-কল্লোলিনী ঝর্ণাগুলো জমাট বেঁধে নীল রঙ ধারণ করে। এই এক ঋতুতে ঝর্ণার সৌন্দর্য পাহাড়ের কাছে হার মানে।

অনেকেই চলে যান পাহাড়ের কাছে কটেজগুলোতে শীতের ছুটি উদযাপন করতে । যারা স্কি করতে ভালোবাসেন তারা তো বছরের প্রথম তুষারপাতের অপেক্ষায় থাকেন।

অনেক রাস্তায় লেখা থাকে এখানে পাহাড় ধসের সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় বড় হাইওয়েগুলো বন্ধ হয়ে যাত্রার ব্যঘাত ঘটে।

সাদা পাহাড়ের চুড়োয় সূর্যের আলো একটা অদ্ভুত ছবি আঁকে। গাড়িতে বাজে জন ডেনভারের গান "কান্ট্রি রোডস টেক মি হোম"। থেকে থেকে মনে বাজে "গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।"

নতুন বছর উদযাপন, বিয়ের দাওয়াতসহ বছরের শুরুতে সবাইকে ব্যস্ত থাকতে হয় নানা আয়োজনে। ছবির মডেল হয়েছেন **রাহা চৌধুরী**।

প্রাণভরে হেসে উঠুক পৃথিবী

রিমি রুম্মান

আমাদের স্তব্ধ করে দিয়ে যাওয়া পৃথিবীটা ২০২০ সালে একটু একটু করে ছন্দে ফিরেছিল। স্বাভাবিক জীবন শুরু করেছিলাম আমরা। সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করছিল। কিন্তু দুই মাস না যেতেই ধাপে ধাপে তাদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হচ্ছিল। আমার ছোটপুত্র রিহান থ্যাংকসগিভিং ভেকেশনের পর আচমকা একদিন স্কুল শেষে বাড়ি ফিরে জানালো তার ড্যান্স ক্লাসের শিক্ষক মিস নাতালি কোভিড আক্রান্ত হয়েছে, বিধায় ড্যান্স ক্লাসের শিক্ষার্থীদের দশ দিনের কোয়ারেন্টাইনে যেতে হবে। স্কুল থেকে মুঠোফোনেও ক্ষুদে বার্তা এলো। জানালো, তদ্দিন শিক্ষার্থীদের রিমোট লার্নিংয়ে ক্লাস করতে হবে ঘরে বসে। দশ দিন সকল নিয়ম মেনে কেবল স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিল আবার। তিনদিন ক্লাস করার পর আবারো কোয়ারেন্টাইন! এবার অন্য এক শিক্ষার্থীর কোভিড পজেটিভ ধরা পড়েছে! একদিকে ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য লোভনীয় অফার দিচ্ছে শহরের জনপ্রতিনিধি, অন্যদিকে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে কোভিড টেস্টের জন্য রোগীদের দীর্ঘ লাইন। বছরের শেষদিকে জরুরি প্রয়োজনে লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি পোস্টার লাগিয়ে রেখেছে, 'লাইব্রেরীটি কোভিডের জন্যে সাময়িকভাবে বন্ধ'! ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের প্রাদুর্ভাব!

নগরজুড়ে আবারও স্তব্ধ করা সময়! বিশ্বব্যাপী চলমান করোনাভাইরাসসংক্রমণ এড়াতে আবারও মানুষের প্রাণপণ লড়াই। ইংরেজি পুরোনো বছরের শেষ এবং নতুন বছরের শুরুটা এভাবেই আমাদের শঙ্কা, বেদনা আর ভালোমন্দের দোলাচলে বাঁচতে শেখাচ্ছে। তবে এটা তো সত্য যে, সব রকম পরিস্থিতিকে আমরা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শিখে গিয়েছি। স্বজন-পরিজনহীন এই দূরপরবাসে কঠিনসব পরিস্থিতি সামলে আমরা যে জীবনযাপন করছি, জ্বলজ্বলে স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে রূঢ় বাস্তবতাকে হাসিমুখে মানিয়ে নিচ্ছি। এরই নাম বোধহয় লড়াই করে বেঁচে থাকা!

প্রতিবার আলো ঝলমলে এই নিউইয়র্ক নগরীতে হৈ-হুল্লোড় করে ইংরেজি বছরের প্রথম প্রহরটি উদযাপন করে থাকি। অনেকেই বাইরে রেস্তোরাঁয়, কিংবা বাড়িতে সুস্বাদু খাবার দ্বারা বন্ধুবান্ধব, পরিবার নিয়ে বছরের শেষ দিনটির বিদায় এবং নতুন বছরের শুরুর সময়টি বেশ জমকালো আয়োজনে পালন করে থাকেন। কিন্তু নানা বিধিনিষেধের বেড়াজালে এবার নিউইয়র্কবাসী। চিরায়ত নিয়মে বিগত বছরের হারানোর বেদনা আমাদের তাড়া করে ফেরে। ক্ষণিকের জন্য হলেও মনের জানালায় উঁকি দিয়ে যায় চিরতরে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মুখগুলো। এই শহরে আমাদের প্রিয়মুখ, প্রিয় লেখক সিনহা মনসুর ভাই আচমকাএকদিন কিছু না বলে চুপিসারে চলে গেলেন সকলকে কাঁদিয়ে। এভাবে চলে গেলেন আমার পাড়ার ছেলে কয়েস, বাল্যবন্ধু মুক্তাসহ আরও অনেকে।

তবুও জীবন বহমান। কারও জন্যই কিছু থেমে নেই। এসব নির্মম বাস্তবতা মেনে নিয়ে নতুন বছরের সূর্যোদয়ের সাথে নতুন স্বপ্ন আর প্রত্যাশা নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে চলি। বিদায়ী বছরের বিষণ্নতা ভুলে নতুন করে সব প্রতিকুলতাকে জয় করার প্রত্যয় নিয়ে নতুন নতুন পরিকল্পনা করি। আমাদের আনন্দ-বেদনা-হতাশা আছে, কিন্তু এটি তো জীবনেরই অংশ। নিউইয়র্কের রাস্তায় চলার পথে কনকনে শীতের মাঝে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে থাকা গৃহহীন মানুষের দিকে তাকালে, মনে হয় আমার তো উষ্ণতার জন্যে অন্তত একটিঘর আছে। বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষারত হুইলচেয়ারে বসা অসুস্থমানুষটিকে দেখলে মনে হয়, আমার তো এখনও দুই পায়ে ভর করে চলার সক্ষমতা আছে। ছড়ি হাতে রাস্তা পার হতে চাওয়া অন্ধ মানুষটির দিকে আচমকা চোখ গেলে মনে হয়, আমি তো এখনও দু'চোখ মেলে পৃথিবীর রূপ-রস দেখতে পাই। চারিদিকে মানুষের এমন হাজারো না পাওয়ার দিকেতাকালে আমার সকল হতাশা উবে যায় নিমেষেই। মনে মনে অজান্তেইসৃষ্টিকর্তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে উঠি, 'ভালো আছি, বেশ ভালো আছি।'

নতুন বছর হোক মহামারি থেকে মুক্তির বছর। সুসময় কিংবা দুঃসময়ে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াক। আবার প্রাণভরে হেসে উঠুক পৃথিবীর মানুষেরা। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠে নির্ভয়ে ছুটোছুটি খেলুক আমাদের শিশুরা। আনন্দে, খুনসুটিতে হেসে হেসে একের গায়ে অন্যে লুটিয়ে পড়ুক, ঠিক আগের মতো। উপভোগ করুক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। এই হোক ইংরেজি নতুন বছরে আমাদের সকলের প্রার্থনা।

কুমিল্লার আতিথিয়েতা ও চার রান্নার পদ

মাহফুজা নাসরিন

একটা সময় ছিল যখন হঠাৎ মেহমানের আগমন হতো আমাদের বাসা-বাড়িতে! আমাদের পরিবারগুলো সানন্দেই তাদের মেহমানকে প্রাণঢালা সেবাটুকু দিত। মা খালারা চট করে তৈরি করে ফেলতেন মজার মজার সব খাবার। আর কুমিল্লার আতিথিয়েতার তো তুলনা মেলা ভার। তাদের তড়িৎ চিন্তা আর দক্ষতার সমন্বয় ছিল অভূতপূর্ব! রান্নায় আমার খুব আগ্রহ কখনো তেমন ছিল না। মনে হতো যখন প্রয়োজন হবে তখন ঠিক ঠিক পারব! মা খালাদের পরিবেশনা থেকে কিছু রান্না কৌশল আর পদ্ধতি আজো আমাকে বিমোহিত করে রাখে। তার সামান্য পরিবেশনা আজ আপনাদের জন্য।

নারকেলের পাকন পিঠা

উপকরণ:

চালের গুঁড়ো ৩/৪ কাপ, কোরানো নারকেল ১/৩ কাপ ময়দা ১/৪ কাপরান্নার তেল ১ কাপ চিনির সিরাপের জন্য চিনি ১ কাপ, এলাচ ১টা, লেবুর রস ১/২ চা: চামচে পানি ও লবণ পরিমাণ মতো পদ্ধতি: চালের গুঁড়ো, ময়দা আর করানো নারকেল একসাথে মিশিয়ে নাও, ১ কাপ পরিমাণ মতো ফুটন্ত পানিতে চালেরগুঁড়ার মিশ্রণটি ঢেলে দাও, সাথে সাথে নাড়াবে না। অল্প আঁচে ২০-২৫ মিনিট সেদ্ধ করতে হবে। তারপর গুঁড়ি পানির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে আরও ১৫ মিনিট অল্প আঁচে সেদ্ধ কর। সেদ্ধ হয়ে গেলে চুলো থেকে নামিয়ে নাও, ঠাণ্ডা হলে ভালো করে ময়েন করে নাও। ১/৩ ইঞ্চিমোটা করে বড়ো রুটি বেলে ছোট চুরি দিয়ে ৩ ইঞ্চির মতো সাইজে কেটে কেটে পাকন পিঠার নকশা কর মনের মতো। অন্য একটি পাত্রে এক কাপ চিনির সাথে ১/৩ পানি মিশিয়ে নাও, এলাচটি দিয়ে দাও, মধ্যম আঁচে চিনি গলিয়ে নাও, শিরা তৈরি হলে এক চা-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে হাল্কা উষ্ণ তাপে পাত্রটি রেখে দাও। মধ্যম আঁচে নকশা করা পিঠাগুলো একে একে তেলে লালচে করে ভেজে নাও, ভাজা হয়ে গেলে একটি ঝুড়িতে পিঠার গায়ের অতিরিক্ত তেল ঝড়িয়ে নাও। পিঠা ঠাণ্ডা হলে তৈরি করা শিরায় ভালো করে মিশিয়ে রাখো ৫-৭ মিনিট, শিরা পিঠার সাথে মিশে গেলে পিঠা ছড়ানো পাত্রে তুলে রাখো, ১০-১৫ মিনিটে পিঠা মুচমুচে হলে পরিবেশন কর।

বি:দ্র: সিরাপ বেশি ঘন হলে পিঠা শক্ত হয়ে যেতে পারে, আবার বেশি পাতলা হলে পিঠা মুচমুচে হবেনা, ভেঙে ও যেতে পারে। দেখুন না একবার চেষ্টা করে, নিজেই অবাক হবেন নিজের রান্না আর অতিথিয়েতার নান্দনিকতায়।

নারকেলের ঝাল চিংড়ি

মাঝারি সাইজের চিংড়ি ১৫-২০টি j বাটা নারকেল ১/২ কাপ, পিয়াজ বাটা ২ টে: চামচ, রসুন বাটা ১/২ টে: চামচ, আদা বাটা ১/২ টে: চামচ, ধনে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জিরা গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, মরিচ ১/২ টি চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১/৪ চা চামচ, চিনি ১/২ চা চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৭-৮ টি, তেল পরিমাণ মতো, দুধ ৩/৪ কাপ। পদ্ধতি : চিংড়ি মাছ পরিষ্কার করে বেছে ধুয়ে নাও। মধ্য আঁচে ২ টে: চামচ তেল গরম করে তাতে পিয়াজ বাটা দাও। সামান্য কষিয়ে রসুন বাটা দাও। পিয়াজ-রসুন বাদামি তেল তেলে হয়ে আসলে কাঁচা মরিচ বাদে বাকি সব গুঁড়া মশলা আর নারকেল বাটা মিশিয়ে অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে মশলা কষাতে হবে। প্রায় হয়ে এলে চিংড়ি আর কাঁচা মরিচ একসাথে মশলায় দিয়ে লবণ দাও। আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নাও। সবশেষে সামান্য চিনি দাও। চিংড়ির একটা সুন্দর ঘ্রাণ ছড়াবে বাকিটুকু দুধ ঢেলে দাও। ১০-১২ মিনিট মধ্যআঁচে জাল করে চুলা নিভিয়ে দাও। তেল ওপরে উঠে আসলে সুস্বাদু ঝাল নারকেল চিংড়ি পরিবেশন কর গরম ভাত অথবা পোলাওয়ের সাথে।

চ্যাপা শুঁটকির বল

উপকরণ:

গরম ভাত ১ কাপ, চ্যাপা শুঁটকি ৪টা, কাটা পিয়াজ ১টি, রসুন কোষ ৬টি শুকনো মরিচ ৪টি, লবণ পরিমাণ মতো। পদ্ধতি: চ্যাপা শুঁটকি পরিষ্কার করে নিতে হবে। পিয়াজ চার টুকরো করে কেটে কোষ গুলো আলাদা করে নিতে হবে। রসুনের কোষগুলোর খোসা ফেলে দাও। চ্যাপা শুঁটকি, রসুন একটি মাটির খোলায় অল্প আঁচে টেলে নাও। শুকনো মরিচ আলাদা টেলে নাও। এবার টেলে নেয়া চ্যাপা শুঁটকি, রসুন, মরিচ আর কাঁচা পিয়াজ শিলপাটায় বাটে নাও। পরিমাণ মতো লবণ দাও। তারপর গরম ভাত পাটায় হাল্কা চেপে বেটে শুঁটকির মিশ্রণের সাথে হাত দিয়ে মিশিয়ে বল বানিয়ে নাও। তৈরি হয়ে গেল চ্যাপা শুঁটকির বল।

চাল কুমড়োর চাক্ বিরান

উপকরণ: ছোট গোল একটা চাল কুমড়ো, সরিষা বাটা তিন টে: চামচ, পিয়াজ কুঁচি মাঝারি ২টা, রসুন বাটা এক চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১/৩ চা: চামচ, মরিচ গুঁড়ো ১/২ চা: চামচ, ধনিয়া গুড়ো ১/৩ চা: চামচ, কাঁচা মরিচের ফালি ৭/৮ টা, ছোট একটি চাল কুমড়োকে অর্ধ চন্দ্রাকারে চ্যাপ্টা করে ১/২ ইঞ্চি মতো চওড়া মাপে ফালি করে কেটে ধুয়ে পানি ঝড়িয়ে নাও। চন্দ্রাকার টুকরোর গোলাকার দিক থেকে মাঝে ছুরিতে খুব সাবধানে স্যান্ডউইচের মতো প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কাটবে, কিন্তু পুরোপুরি ফালি করবে না। অন্য প্রান্তটি আটকে থাকবে। বাটা সরিষার সাথে সামান্য কাঁচা মরিচ ছাড়া বাকি সব মশলা মিশিয়ে নাও। মধ্যম আঁচে তেলে সবগুলো পেঁয়াজ কুচি ছেড়ে দাও, সামান্য ভাজা হলে মশলা মেশানো সরিষা বাটা পিঁয়াজের সাথে মিশিয়ে সামান্য ভাজবে। পিঁয়াজ কচকচে থাকতে হবে বেশি ভাজবে না বা বেশি সেদ্ধ করবে না। ভাজা সরিষার সাথে ফালি করা কঁচা মরিচের মিশিয়ে নাও। এবারেভাজা সরিষা টুকরো চাল কমড়োর দুই ফালির মাঝে ভরে ফ্ল্যাট ফ্রাইপ্যানে হাল্কা তেলে অল্প অল্প আঁচে লালচে করে ভেজে নাও! তৈরি হয়ে হেল চাক্ বিরান! গরম ভাতের সাথে পরিবেশন কর।

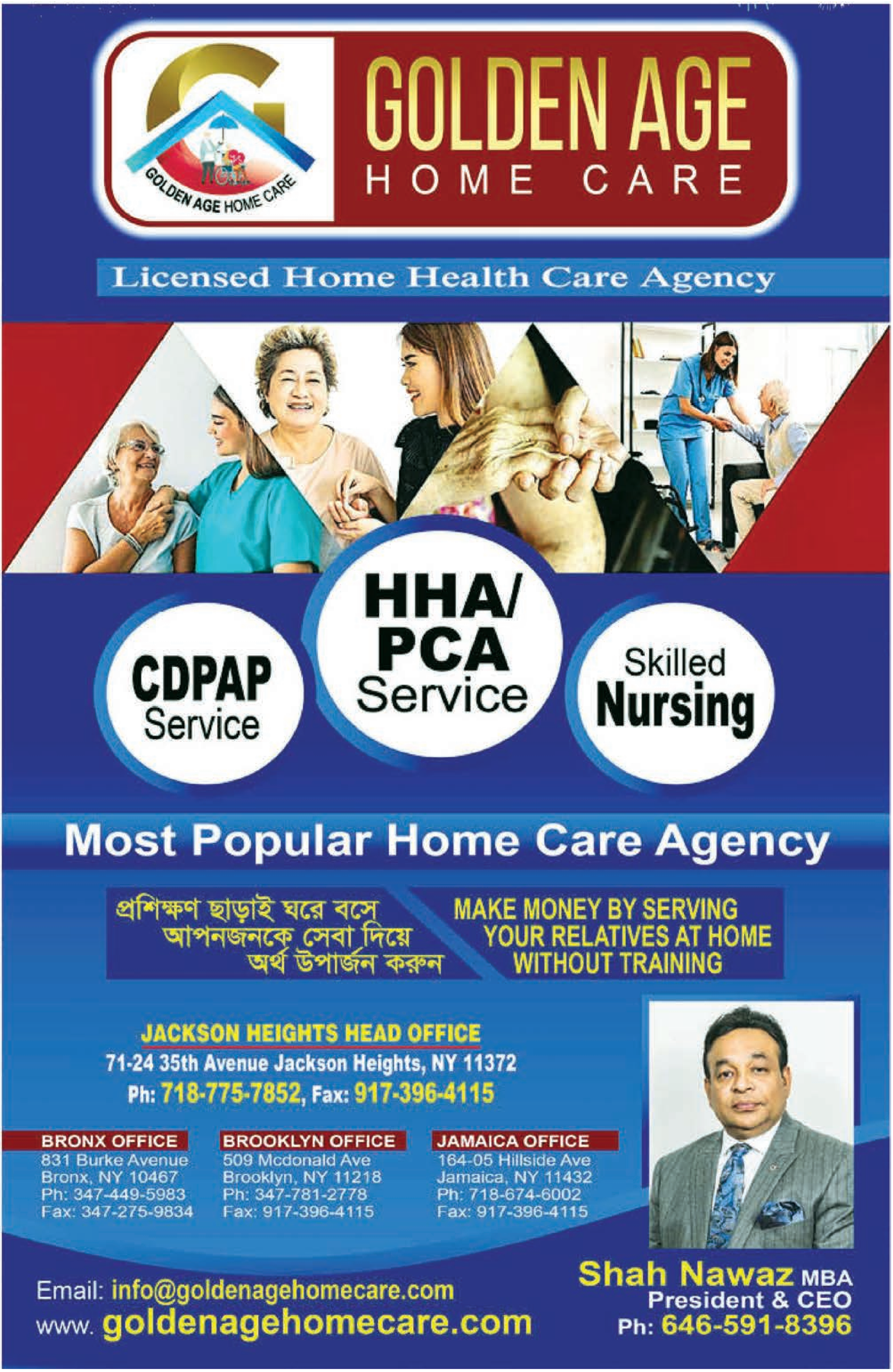
GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP
Service
HHA/
PCA
Service
Skilled
Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

MHC
Marks Home Care
মার্কস্ হোম কেয়ার
Bronx
1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472
1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462
Brooklyn
413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220
219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218
1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230
1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Queens
40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368
37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372
148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Hicksville
217 Bethpage road
Hicksville
NY 11801
Buffalo
1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212
আমরা নুতন গ্রাহক
এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার
সাদরে গ্রহণ করছি।
We Welcome
Agency Transfers
and New Clients.
প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
আকর্ষণীয় সাপ্তাহিক আয়ের নিশ্চয়তা
FOLLOW US ON
FOR LATEST EVENTS, PRIZES AND GIVEAWAYS
বিস্তারিত জানতে কল করুন
718-697-7707
E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

13 January 2022, Thursday, 5th Year, Issue 252, 40 Pages

১৩ জানুয়ারি ২০২২, ২৯ পৌষ ১৪২৮, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

নামাজের গুরুত্ব

শামীম সিদ্দিকী

নামাজ মুমিনের অন্যতম প্রধান ইবাদত। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর আরোপিত সকল ইবাদতের মধ্যে নামাজ এমন একটি ইবাদত যা ব্যক্তি জীবনকে গড়ে তুলে মুমিন হিসেবে আর সমাজ জীবনে ব্যক্তি কে গড়ে তুলে সুবাসিত পুষ্প তুললে। নামাজের মাধ্যমেই জীবনের সর্বাঙ্গীন সফলতা লাভ করা যায়। ইসলামী শরীয়ত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির ওপর দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছে।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে এই ৫ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে: 'আর তারা যা বলে সে সম্পর্কে আপনি ধৈর্যধারণ করুন আর আপনি নামাজ আদায় করুন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে, রাত্রিকালে এবং দিবসের প্রান্ত সমূহে, যাতে করে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।' (সূরা ত্বহা: ১৩০) উক্ত আয়াতে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

নতুন নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ প্রধানমন্ত্রীর

করোনা মোকাবিলা

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশে করোনার সংক্রমণ রোধে অনুষ্ঠান, সমাবেশ বন্ধসহ ১১টি নতুন নির্দেশনা জারি করেছে সরকার, যা ১৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হয়েছে। দেশের মানুষকে সরকারের এই নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটা জিনিস সবাই একটু লক্ষ রাখবেন। নতুন ভ্যারিয়েন্ট (ওমিক্রন) দেখা দিয়েছে। এটা খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে। একেকটা পরিবারসহ আক্রান্ত হচ্ছে। এ জন্য সবাইকে বলব স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে চলার জন্য। আমরা এরই মধ্যে কিছু নির্দেশনা দিয়েছি, সেটা সবাই মেনে চলবেন। সেটাই আমি চাই।'

বৃহস্পতিবার নবনির্মিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। আগারগাঁওয়ে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

সবাইকে টিকা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, 'যাঁরা টিকা নেননি, তাঁরা দ্রুত টিকা নিয়ে নেবেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

শেখ রেহানাকে দায়িত্ব দেয়ার আহ্বান

ঢাকা অফিস

জাফরুল্লাহ চৌধুরী

কোথাও গণতন্ত্র নেই— মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে শেখ রেহানাকে দায়িত্ব দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে সব থেকে বড় ব্যর্থতা, গণতন্ত্র কবরে গেছে। ভোট হয় না, লোকে ভোট দিতে পারে না।

১০ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জাতীয় মানবাধিকার সমিতি আয়োজিত এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন।

জাফরুল্লাহ বলেন, 'এখন আপনার অবস্থা এত খারাপ যে, পশ্চিম দিগন্তে আপনার বিরুদ্ধে ডঙ্কা বাজাতে শুরু করেছে। এটা ঢাকতে আপনি দালাল নিয়োগ করেছেন। দালালেরা কখনও সত্যকে চাপা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

প্রকৃতি

সিলেটের গোলাপগঞ্জ থেকে সম্প্রতি তোলা লেকুয়া গর্জন ফুল। ছবি: লেখক

মহাবিপন্ন লেকুয়া গর্জন

মোকারম হোসেন

আমাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ আবাসের মধ্যে বৃহত্তর সিলেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অন্যতম। অধিকাংশ উদ্ভিদের প্রাপ্তিস্থান হিসেবে এ দুটি অঞ্চলকেই প্রমাণক সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ কারণে উদ্ভিদ গবেষকদের কাছে স্থান দুটি স্বপ্নতীর্থের মতোই। সুযোগ পেলে বিভিন্ন মৌসুমে হাজির হই সেখানে। ঘুরে বেড়াই অচেনা উদ্ভিদের সন্ধানে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave, 2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA, Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge-Offs Inquiries Collections Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স পেরোল বিজনেস সেটআপ ইমিগ্রেশন নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA, MBA in Accounting, IRS Enrolled Agent, IRS Certifying Acceptance Agent

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON" RE/MAX
Hashan Chowdhury, Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisteria Dr, #300 Germantown, MD 20874

CREDIT REPAIR ক্রেডিট রিপেয়ার
আমাদের সেবা সমূহ:
Ultra Credit Solutions Inc.
929-386-6426
929-386-4705
Public Record Removal, Collection Removal, Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
37-18 73rd Street, Suite #2c (Floor 2nd) Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14 Long Island city, NY 11101
www.ultracreditsolutions.com

খলিল বিরিয়ানীতে আসুন "বাইতেন বিরিয়ানী"এর স্বাদ নিন
KHALIL BIRYANI & HALAL CHINESE, 2062 McGraw Ave, Bronx NY 10462, Ph: 347-621-2884
KHALIL BIRYANI HOUSE, 1445 Olmstead Ave, Bronx NY 10462 Ph: 718-483-8904
www.khalilsfood.com

OPEN 7 DAYS
IATA Accredited Agent
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
কম খরচে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হজ্জ ওমরাহ
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE!!
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ার
হোম কেয়ার
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়
Immigrant Elder Home Care LLC

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

MTR Electric
Murad Hussain
আপনি কি বাসায় কিংবা অফিসে সিকিউরিটি ক্যামেরা, বিদ্যুৎ সংযোগ বাড়ি রেনোভেশন করতে চান? আজই আমাদের কল করুন।
MRT Electric, 347-251-7335, Email: muradhussain0907@gmail.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam, Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

Mohammed A Azad MBA
Real Estate Developer
917-346-8207
Liberty Renovation
Libertyrenovation.com

QA TEK SOLUTIONS
An Information Technology Company
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
NO IT EXPERIENCE REQUIRED!
WE PROVIDE GUARANTEED JOB ASSISTANCE
What We Offer: Professional IT Courses; Resume Build Up; Job Assistance; Website Design; IT Consultancy
Most Popular Courses: Software Testing with Selenium & Accessibility Testing; Data Analysis With Power BI
Get The Job You Deserve: Interactive Training Courses; Guaranteed Job Assiscance; Onsite & Online Classes; Weekdays & Weekend Sessions; Student Support Session
ADMISSION GOING ON
QA TEK Solutions Inc.
New York: 89-16 175 St., CF-4, Jamaica, NY 11432 Cell: (347) 259-1930 / (347) 658-9284
Virginia: 6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165 Cell: (571) 457-0371
Email: admin@qateksolutions.com Website: www.qateksolutions.com

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন**: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com